প্রচ্ছদ কথা

অতিমারি জয় শেষে নতুন স্বপ্ন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে
নব উদ্যমে প্রতিষ্ঠানে আগমনের দৃশ্যই ফুটে উঠেছে প্রচ্ছদের সম্মুখভাগে।

শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্র হৃদয়ে রেখে
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে একটি সুশিক্ষিত, মেধাবী ও
বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে তাদের পথচলা।

স্বপ্নের পদ্মাসেতুর সফল নির্মাণ তাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা।
প্রতিষ্ঠানের সবুজ প্রাঙ্গণ সর্বদাই তাদের প্রশান্তি দেয়।
জোগায় উৎসাহ উদ্দীপনা।

ISBN 984960069-1
9 789849 600695

College Code : 7270
School Code : 7759
EIIN : 111925

বার্ষিকী ২০২২
উন্মীলন
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

বার্ষিকী ২০২২

উন্মীলন

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

With the Best Compliments of

Cantonment Public School and College Momenshahi

CPSCM

পবিত্র কোরআন থেকে

পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।
যিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে,
যা সে জানত না।

-সূরা আলাক : ১-৬

বার্ষিকী ২০২২

উন্মীলন

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

আমার সিপিএসসিএম আমার অহংকার

এক নজরে আমাদের শিক্ষাঙ্গন-

প্রতিষ্ঠাকাল	: ৪ মার্চ, ১৯৯৩। স্কুল শাখার মাধ্যমে যাত্রা শুরু এবং ১৯৯৯ সালে কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।
মূলমন্ত্র	: শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম
বর্তমান অধ্যক্ষ	: লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
মোট শিক্ষক	: ১২০ জন
মোট শিক্ষার্থী	: ৪,৪৫০ জন
শিক্ষা মাধ্যম	: বাংলা-সকল শ্রেণি ইংরেজি-নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি
শিক্ষা কার্যক্রম	: প্রাক-প্রাথমিক (নার্সারি-কেজি) প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম) মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা)
সহশিক্ষা কার্যক্রম	: বিভিন্ন বিষয়ে ২৮টি সোসাইটির মাধ্যমে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

স্বীকৃতি

২০০৮ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ।

২০১০ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেধা তালিকায় কলেজ শাখা ১৯তম এবং ২০১১ সালে ২০তম স্থান অধিকার করে।

২০১২ সালের জেএসসি ও ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে যথাক্রমে ১৪তম ও ১৯তম স্থান অধিকার।

২০১৬ সালে বাংলাদেশে সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে 'রানার আপ' হয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের ট্রফি অর্জন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ ও ২০১৭ এর মূল্যায়নে কলেজ শাখা জেলাপর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন।

২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ শিক্ষাবোর্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন।

বার্ষিকী ২০২২

উন্মীলন

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী
বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি
জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন
শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাস

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার
সভাপতি পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি
লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সম্পাদক
কামরুন নাহার হাসিনা, প্রভাষক

সহ-সম্পাদক
মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, প্রভাষক

সহযোগী সম্পাদক
বাংলা বিভাগ
রুবীনা আজাদ, প্রভাষক
খালেদা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক
ফাতেমা খাতুন, সিনিয়র শিক্ষক

ইংরেজি বিভাগ
মো. আব্দুল অহিদ, সিনিয়র শিক্ষক
মো. নূরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক
সিদ্দিকা আক্তার জাহান, সহকারী শিক্ষক

তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
আনজুমান আরা, প্রভাষক
মো. সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক
মো. মনোয়ার হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
মো. শরীফ হোসেন, সহকারী শিক্ষক

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২২

প্রকাশক
লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী।

ফটোগ্রাফি ও অ্যালবাম প্রস্তুতকরণ
গৌতম চন্দ্র দাম, প্রভাষক
ফয়সল আহমেদ, প্রদর্শক
মো. লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক
মোহাম্মদ জানে আলম, প্রদর্শক

প্রচ্ছদ
ফাইয়াজ হক তৌসিফ, শ্রেণি-নবম, শাখা-ঙ, রোল-১৭৫
সামিহা সাদাত, শ্রেণি-সপ্তম, শাখা-চ, রোল-১২২

অঙ্গসজ্জা
মো. লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক
ও
নির্বাচিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
তামান্না তাসনিম, শ্রেণি -একাদশ, শাখা-ই, রোল-৪০৫
নাসিমুল মুহিত ইফাত, শ্রেণি-একাদশ, শাখা-জে, রোল-৫৬৯
মুসাররাত হাসান সারা, শ্রেণি-৯ম, শাখা-গ, রোল-০১
তাহমিদ আজমাইন, শ্রেণি-৯ম, শাখা-চ, রোল-১০৭

কম্পোজ
মো. হাবিবুর রহমান, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট
মো. রেজাউল করিম, নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মো. গোলাম সারোয়ার, নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মো. মিজানুর রহমান, নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

ডিজাইন ও মুদ্রণ
দি এ্যাড কমিউনিকেশন
০২৩৩৩৩৫৪৪৪৯, ০১৮১৯৩১৬৪৭৫
theadctg@gmail.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী-এর বার্ষিক ম্যাগাজিন **'উন্মীলন-২০২২'** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুন্দর, রঙিন ও তথ্যনির্ভর এই বার্ষিকীতে সৃষ্টিশীলতার সজীব আনন্দে উদ্বেলিত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রচ্ছন্ন চেতনা, মননশীলতা এবং চিত্রময় লেখা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমি আশা করি, শিশুমনের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে আজকের শিশুদের ভবিষ্যৎ-এর জন্য প্রস্তুত করতে এই প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পুঁথিগত জ্ঞানভিত্তিক জীবনচর্চার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে কঠোর শৃঙ্খলা, চিরায়ত ও উন্নত মূল্যবোধ, সততা ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একদিন আত্মমর্যাদাশীল ও সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

'উন্মীলন-২০২২' প্রকাশের পিছনে সভাপতি, অধ্যক্ষসহ যাদের মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীল প্রয়াস রয়েছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মহান আল্লাহ তা'অলার নিকট এই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

জয় বাংলা

মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী, বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও
এরিয়া কমান্ডার ঘাটাইল এরিয়া
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
২৯তম

সভাপতির বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল শিক্ষার্থীর একাডেমিক ভালো ফলাফলই নিশ্চিত করে না বরং পাঠ্যক্রমের পরিপূরক সহপাঠক্রমিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে নিশ্চিত করে। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী তার প্রতিটি শিক্ষার্থীর নৈতিক-মানবিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে উন্নত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও সৃজনীশক্তির উন্মোচনে এ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত বার্ষিকী প্রকাশ করে আসছে। প্রতিবারের মতো এবারও 'উন্মীলন-২০২২' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী এক সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো শক্তি নেই আমাদের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অটল মনোবল, অবিচল আস্থা ও সুনিপুণ দক্ষতায় যে স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে, তার নাম পদ্মাসেতু। বাঙালির স্বপ্নের পদ্মাসেতু দেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অর্জন, যা আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিকে কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরির পাশাপাশি আমাদের আত্মগৌরবের ভিত্তিকেও মজবুত করে দিয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের অবদানে বাংলাদেশ আকাশসম উচ্চতাকে জয় করবে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাবে - এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা ।

আমি লক্ষ করেছি, উন্মীলনের পাতায় পাতায় আমাদের শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে, যা প্রকৃতপক্ষে এই বার্ষিকী প্রকাশের আসল উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীর দেশপ্রেমের চেতনাকে আরো সুদৃঢ় করবে।

আমার বিশ্বাস 'উন্মীলন-২০২২' একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা হিসেবে সমাদৃত হবে। যাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও কর্মনিষ্ঠায় এর প্রকাশ, তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশা করি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন । আমিন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার ময়মনসিংহ সেনানিবাস
এবং
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

অধ্যক্ষের বাণী

'উন্মীলন' প্রকাশের এই শুভক্ষণে প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি,স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গৌরবের ৩০তম বছরে পদার্পণের এই সময়ে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সেই সকল সদস্যদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী আজকের এই অবস্থানে এসেছে। সেই সাথে সকল প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

ধারাবাহিক শ্রেণিশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীগণ খেলাধুলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। এইসবের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় 'উন্মীলন' সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি বিশ্বাস করি, সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে শিক্ষার্থীরা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে জাতির জনকের আদর্শে নিজেদের উজ্জীবিত করে লাল-সবুজের পতাকাকে বিশ্বমঞ্চে সগৌরবে মেলে ধরবে।

শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে সুনামের সাথে তাদের পদচিহ্ন রেখে চলেছে। শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী-এর প্রতিটি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবদান অনস্বীকার্য।
আমি এ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উন্মীলন' প্রকাশের মাধ্যমে মুক্তচিন্তা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর পথচলা অব্যাহত থাকুক। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

উন্মীলন

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেষ্টা

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ

সম্পাদক

কামরুন নাহার হাসিনা, প্রভাষক

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ

মো. নাছির উদ্দিন
প্রভাষক

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক

খালেদা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

ফাতেমা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক

গৌতম চন্দ্র দাম
প্রভাষক

মো. লিয়াকত আলী খান
সহকারী শিক্ষক

ইলোরা ইমাম সম্পা
সিনিয়র শিক্ষক

খন্দকার মৌসুমী নাসরীন
সহকারী শিক্ষক

মুহাম্মদ জানে আলম
প্রদর্শক

আনজুমান আরা
প্রভাষক

মো. সিরাজুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

মো. মনোয়ার হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক

মো. শরীফ হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মো. আব্দুল অহিদ
সিনিয়র শিক্ষক

মো. নূরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
সহকারী শিক্ষক

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি

তামান্না তাসনিম | **নাসিমুল মুহিত ইফাত** | **মুসাররাত হাসান সারা** | **তাহমিদ আজমাইন**

সম্পাদকের কথা

সম্পাদকের কথা

অতিমারির স্থবিরতা কাটিয়ে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রিয় শিক্ষাঙ্গন। আমরা সানন্দে, সগর্বে উদ্‌যাপন করেছি মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের সক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হলো এবছরই। ২৫ জুন, ২০২২-এ উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে উন্নয়নের এক মাইলফলক। দেশ উন্নীত হলো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদায়। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় প্রকৃত দেশপ্রেমিক, যোগ্য মানুষ তৈরির মূল হাতিয়ার শিক্ষা। শিক্ষা মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মননকে করে শানিত, উজ্জীবিত। কেবল পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞান এ লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তিনির্ভর এই যান্ত্রিক যুগে প্রায়-বিলুপ্ত মূল্যবোধ, নিজের কৃষ্টি, সুশিক্ষা আর স্বশিক্ষা লাভে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশে ভূমিকা রাখতেই কর্তৃপক্ষের অসীম আগ্রহে প্রকাশিত হলো আমাদের বাৎসরিক কার্যক্রমের নিয়মিত প্রকাশনা 'উন্মীলন-২০২২।'

আমাদের এই খুদে শিক্ষার্থীরা নিজের কল্পনা আর সৃজনশীলতায় অতি যত্নে রচনা করেছে ছড়া, কবিতা, ছোটোগল্প, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও তাদের ভ্রমণকথা। কেউবা রং-তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে মনের স্বপ্নকথা। কাঁচা হাতের এসব সৃষ্টিতে সাহিত্যিক বা চিত্রকরের পরিপক্বতা না থাকলেও রয়েছে চিন্তার মৌলিকত্ব, মনন ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ। আমরা কেবল তাদের সৃষ্টির সুবিন্যস্ত উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি মাত্র। এ প্রচেষ্টায় মুদ্রণজনিত অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটির জন্য পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা 'উন্মীলন-২০২২' সম্পাদনার কাজটিকে করেছে সহজ ও প্রাণবন্ত। যাদের মেধা-মনন ও অক্লান্ত নিষ্ঠায় 'উন্মীলন-২০২২' সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং এর সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ঋণ স্বীকার করছি। 'উন্মীলন ২০২২' হয়ে উঠুক শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা আর প্রিয় পাঠকের আনন্দের উৎস।

কামরুন নাহার হাসিনা
প্রভাষক, ইংরেজি
সম্পাদক, উন্মীলন-২০২২

পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সভাপতি
পরিচালনা পর্ষদ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

মেজর আবু শাকিক
স্টেশন স্টাফ অফিসার, স্টেশন সদর দপ্তর
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

মেজর মো. সাব্বির হাসান, পিএসসি
জিএসও-২ (শিক্ষা), ১৯ পদাতিক ডিভিশন
শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাস
সদস্য

লে. সাঈদা বিনতে আসাদ, এইসি
জিএসও-৩ (শিক্ষা), ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

সুমনা আল মজীদ
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

খন্দকার মাহাবুব আলম
সিআইপি, ময়মনসিংহ
সদস্য
অভিভাবক প্রতিনিধি, কলেজ শাখা

ফারহানা ফেরদৌস
সহকারী অধ্যাপক, আনন্দ মোহন সরকারি কলেজ
সদস্য
মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা

ড. মামুনুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থোপেডিক্স সার্জারি বিভাগ সিবিএমসিবি
সদস্য
অভিভাবক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা

মো. নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রভাষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি, কলেজ শাখা

রোকসানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

Chief Patrons since Inception

BA-201
Maj Gen Muhammad Ainuddin
BP, psc
16 Oct 1992 To 21 May 1996

BA-207
Maj Gen Muhammad Matiur Rahman
BP
25 May 1996 To 29 Jan 1997

BA-679
Maj Gen Syeen Ahmed
BP, awc, psc
04 Feb 1997 To 09 Jan 1998

BA-713
Maj Gen Muhammed Masudur Rahman
BP, nwc, psc
17 Feb 1998 To 06 Jan 1999

BA-569
Maj Gen M Harun-Ar-Rashid
BP, reds, psc
07 Jan 1999 To 06 Mar 2000

BA-1136
Maj Gen ATM Zahirul Alam
psc
07 Mar 2000 To 15 Feb 2001

BA-1083
Maj Gen NA Rafiqul Hossain
psc
16 Feb 2001 To 02 Dec 2001

BA-910
Maj Gen ASM Nazrul Islam
ndu, psc
9 Jan 2002 To 23 Mar 2002

BA-1137
Maj Gen Moeen U Ahmed
psc
24 Mar 2002 To 09 Jan 2003

BA-1466
Maj Gen Iqbal Karim Bhuiyan
psc
04 Feb 2003 To 03 Aug 2004

BA-1559
Maj Gen Mohammad Ishtiaq
ndc, psc
04 Aug 2004 To 07 May 2007

BA-1895
Maj Gen AKM Muzahid Uddin
ndu,afwc, psc
26 May 2007 To 19 Mar 2009

BA-1738
Maj Gen Abu Belal Muhammad Shafiul Huq
ndc, psc
19 Mar 2009 To 19 Nov 2009

BA-1629
Maj Gen Mohammad Mahboob Haider Khan
ndc, psc
20 Nov 2009 To 04 Apr 2012

BA-2496
Maj Gen SM Shafiuddin Ahmed
ndu, psc
07 May 2012 To 14 Aug 2013

BA-2659
Maj Gen Md Shafiqur Rahman
SPP, afwc, psc
14 Aug 2013 To 17 Feb 2015

BA-2593
Maj Gen Firoz Hasan
ndu, psc
22 Mar 2015 To 16 Apr 2016

BA-2582
Maj Gen Sajjadul Haque
afwc, psc
05 May 2016 To 10 Aug 2018

BA-3319
Maj Gen Mizanur Rahman Shameem
BP, OSP, ndc, psc
11 Aug 2018 To 06 Aug 2020

BA-3422
Maj Gen Shakil Ahmed
Spp, nswc, afwc, psc
07 Aug 2020 To 06 Jan 2021

BA-3653
Maj Gen Syed Tareq Hussain
awc, psc
07 Jan 2021 To

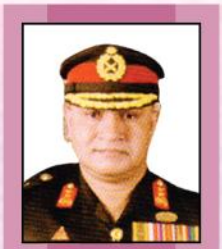

BA-3508
Maj Gen Naquib Ahmed Chowdhury
BSP, (BAR), ndc, psc
23 Mar 2022 To Till Now

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সভাপতি মহোদয়গণ

বিএ-২৭২
ব্রিগেডিয়ার
এজাজ আহমেদ চৌধুরী
পিএসসি
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ হতে ০৪ আগস্ট ১৯৯৩

বিএ-৮৩৩
ব্রিগেডিয়ার
মোঃ জিল্লুর রহমান
পিএসসি
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ হতে ২১ মে ১৯৯৬

বিএ-১১৩৮
ব্রিগেডিয়ার
খোন্দকার কামালুজ্জামান
এনডিসি, পিএসসি
২২ মে ১৯৯৬ হতে ০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯

বিএ-১৫৭০
কর্নেল
মোঃ রফিকুল আলম
পিএসসি
২৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০০

বিএ-১৫৭০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ রফিকুল আলম
পিএসসি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১

বিএ-১৭০৩
কর্নেল
মোজাফফর আহমেদ
বিবি, পিএসসি
০৮ এপ্রিল ২০০১ হতে ০৭ জুলাই ২০০১

বিএ-১৭০৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোজাফফর আহমেদ
বিবি, পিএসসি
০৮ জুলাই ২০০১ হতে ১১ জানুয়ারি ২০০৩

বিএ-১৯০৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আবু জাহিদ মোঃ ফজলুর রহমান
পিএসসি
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ হতে ০২ জানুয়ারি ২০০৫

বিএ-১৭৮৫
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মহম্মদ জাহাংগীর হোসেন
এনডিসি, পিএসসি
০৩ জানুয়ারি ২০০৫ হতে ১৭ মার্চ ২০০৬

বিএ-১৭৪৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোহাম্মদ রশিদ-উজ-জামান খান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৮ মার্চ ২০০৬ হতে ০৫ আগস্ট ২০০৬

বিএ-১৮৫২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আনোয়ারুল আজিম
বিপি, পিএসসি
০৬ আগস্ট ২০০৬ হতে ১৮ আগস্ট ২০০৬

বিএ-২০৪২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ জাহিদুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি+
০১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭

বিএ-২৪৪৯
কর্নেল
কাজী এমদাদুল হক
পিএসসি
০১ জানুয়ারি ২০০৮ হতে ১৪ আগস্ট ২০০৮

বিএ-১৯৬৭
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন
বিবি, পিএসসি
১৫ আগস্ট ২০০৮ হতে ১৮ জানুয়ারি ২০০৯

বিএ-১৯৬৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
জাহিদ উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর
পিএসসি
২৩ মে ২০০৯ হতে ০৯ আগস্ট ২০০৯

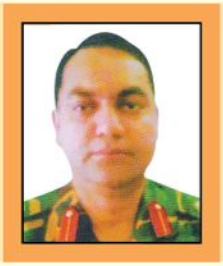

বিএ-২২৭০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাসুদ হোসেন
পিএসসি
১০ আগস্ট ২০০৯ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০১০

বিএ-২৬৬৬
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ হতে ১২ মে ২০১০

বিএ-২২৭০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাসুদ হোসেন
পিএসসি
১০ আগস্ট ২০১০ হতে ২০ জানুয়ারি ২০১১

বিএ-২৬১৮
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ ফিরোজ রহিম
পিএসসি, জি
৩১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ০২ এপ্রিল ২০১১

বিএ-২৮৮৭
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
শাহ সগিরুল ইসলাম
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৩ এপ্রিল ২০১১ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিএ-২৮৯২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
শামীম আহমেদ
পিএসসি
১৭ মার্চ ২০১২ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৩

বিএ-৩০২৫
কর্নেল
মোঃ আবুল হাসেম
পিএসসি
১৮ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ২০ এপ্রিল ২০১৩

বিএ-৩০২৫
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ আবুল হাসেম
পিএসসি
২১ এপ্রিল ২০১৩ হতে ০৭ জানুয়ারি ২০১৪

বিএ-৩২৯৮
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মুন্সী মিজানুর রহমান
পিএসসি
০৮ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ২৪ মার্চ ২০১৪

বিএ-৩৫৩৪
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কাজী মোহাম্মদ কায়সার হোসেন
পিএসসি
২৫ মার্চ ২০১৪ হতে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বিএ-৩৫৯৬
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৪ অক্টোবর ২০১৫ হতে ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

বিএ-৩৮১৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মঈন খাঁন
এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি
২৪ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিএ-৪৪১০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
ফেরদৌস হাসান সেলিম
এসইউপি, পিএসসি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ১৪ জানুয়ারি ২০১৯

বিএ-৪৪৩১
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২৮ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ২৫ এপ্রিল ২০১৯

বিএ-৪৪২৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
হুসাইন মুহাম্মদ মাসীহুর রাহমান
এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৯ জুন ২০১৯ হতে ২২ জানুয়ারি ২০২০

বিএ-৪৬৩৩
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোহাম্মদ নাজমুল হক
বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে ১৪ জুন ২০২১

বিএ-৫১৪২
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাহবুবুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৫ জুন ২০২১ হতে অদ্যাবধি

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

পরিবারের সকল
অধ্যক্ষ মহোদয়গণ

প্রফেসর এম আলমগীর
২০ মার্চ ১৯৯৩ হতে ৩০ জুন ১৯৯৯

আবদুল হান্নান
০১ জুলাই ১৯৯৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩

লে. কর্নেল রাশেদ আহমেদ (অব.)
০১ জানুয়ারি ২০০৪ হতে ০৭ মে ২০০৫

মোহাম্মদ আবদুল হালিম চৌধুরী
০১ জানুয়ারি ২০০৬ হতে ৩১ মে ২০১১

বিএ-৫৩৫৮
মেজর মোঃ লুৎফর রহমান
পিএসসি, এইসি
২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিএ-৫৩৫৮
লেঃ কর্নেল মোঃ লুৎফর রহমান
পিএসসি, এইসি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪

বিএ-৩৯৫২
লেঃ কর্নেল মোঃ শহিদুল হাসান
এসইউপি
২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ হতে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিএ-৫৪৮৩
লেঃ কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম
জি+, আর্টিলারি
১৭ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিএ-৪০৯১
লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন
পিবিজিএম, পিএসসি, সিগন্যালস
২০ অক্টোবর ২০১৮ হতে ২৩ জুলাই ২০২০

বিএ-৬৬৪২
লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব
পিএসসি, জি, আর্টিলারি
২৩ জুলাই ২০২০ হতে ২৭ অক্টোবর ২০২১

বিএ-৬১৮৪
লেঃ কর্নেল শামীম আহমেদ
পিএসসি, এএসসি
১৬ ডিসেম্বর ২০২১ হতে অদ্যাবধি

অনুষদ সদস্যদের সাথে
অধ্যক্ষ মহোদয়

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

কলেজ শাখা

লে. কর্নেল শামীম আহমেদ, পিএসসি, এএসসি
অধ্যক্ষ

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
উপাধ্যক্ষ

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক

মুহাম্মদ আহসান হাবীব
সহকারী অধ্যাপক

মো.শাহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

নাহিদ আরা
সহকারী অধ্যাপক

মো. ইনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক

সৈয়দ কাদিরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

মো. মারফত আলী
সহকারী অধ্যাপক

এস এম জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

মো. তারিকুল গণি
প্রভাষক

গৌতম চন্দ্র দাম
প্রভাষক

মো. মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী
প্রভাষক

নাসরিন পারভীন
প্রভাষক

আব্দুল বাতেন
প্রভাষক

হোসনে আরা জেছমিন
প্রভাষক

এমদাদুল হক
প্রভাষক

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রভাষক

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
প্রভাষক

মো. আবু সাঈদ
প্রভাষক

সাবিনা ফেরদৌসি
প্রভাষক

মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
প্রভাষক

আনজুমান আরা
প্রভাষক

কামরুন নাহার হাসিনা
প্রভাষক

সোহেল মিয়া
প্রভাষক

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক

মো. আনিসুজ্জামান রানা
প্রভাষক

সুলতান আহমেদ
প্রভাষক

মো. মশিউর রহমান
প্রভাষক

মো. নাজমুল হক মিজান
প্রভাষক

মো. মোমিনুল ইসলাম
প্রভাষক

আব্দুস সবুর মোল্যা
প্রভাষক

মো. জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক

মো. মাহ্‌মুদুল হাসান
প্রভাষক

রাবেয়া আক্তার
প্রভাষক

নোমানা নাহিদ
প্রদর্শক

মোহাম্মদ রহমত আলী
প্রদর্শক

মো. টিপু সুলতান
শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফয়সল আহমেদ
প্রদর্শক

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
সহকারী শিক্ষক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান

ছানাউল্লাহ
প্রদর্শক

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

ইলিয়াছ খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক

মো. নুরুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

রেহানা সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক

রুবাইদা বিন্‌তে রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

মো. আবদুল অহিদ
সিনিয়র শিক্ষক

শিরীন আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

এ কে এম শহীদ সারওয়ার
সিনিয়র শিক্ষক

মো. ইমতিয়াজ
সিনিয়র শিক্ষক

মো. নুরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

নয়ন তারা
সিনিয়র শিক্ষক

সোহাগ মনি দাস
সিনিয়র শিক্ষক

রোকসানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

ইলোরা ইমাম সম্পা
সিনিয়র শিক্ষক

ফৌজিয়া বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

রোমানা হামিদ
সিনিয়র শিক্ষক

এম এ বারী রব্বানী
সিনিয়র শিক্ষক

মো. ওমর ফারুক
সিনিয়র শিক্ষক

মুহাম্মদ কামাল হোছাইন
সিনিয়র শিক্ষক

মাহবুবা নুরুন্নেছা
সিনিয়র শিক্ষক

জুলেখা আখতার
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ ফারুক মিঞা
সিনিয়র শিক্ষক

খালেদা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

মো. সিরাজুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

ফাতেমা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক

একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ
সিনিয়র শিক্ষক

মো. মনোয়ার হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক

মাসুদ রানা
সিনিয়র শিক্ষক

আব্দুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

মাঈন উদ্দীন আহমেদ মাহী
সহকারী শিক্ষক

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
সহকারী শিক্ষক

ফারিজা জামান
সহকারী শিক্ষক

সঞ্জয় বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক

আ ন ম মাহমুদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

মো. লিয়াকত আলী খান
সহকারী শিক্ষক

মো. মাজাহারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

ফজলে মাসুদ
সহকারী শিক্ষক

কে এ এম রাশেদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

মৌমিতা তালুকদার
সহকারী শিক্ষক

মো. আমিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

মো. আল আমিন
সহকারী শিক্ষক

কাজী সুম্মন প্রিয়া
সহকারী শিক্ষক

সুমাইয়া আফরিন আফসানা
সহকারী শিক্ষক

মো. মাহবুব রহমান ফকির
সহকারী শিক্ষক

মো. শাহ জালাল মিয়া
সহকারী শিক্ষক

খন্দকার মৌসুমী নাসরীন
সহকারী শিক্ষক

স্বপ্না রানী দাস
সহকারী শিক্ষক

মো. সেলিম উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক

জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী শিক্ষক

সাহিদা আক্তার
সহকারী শিক্ষক

জুয়েনা জাহান এ্যানি
সহকারী শিক্ষক

নাহিদা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক

সাবিহা রহমান
সহকারী শিক্ষক

মো. সুজন মিয়া
সহকারী শিক্ষক

মো. আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

রেহানা পারভীণ
সহকারী শিক্ষক

মুহাম্মদ জানে আলম
প্রদর্শক আইসিটি

রোকসানা পারভীন
সহকারী শিক্ষক

মো. নজরুল ইসলাম-১
সহকারী শিক্ষক

মো. আরাফাত হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মাহবুবা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক

মো. জসীম উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক

শারমিন সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

মো.জাকির হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মো. শরীফ হোসেন
সহকারী শিক্ষক

আয়েশা আক্তার রুমা
সহকারী শিক্ষক

মো. নজরুল ইসলাম-২
সহকারী শিক্ষক

স্বদেশ কুমার দত্ত
সহকারী শিক্ষক

এস এম রাশেদ রায়হান
সহকারী শিক্ষক

রওশন আরা
জুনিয়র শিক্ষক

অরুপা ঠাকুর শিল্পী
জুনিয়র শিক্ষক

মো. মনজুরুল হক
জুনিয়র শিক্ষক

ফাহিমা নাছরিন
জুনিয়র শিক্ষক

মো. সাইফুল ইসলাম সুজন
জুনিয়র শিক্ষক

আনন্দ বিশ্বশর্মা
জুনিয়র শিক্ষক

মো. সুজাউল ইসলাম
জুনিয়র শিক্ষক

মো. মারুফ হাসান ভূঁইয়া
জুনিয়র শিক্ষক

এস এম সোলায়মান
জুনিয়র শিক্ষক

মো. তারিকুজ্জামান
জুনিয়র শিক্ষক

ফাহমিদা আলম
খণ্ডকালীন শিক্ষক

প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী

এম. এন. তামান্না
কাউন্সিলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট

সিনি. ওয়া. আফি. (অব) মো. মতিউর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মো. হাবিবুর রহমান
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

সার্জেন্ট অব. মো. মীর হোসেন
সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সার্জেন্ট অব. মো. আজিজুল হক
হিসাবরক্ষক/এনসিও করণিক

উত্তম কুমার পাল
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

আল মুনসুরুল হক
পিএ

মো. আকরাম আলী
হিসাব সহকারী

মো. জহিরুল হক
হিসাব সহকারী

মো. রেজাউল করিম
নিম্নমান সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. হারুন অর রশিদ
স্টোর কিপার

মো. গোলাম সারোয়ার
নিম্নমান সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. আবদুল আওয়াল
ফটোকপি মেশিন অপারেটর

মো. মিজানুর রহমান
নিম্নমান সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. আবু বকর সিদ্দিক
নিম্নমান সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. নাছির উদ্দিন
মোটর পাম্প এটেনডেন্ট

মো. মশিউর রহমান
নিম্নমান সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

মাসুদুল আলম
প্রশাসনিক সহকারী

ফারিয়া ইয়াসমিন সারা
নিম্নমান সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

সাগরিকা সরকার অরুনা
মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট

আইরিন আক্তার
শিক্ষক সহকারী কাম লাইব্রেরি সহকারী

মো. মোজাম্মেল হক
ড্রাইভার

সার্জেন্ট অব. মুহাম্মদ জাকির হোসেন
ড্রাইভার

কর্পো. অব. মো. আব্দুল আউয়াল
ড্রাইভার

অপরাজিতা গণ্ড
শিক্ষক সহকারী

নাজমা খাতুন
শিক্ষক সহকারী

আসমা খাতুন
শিক্ষক সহকারী

চিনু রানী সিংহ
শিক্ষক সহকারী

আফরোজা নার্গিস
শিক্ষক সহকারী

ফৌজিয়া ফেরদৌস
শিক্ষক সহকারী

মোর্শেদা আক্তার
শিক্ষক সহকারী

তালহা মুতাসিম বিল্লাহ রুম্মান খান
খন্ডকালীন ইমাম

অফিস সহায়ক কাজে নিয়োজিত যারা

মো. মোশাররফ হোসেন
ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

সাইদুল ইসলাম
ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

সৈয়দা তাসলিমা বেগম
লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট

মো. শহিদুল ইসলাম
অফিস অ্যাটেনডেন্ট

নাঈমাতু জান্নাত
অফিস অ্যাটেনডেন্ট

নুরুল ইসলাম নাহিদ
ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

মফিজল হক
অফিস সহায়ক

মো. আব্দুল আওয়াল
অফিস সহায়ক

মো. নেহারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মো. ইব্রাহিম
অফিস সহায়ক

সুজল হক
অফিস সহায়ক

মো. আজাহারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

আরিফ রব্বানী
অফিস সহায়ক

মো. সুরুজ্জামান
অফিস সহায়ক

সাইফুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

ফরহাদ হোসেন
অফিস সহায়ক

মো. রকিবুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মো. সাইফুল ইসলাম-২
অফিস সহায়ক

তোতা মিয়া
রাজ মিস্ত্রি

মোছা. মনোয়ারা খাতুন
অফিস সহায়ক

ফাতেমা খাতুন
অফিস সহায়ক

রুমা বেগম
অফিস সহায়ক

পুষ্প রানী
অফিস সহায়ক

সাবিনা ইয়াসমিন
অফিস সহায়ক

মোছা. মাহফুজা আক্তার
অফিস সহায়ক

নিলু রবি দাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

শংকর শাংমা
পরিচ্ছন্ন কর্মী

সাইদুল ইসলাম
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মো. আলাউদ্দিন
প্লাম্বার

চানিক রবি দাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

প্রদীপ নেকলা
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মো. মুরাদ হোসেন
পরিচ্ছন্ন কর্মী

ফয়েজ
পরিচ্ছন্ন কর্মী

শিউলী আক্তার
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মো. আজিজুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. তরিকুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আবদার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. জসিম উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আনোয়ার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আক্তার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. মোর্শেদ আলম
নিরাপত্তা প্রহরী

মিন্টু মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

আসাদুল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আজাদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডস্ম্যান

মো. উসমান গণি
গ্রাউন্ডস্ম্যান

মো. মোশারফ হোসেন
মালী

মো. শিমুল
মালী

মো. জহিরুল ইসলাম
কোস্টার বাস হেলপার

খোকন আলী
অফিস সহায়ক

মো. মাহমুদুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

আব্দুল কালাম
নিরাপত্তা প্রহরী

CPSM

প্রধান ফটক

নার্সারি ভবন

ক্যান্টিন প্রাঙ্গণ

কেজি ভবন

অডিটোরিয়াম

স্কুল ভবন

কলেজ ভবন

নান্দনিকতায় সিপিএসসিএম

মূল প্রবেশ পথ

শহিদ মিনার

এক নজরে স্কুল, কলেজ ও প্রশাসনিক ভবন

স্কুল ভবন

খেলার মাঠ

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

প্রাত্যহিক সমাবেশ

মেধা বিকাশে হাতে কলমে শিক্ষা

রসায়ন ল্যাব

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব

জীববিজ্ঞান ল্যাব

আইসিটি ল্যাব (কলেজ)

আইসিটি ল্যাব (স্কুল)

প্রতিভা বিকাশে বিভিন্ন সোসাইটি

ফুটবল

বাংলা বিতর্ক

সঙ্গীত

দাবা

উপস্থিত বক্তৃতা

আবৃত্তি

নৃত্য

টেবিল টেনিস

ভলিবল

হ্যান্ডবল

ইংরেজি বিতর্ক

বাস্কেটবল

দেশপ্রেমের শপথে উজ্জীবিত

বিএনসিসি, বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড ও রোভার স্কাউট

বিএনসিসি প্লাটুন

রোভার স্কাউট

বিএনমিমি
বয়েজ স্কাউট
গার্লস গাইড
রোভার স্কাউট

গার্লস ইন স্কাউটিং

বয়েজ স্কাউট

প্রিফেক্ট

সেন্ট্রাল প্রিফেক্ট

মোহাম্মদ রাফিদ, কলেজ ক্যাপ্টেন
তামান্না তাসনীম, সহকারী কলেজ ক্যাপ্টেন
মো. সামিউল ইসলাম অনিক, স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
নাসিমুল মুহিত ইফাত, সহকারী স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
মুহতাসীম জাওয়াদ স্বাপ্নিক, কালচারাল ক্যাপ্টেন
রাইয়ানা রহমান হৃদি, সহকারী কালচারাল ক্যাপ্টেন
মোমেন শাহরিয়ার, সহকারী স্কুল ক্যাপ্টেন

ঈশাখাঁ হাউস

নজরুল হাউস

জয়নুল হাউস

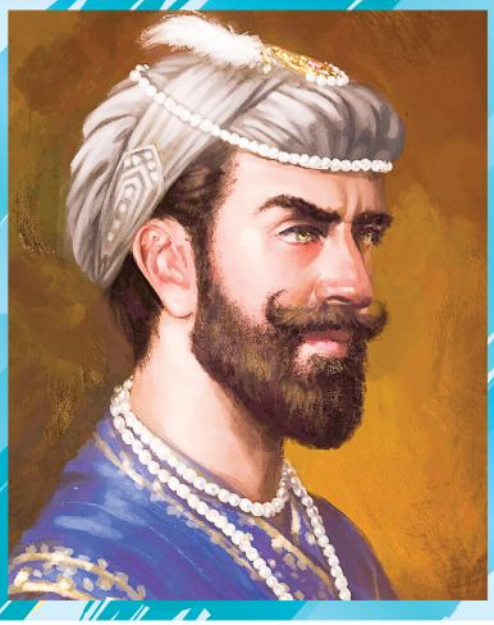

হাউস পরিচিতি

ঈশাখাঁ হাউস

মূলমন্ত্র : আমরা হারতে জানি না
প্রতীক : দুরন্ত চিতা
পতাকার রং : নীল
নামকরণ : মোগল আমলের জমিদার ঈশাখাঁর নামে

'আমরা হারতে জানি না'-এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত ঈশাখাঁ হাউস। এই হাউসের দৃঢ় প্রত্যয়ী শিক্ষার্থীরা গাঢ় নীল রঙের পতাকা বহন করে। আমরা বিশ্বাস করি, সফলতা ও ব্যর্থতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। সাময়িক ব্যর্থতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জয়ের স্বাদ নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই ঈশাখাঁ হাউসের প্রতীক 'দুরন্ত চিতা'-র মতো গতি ও শক্তি নিয়ে প্রতিনিয়ত সামনে অগ্রসর হই। ১৫০০ শতাব্দীতে মোগল আমলে বাংলার স্বাধীন ১২ ভূঞাদের অন্যতম জমিদার ঈশাখাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। ঈশাখাঁ-এর জমিদারির রাজধানী ছিল সোনারগাঁ ও কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে। বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ঈশাখাঁ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করায় তাঁকে দমন করবার জন্য মোগল সম্রাট আকবর একাধিকবার সৈন্যবাহিনী পাঠালেও বীর ঈশাখাঁর কাছে পরাজিত ও বন্দি হয়। বশ্যতা স্বীকার না করা বাংলার অকুতোভয় জমিদার ঈশাখাঁর মতো আমরাও প্রতিটি প্রতিযোগিতায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে থাকি। প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে রয়েছে আমাদের দৃপ্ত পদচারণার সোনালি স্বাক্ষর।

হাউস মাস্টার
এস এম জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, জীব বিজ্ঞান

মো. তোফায়েল মণ্ডল
হাউস প্রিফেক্ট

সিয়াম আল শাহরিয়ার
সহকারী হাউস প্রিফেক্ট

মো. ফাহিম শাহরিয়ার সিয়াম
হাউস স্পোর্টস প্রিফেক্ট

নুসরাত জাহান লিনা
সহকারী স্পোর্টস প্রিফেক্ট

মায়িশা হক স্নেহা
কালচারাল প্রিফেক্ট

রিফাহ ফাহমি হুদা ইশা
সহকারী কালচারাল প্রিফেক্ট

তামিম আল ইলাহি বিন রেজা
সহকারী হাউস প্রিফেক্ট (স্কুল)

হাউস পরিচিতি

নজরুল হাউস

মূলমন্ত্র : চির উন্নত মম শির
প্রতীক : রয়েল বেঙ্গল টাইগার
পতাকার রং : লাল
নামকরণ : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে

উদ্দীপ্ত সূর্য কিরণ যেমন অন্ধকার ভেদ করে নিজেকে প্রকাশ করে. তেমনি আমরা নজরুল হাউস সদা জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত। শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে লেখা-পড়ার পাশাপাশি সকল বাধা পেরিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও খেলাধুলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্ভাসিত হওয়ার সংকল্প আমাদের। লাল রঙের পতাকাবাহী নজরুল হাউস 'চির উন্নত মম শির' এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে জীবনের বাধা-বিপত্তি পদদলিত করব বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নজরুল হাউসের প্রতীক 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' তার প্রতিটি সদস্যের অবিচল আস্থায় পথচলার ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের গন্তব্য কেবল বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া নয়। আমরা দেশের আদর্শ ও সুনাগরিক হয়ে উঠতে চাই। অদম্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিদ্রোহী কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর স্মরণে এই হাউসের নামকরণ করা হয়। তিনি ২৫ মে ১৮৯৯ (বাংলা-১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (বাংলা-১২ ভাদ্র, ১৩৮৩) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা দমন করে সাহিত্যের সকল শাখায় সমহিমায় বিচরণ করেছেন। তাঁর রচিত গান, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে প্রকাশিত সাম্যবাদী চেতনা বাংলায় নবজাগরণ এনেছিল। কবি বলেন-

'ব্যর্থ না হওয়ার সবচাইতে নিশ্চিত পথ হলো-
সাফল্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প হওয়া।'

তাঁর তেজদীপ্ত উচ্চারণ নজরুল হাউসকে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

হাউস মাস্টার
গৌতম চন্দ্র দাম
প্রভাষক, আইসিটি

মো. মিজানুর রহমান মিজান
হাউস প্রিফেক্ট

নাজাত ফাতেহা যাহীন
সহকারী হাউস প্রিফেক্ট

ফাহিম ইসলাম নিরব
হাউস স্পোর্টস প্রিফেক্ট

জায়মা জারনাজ অর্পি
সহকারী স্পোর্টস প্রিফেক্ট

নাহি বিন আব্দুর রব জিসান
কালচারাল প্রিফেক্ট

রোকসানা জামান হৃদি
সহকারী কালচারাল প্রিফেক্ট

ত্রয়ী হাজং
সহকারী হাউস প্রিফেক্ট (স্কুল)

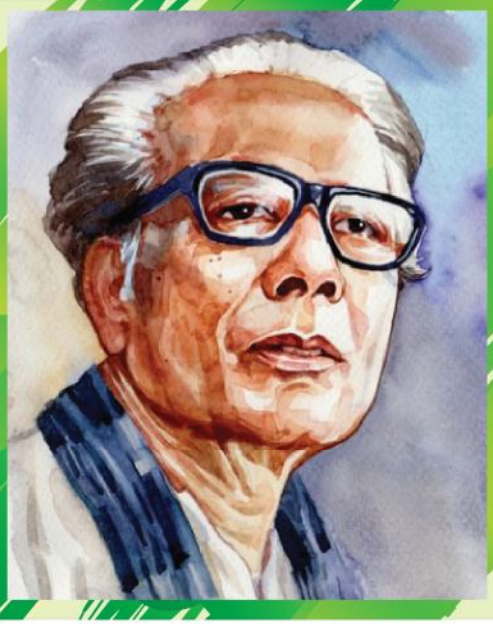

হাউস পরিচিতি

জয়নুল হাউস

মূলমন্ত্র : সত্যই সুন্দর
প্রতীক : চিত্রল হরিণ
পতাকার রং : সবুজ
নামকরণ : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামে

সবুজ মানেই অফুরাণ প্রাণশক্তি, জীবন আর উদ্যম। চিরসবুজ জয়নুল হাউস সত্য ও সুন্দরের খোঁজে সম্মুখ পথ চলে। 'সত্যই সুন্দর' এ আদর্শ নিয়েই আমরা সফলতার পথে সকল বাধা দৃঢ়তার সাথে পেরিয়ে যাই। লক্ষ্যের প্রতি অটল অভিপ্রায় নিয়তই আমাদের জয় এনে দেয়। সিদ্ধান্তে আমরা সদা আন্তরিক ও তৎপর। আমাদের হাউসের প্রতীক, 'চিত্রল হরিণ'। 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ হাউসের নামকরণ করা হয়েছে জয়নুল হাউস। জয়নুল আবেদিন বিংশ শতাব্দীর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালি চিত্রশিল্পী। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে 'শিল্পাচার্য' উপাধি দেওয়া হয়। জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমারে কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'দুর্ভিক্ষমালা', 'সংগ্রাম', 'সাঁওতাল রমণী', 'ঝড়', 'কাক' ও 'বিদ্রোহী' ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় একটি চিত্রকলা স্কুলের প্রয়োজন অনুভূত হলে, তাঁর উদ্যোগে একটি সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। তাঁরই আগ্রহে সরকার সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে। ময়মনসিংহে জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই শিল্প-গুরু ১৯৭৬ সালের ২৮ মে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর গৌরবময় জীবন জয়নুল হাউসের প্রেরণার উৎস। এই প্রেরণায় এই হাউসের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, নাচ, গান, অভিনয়, বিতর্কসহ সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

হাউস মাস্টার
মো. তারিকুল গণি
প্রভাষক

ফজলে রাব্বি
হাউস প্রিফেক্ট

এম নাঈমুর রহমান সানি
সহকারী হাউস প্রিফেক্ট

আর রাফিউল ইসলাম
স্পোর্টস প্রিফেক্ট

মাহাবুবা আক্তার মিতু
সহকারী স্পোর্টস প্রিফেক্ট

হুমায়রা তাবাসসুম সাবা
কালচারাল প্রিফেক্ট

শারিকা ইসলাম সিফা
সহকারী কালচারাল প্রিফেক্ট

মো. মাহির আবসার রাতুল
সহকারী স্কুল প্রিফেক্ট

প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
সহকারী শিক্ষক

মানুষের মেধা-মননের পরিচর্যার কেন্দ্র হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একটি শিশুর সুকুমারবৃত্তির যথাযথ পরিস্ফুটন ঘটিয়ে সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করাই হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ সেনানিবাস-এর অভ্যন্তরে ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী। সুদীর্ঘ ৩০ বছরে বিভিন্ন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিতে যেমন এসেছে অবয়বগত সমৃদ্ধি তেমনিভাবে এর পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কর্মকাণ্ডে এসেছে উৎকর্ষ। গুণগত মানে বৃদ্ধি পেয়েছে উৎকর্ষতা। শান্তি-শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে একজন চৌকস ও নেতৃত্ব দানে সক্ষম শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আটাশটি ক্লাব। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি আবশ্যক। তাই সকল শিক্ষার্থী তিনটি হাউজে বিভক্ত হয়ে ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মশিক্ষা, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান, চারুকলা, বিজ্ঞান, গণিত, বিতর্কসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে নিজেকে পরিশীলিত ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার নিমিত্তে সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে চলছে। পরিচালনা পর্ষদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে, শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অভিভাবকদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী ময়মনসিংহ বিভাগে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

মোমেনশাহী সেনানিবাসের বর্তমান স্টেশন সেন্ট্রাল স্কুলের পাশে ট্রেনিং শেডে ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ মাত্র ৬৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি সময়ের আর্বতে বর্তমানের এই ১১.১৯ একর আয়তনের দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস। যেখানে রয়েছে প্রাথমিক শাখা ভবন, স্কুল ভবন, কলেজ ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আধুনিক সুসজ্জিত অডিটোরিয়াম, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যানটিন, বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরি, মসজিদ, বৃহদায়তন খেলার মাঠ, শহিদ মিনার ও শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে স্কুল ও কলেজ শাখায় মোট ১১৯ জন শিক্ষক ও ৪৪৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা সৃজনশীল ও মেধা চর্চায় নিরলস পরিশ্রম করছে, সময়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মুকুটে যোগ করে যাচ্ছে নতুন পালক।

করোনা অতিমারি পরবর্তী সময়ে সকল প্রতিকূলতা সফলতার সাথে মোকাবিলা করে প্রাতিষ্ঠানিক সকল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অধ্যক্ষ লে. কর্নেল শামীম আহমেদ পিএসসি, এএসসি মহোদয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক শ্রেণি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ, জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এ প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে মেধাস্থান অর্জন করেছে। ময়মনসিংহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ কয়েকবার স্বীকৃতি লাভ করার পাশাপাশি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজগুলোর মধ্যে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ শিক্ষাবোর্ডের আওতাভুক্ত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে একনজরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল :

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাশ	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
পিইসিই	২০১৭	২০৬	২০৬	১৯০	১৬	০২	-	-	-	১০০%
	২০১৮	২৭৮	২৭৮	২৫৪	২২	০২	-	-	-	১০০%
	২০১৯	২৭১	২৭১	২৫৫	১৬	-	-	-	-	১০০%

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাশ	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
জেএসসি	২০১৭	১৭২	১৭২	১৫৯	১৩	-	-	-	-	১০০%
	২০১৮	২৭৪	২৭৪	১০৫	১৪২	২১	০৬	-	-	১০০%
	২০১৯	২৭৯	২৭৯	৮১	১৫৭	৩৩	০৮	-	-	১০০%

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাশ	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
এসএসসি	২০১৭	১৬৬	১৬৬	১৪৫	২১	-	-	-	-	১০০%
	২০১৮	১৫৭	১৫৭	১৪৮	০৯	-	-	-	-	১০০%
	২০১৯	১৩১	১৩১	৬৫	৬৬	-	-	-	-	১০০%
	২০২০	১৮৩	১৮৩	১৪১	৩৮	০৩	০১	-	-	১০০%
	২০২১	২৫২	২৫২	১৯৯	৪৯	০৪	-	-	-	১০০%

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাশ	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
এইচএসসি	২০১৭	৫১৩	৫০৪	৯২	৩২৯	৭৩	১০	-	-	৯৮.২৫%
	২০১৮	৫০৭	৪৯৪	১৯	২৬৩	১৫৬	৫২	০৪	-	৯৭.৪৪%
	২০১৯	৫২৭	৫২৬	৭৪	৩৩৮	৯১	২১	০২	-	৯৯.৮১%
	২০২০	৫৩২	৫৩২	৩৫৮	১৫৫	১৯	-	-	-	১০০%
	২০২১	৫৪৮	৫৪৮	৩৯৫	১৪৭	০৫	০১	-	-	১০০%

একাডেমিক ফলাফলের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজ প্রতিষ্ঠান, আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজসমূহ, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। মেধা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সফলতার খণ্ডচিত্র নিম্নরূপ :
২০২২ সালে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানের অর্জন।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান	বিষয়ের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত স্থান
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	কুইজ প্রতিযোগিতা (স্কুল)	০২	১ম ও ২য়
	নৃত্য প্রতিযোগিতা	০২	১ম ও ২য়
	চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	০১	২য়
	রচনা প্রতিযোগিতা	০১	৩য়
	সংগীত প্রতিযোগিতা	০২	১ম ও ৩য়
	কুইজ প্রতিযোগিতা (কলেজ)	০২	১ম ও ২য়
	রচনা প্রতিযোগিতা	০২	১ম ও ৩য়
	সংগীত প্রতিযোগিতা	০২	১ম ও ২য়
আন্তঃকলেজ (উ মা) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০-২০২১ (জেলা পর্যায়)	চাকতি নিক্ষেপ	০১	১ম
	গোলক নিক্ষেপ	০১	৩য়
	বর্শা নিক্ষেপ	০১	৩য়
আন্তঃকলেজ (উ মা) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০-২০২১ (বিভাগীয় পর্যায়)	চাকতি নিক্ষেপ	০১	১ম
	বর্শা নিক্ষেপ	০১	৩য়
৫০তম আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপজেলা পর্যায়ের ফলাফল	বালক (বড়) উচ্চ লাফ	০১	১ম ও ২য়
	২০০ মিটার দৌড়	০১	২য়
	১০০ মিটার দৌড়	০১	৩য়
	গোলক নিক্ষেপ	০১	৩য়
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন	রচনা প্রতিযোগিতা, ক গ্রুপ	০২	১ম ও ২য়
	রচনা প্রতিযোগিতা, খ গ্রুপ	০১	১ম
	রচনা প্রতিযোগিতা, গ গ্রুপ	০২	২য় ও ৩য়
আয়োজক প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতার নাম	পর্যায় বিভাগীয়	স্থান
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২	দেশাত্মবোধক গান, ক গ্রুপ		১ম
	হামদ-নাত, ক গ্রুপ	”	১ম
	উচ্চাংগ সংগীত, ক গ্রুপ	”	১ম
আয়োজক প্রতিষ্ঠান	দেশাত্মবোধক গান, ক গ্রুপ	জেলা	১ম
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২	দেশাত্মবোধক গান,খ গ্রুপ	”	১ম
	হামদ-নাত, ক গ্রুপ	”	১ম
	নজরুল সংগীত, ক গ্রুপ	”	১ম
	উচ্চাংগ সংগীত, ক গ্রুপ	”	১ম
	লোকনৃত্য,গ গ্রুপ	”	১ম

আয়োজক প্রতিষ্ঠান	বিষয়ের নাম	বিভাগীয়	প্রাপ্ত স্থান
জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০২১	রবীন্দ্র সংগীত, গ গ্রুপ		১ম
	হামদ-নাত, গ গ্রুপ	”	৩য়
	চিত্রাঙ্কন, খ গ্রুপ	”	২য়
	সাধারণ জ্ঞান, গ গ্রুপ	”	৩য়
	কত্থক নৃত্য, ক গ্রুপ	”	১ম
	সাধারণ নৃত্য, ক গ্রুপ	”	২য়
	কত্থক নৃত্য, গ গ্রুপ	”	১ম
	ভরত নাট্যম, গ গ্রুপ	”	২য়
	লোকনৃত্য, গ গ্রুপ	”	২য়
	দাবা, ক গ্রুপ	”	২য়
জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০২১	নজরুল সংগীত, খ গ্রুপ	জেলা	২য়
	ভাব সংগীত, খ গ্রুপ	”	২য়
	দেশাত্মবোধক, গ গ্রুপ	”	২য়
	রবীন্দ্রসংগীত, গ গ্রুপ	”	১ম
	লোকসংগীত, গ গ্রুপ		২য়
	হামদ-নাত, গ গ্রুপ		১ম
	চিত্রাংঙ্কন, খ গ্রুপ	”	১ম
	অভিনয়, গ গ্রুপ	”	২য়
	সাধারণ জ্ঞান, গ গ্রুপ	”	১ম
	কবিতা আবৃত্তি, গ গ্রুপ	”	৩য়
	কত্থক নৃত্য, ক গ্রুপ	”	১ম
	সাধারণ নৃত্য, ক গ্রুপ	”	১ম
	লোকনৃত্য , ক গ্রুপ	”	৩য়
	কত্থক নৃত্য, গ গ্রুপ	”	১ম
	ভরত নাট্যম, গ গ্রুপ	”	১ম
	লোকনৃত্য, গ গ্রুপ	”	১ম
	ভরত নাট্যম, ক গ্রুপ	”	১ম
	দাবা, ক গ্রুপ	”	১ম
	উচ্চলাফ, ক গ্রুপ	”	৩য়
	উচ্চলাফ, ক গ্রুপ	”	৩য়

করোনা মহামারি পরবর্তী সময়ের স্বাস্থ্যবিধি মানার সকল ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক যুগোপযোগী ও নিরাপদ করার পাশাপাশি নির্বিঘ্নে একাডেমিক ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে উন্নয়নের ধারা সদা চলমান। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র :

প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলায় কনফারেন্স রুম স্থাপন।

অটোমেশন অফিসকক্ষ সজ্জিতকরণ।

কম্পিউটার ল্যাব-এর জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়।

প্রতিষ্ঠানের জন্য সিসি ক্যামেরা ও ক্যামেরা নেটওয়ার্ক ক্যাবল, পেন ড্রাইভ এবং অ্যাডাপ্টার ক্রয়।

লাইব্রেরিতে সংগ্রহের জন্য বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই ক্রয়।

কলেজ শাখায় শ্রেণিকক্ষের জন্য সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন ও মেরামতকরণ।

শিক্ষকদের আবাসিক ভবন সংস্কার ও সুসজ্জিতকরণ।

নার্সারি বিল্ডিং এর শ্রেণিকক্ষসমূহ সজ্জিতকরণ।

অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রসমূহ পুনঃব্যবহারযোগ্যকরণ।

সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় বর্তমানে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত।

প্রতিষ্ঠানের অর্জন

সূচিপত্র

শিক্ষকবৃন্দের কলম থেকে

৫৯ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণিত

৬২ শতবর্ষে বিদ্রোহী

৬৪ পারাপার

৬৬ ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ

৭০ সন্তানের মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় মাতা-পিতার ভূমিকা

৭২ বইপড়ার ইতিহাস

৭৪ অন্তরিক্ষে অণুজীব

৭৬ মানসিক চাপ

৭৮ সিপিএসসিএম ভুল শুধরে দেওয়ার প্রতিষ্ঠান

৭৯ সময় উপযোগী প্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

৮০ আমার সিপিএসসিএম

৮২ সিপিএসসিএম-এ আমার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

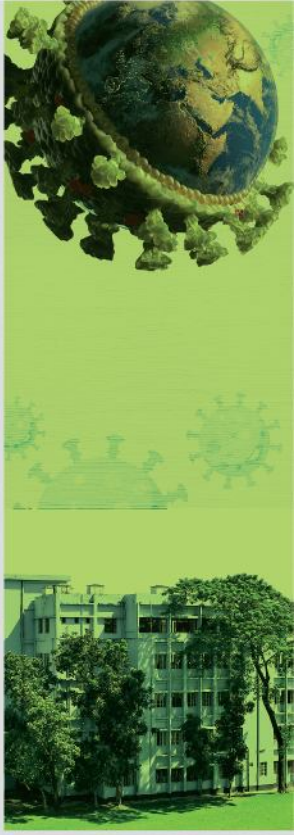

শিক্ষার্থীর চেতনা থেকে

৮৩ একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

৮৪ এক ক্ষণজন্মা মহানায়কের জীবন

৮৬ স্বপ্নের পদ্মাসেতু

৮৮ সুস্থতার জন্য

৯০ নিঃস্ব

৯১ অমর বাতিঘর

৯২ অমর একুশে বই মেলা-২০২২

৯৪ অ্যাসাইনমেন্ট যুদ্ধ

৯৬ পদ্মাসেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদান

৯৮ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পদ্মাসেতুর অবদান

৯৯ ঘুরে এলাম গজনি অবকাশ যাপন কেন্দ্র

কবিতা

১০১ | স্বাধীনতা তুমি ছিলে বলে

১০২ | নিশ্চিহ্ন পথ
স্বাধীনতার গল্প

১০৩ | বীর
গড়বো জীবন ফুলের মতো

১০৪ | বাংলার মুখ জয়নুল
i-phone

১০৫ | স্বাধীনতা, স্বাধীনতা
পড়ি-জানি-মানি

১০৬ | শপথ
মুজিব নামে ধন্য বাংলা

১০৭ | মুক্তির ছড়া
মহামারি করোনা

১০৮ | শিক্ষক
স্বাধীনতা
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

১০৯ | স্বাধীনতা মানে
একুশ মানে স্বাধীনতা

১১০ | করোনার কবিতা
আমার টুশিছানা
অনিক বাবুর পড়া

১১১ | বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ
একুশ

১১২-১১৫ | কৌতুক, ধাঁধা ও জানা-অজানা

ENGLISH SECTION

117 | Getting old with you

118 | Friend

119 | Focus

120 | Bangabandhu and our Independence

121 Valiant Heroines

123 A Mystic Bard of Bangladesh

124 Welcome to Mymensingh

126 The Message of Pandemic

128 Life In Beautiful

130 Cyber Bullying

132 Passion

133 Teleportation Dream or Reality

134 Memorable Days in Cox's Bazar

136 A Trip to Darjeeling

137 School Days in Norway

POEM

139 | Life of Soldier Desire

140 | Until Death Mind Image

141 | My Country Go Corona Go Nature

142 Jokes Riddles

143 Known Unknown

- তুলির কবি মনের ছবি–১৪৪
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি–১৫২
- স্মৃতির পাতা থেকে–১৯৯

শিক্ষকবৃন্দের কলম থেকে

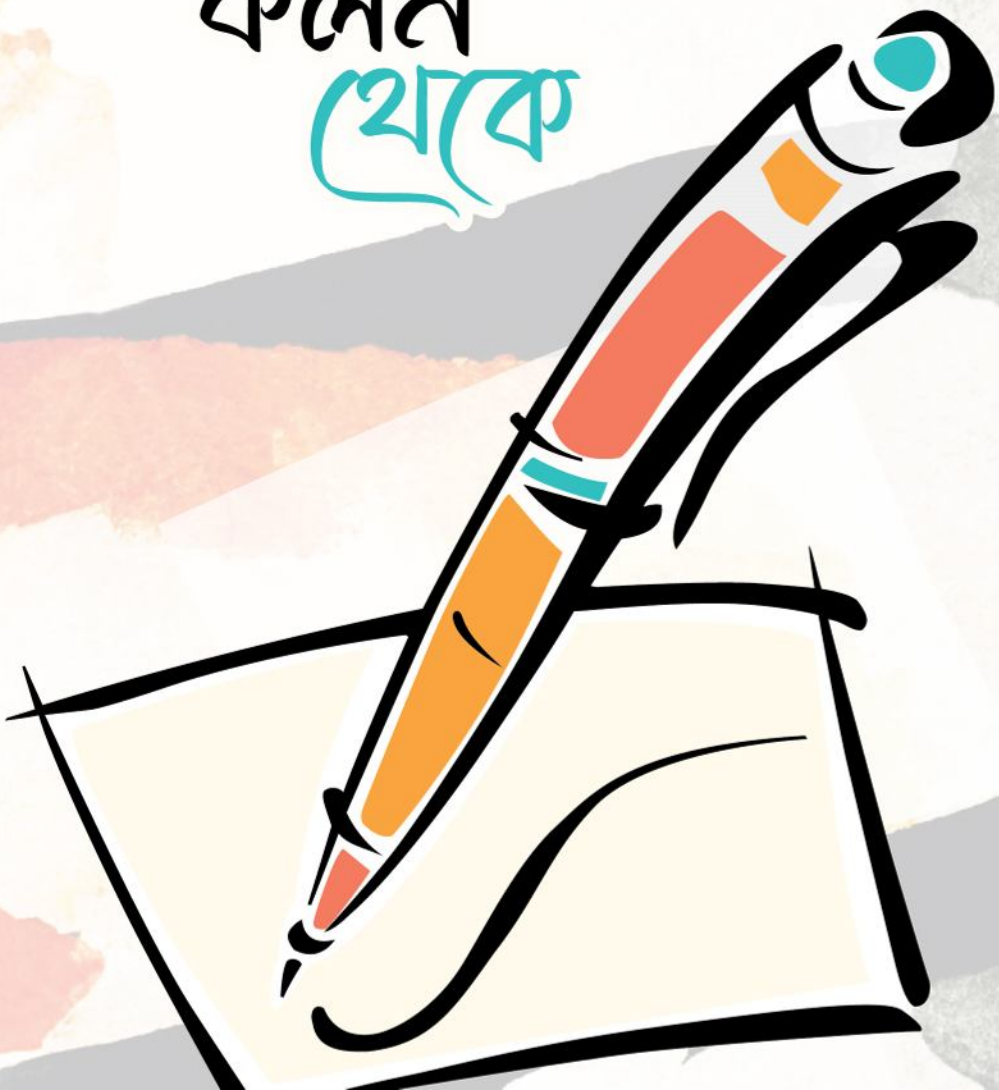

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গণিত

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
উপাধ্যক্ষ (কলেজ)

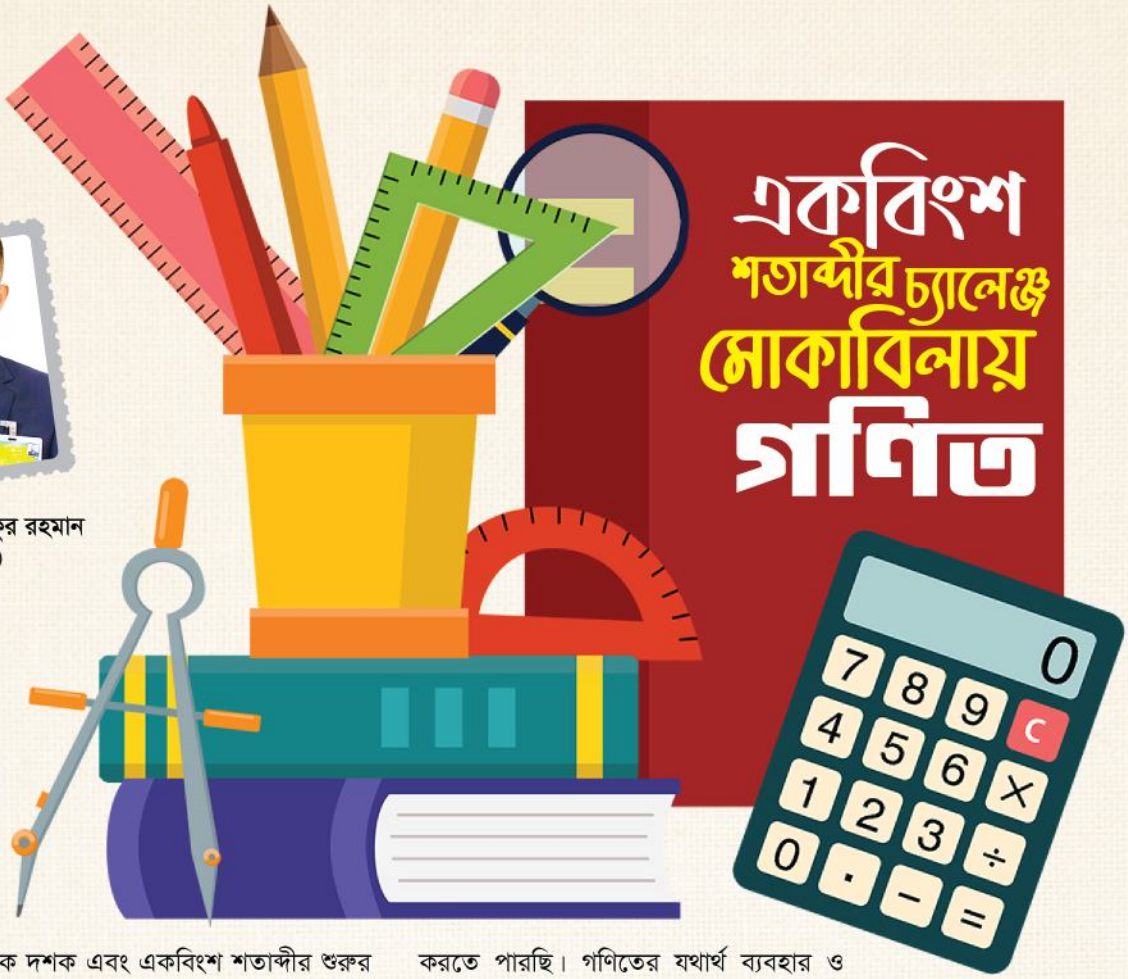

বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে পৃথিবীর অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিতে প্রচুর যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। গ্রিক 'ম্যাথেমা'-এর অর্থ জ্ঞান বা শিক্ষা। জ্ঞানের সমার্থক শব্দ হওয়ার কারণে গ্রিসে জ্ঞানী বা শিক্ষক প্রত্যেককেই গণিতবিদ বলা হতো। আর সেজন্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল পণ্ডিত, তিনি ধর্মবিদ, ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ, দার্শনিক, চিকিৎসক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক যা-ই হোন না কেন, সকলেই গণিতে দক্ষ হতেন। আমাদের পরিপার্শ্বে যা-কিছু নান্দনিক, সৌন্দর্যময় তার অন্তরালে রয়েছে গণিতের যুক্তিসমূহের সঠিক প্রয়োগ; গণিতশিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে প্রয়োজনীয় গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা। বিভিন্ন ধরনের গণনা, জিনিসপত্র-পরিমাপ, আকার-আকৃতি প্রকাশ, জমি ক্রয়-বিক্রয়সহ নানান প্রকার আর্থিক লেনদেনের হিসাবসহ বর্তমান যুগের প্রায় সবধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গণিত জড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও একবিংশ শতাব্দীতে গণিতের জ্ঞান ছাড়া কোনো পেশাতেই উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। তাই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ-মোকাবিলায় গণিতের অবদান অনস্বীকার্য।

গণিতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা

গণিতের অতীত অবস্থা : গণিত ও সংখ্যাকে বলা হয় মহাজগতের ভাষা। গণিত আছে বলেই আমরা জগতের অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি। গণিতের যথার্থ ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি আধুনিক ও উন্নত সভ্যতা। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ হিসাব কষা তো দূরে থাক, গণনাই করতে পারতো না। তাহলে কালের ঠিক কোন্ দিগন্ত থেকে আবিষ্কার হল সংখ্যার ধারণা ? কে বা কারা প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলো গণিতের সঙ্গে, যার স্পর্শে পাল্টে গেল মানবসভ্যতার ইতিহাস? গল্পের শুরুটা হয়েছিল আনুমানিক ৫৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে; বর্তমান ইরাকের দক্ষিণ অংশ তৎকালীন মেসোপটেমিয়ায়। তারা ছিল প্রথম সংগঠিত ও শহরে বসবাসকারী সম্প্রদায়। দৈনন্দিন প্রয়োজনে, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কাজে তারা গণিত ব্যবহার করতো। এ কাজে তারা মাটির তৈরি টোকেন ব্যবহার করতো এবং এক একটি টোকেন এক একটি অঙ্ক নির্দেশ করতো। শহরে নাগরিকদের পণ্য-দ্রব্যের হিসাব, রাজস্ব আয়-ব্যয় ইত্যাদি কাজে তারা গণিত ব্যবহার করতো। মূলত এটা ছিল গণিতের সূচনা। কালক্রমে এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের এ গণিতচর্চা ছড়িয়ে পড়ে নীলনদের কোল ঘেঁষে আরেক ভূখণ্ডে; যেটি বর্তমানে 'মিশর' নামে পরিচিত। জ্ঞানপিপাসু মিশরীয়রা গণিত ভালোবাসতো। এ সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সুবিশাল ও মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা নির্মাণ, যার জন্য প্রয়োজন ছিল গণিতের। মূলত তারা বিভিন্ন পরিমাপের জন্য গণিত ব্যবহার করতো। সে সময় সুদূর গ্রিস থেকে মানুষ আসতো মিশরে অধ্যয়ন করতে।

প্রাচীন গ্রিসে তখনও গণিতের আলো ছড়ায়নি। পিথাগোরাসের মৃত্যুর ২০০ বছর পর জন্ম হয় আর্কিমিডিসের। পিথাগোরাসকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক-হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি আধুনিক ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের ধারণা দেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট শূন্যের আবিষ্কার করে গণিতকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। আধুনিক বীজগণিতের জনক খোয়ারিজমি গুণ ও ভাগ করার সহজ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, যা 'অ্যালগরিদম' নামে পরিচিত। আর আধুনিক কম্পিউটার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে এ-অ্যালগরিদমকে কাজে লাগিয়ে। ১১০০ সালের শেষের দিকে আলজেরিয়ার এক তরুণ গণিতবিদের প্রচেষ্টায় গণিত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে। সেই তরুণের নাম ফিবোনাক্কি (Fibonacci)। এর পর মানবসভ্যতাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সপ্তদশ শতকে গডফ্রেড ভিলহেল্ম নামক একজন জার্মান গণিতবিদ বাইনারি সংখ্যা '০ এবং ১' উদ্ভাবন করেন। আধুনিক কম্পিউটার এ-বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে।

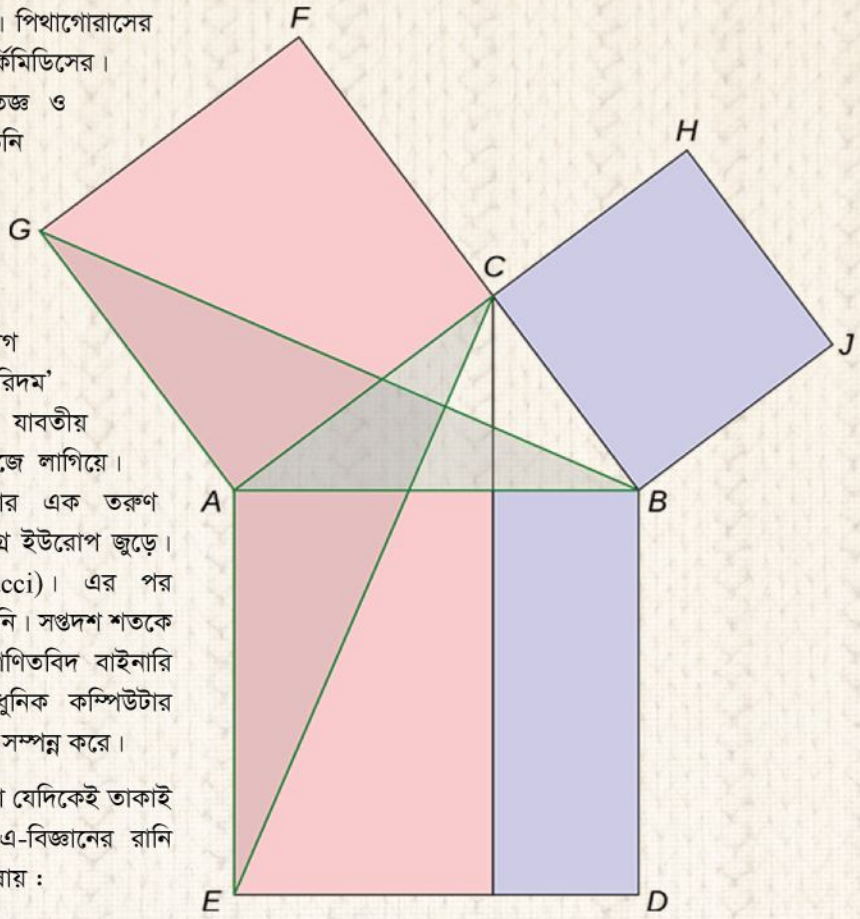

বর্তমান অবস্থা : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আমরা যেদিকেই তাকাই বিজ্ঞানের মহিমাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এ-বিজ্ঞানের রানি হিসেবে গণিতকেই কল্পনা করা হয়। কবির ভাষায় :

"মহাবিশ্বের সেই অমৃত রানি-
যে করেছে গণিতকে বিজ্ঞানের রানি
সেই গণিতকে যে করে না ভয়
গণিত শুধু তার সাথে কথা কয়।"

আজ আমরা বিজ্ঞানের যে সুফল ভোগ করছি তার মধ্যে অন্যতম হল মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার। এ মোবাইল ফোনের সাহায্যে আমরা নিমেষেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের খোঁজ-খবর নিতে পারি। এ মোবাইল ফোন গণিতের কেবল একটি সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিজ্ঞানের অপর বিস্ময় কম্পিউটার দুটি অঙ্ক ০ ও ১-এর মাধ্যমে যাবতীয় প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে। কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রোবট পরিচালনা করে অফিস, রেস্তোরাঁ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করছি। গণিতের এ-অভূতপূর্ব কল্যাণেই আজ আমরা এসব কাজ সম্ভব করতে সম্মত হয়েছি।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে গণিতের সম্পর্ক : গণিতের জ্ঞানের কারণে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম হয়। গণিতের বাইনারি সংখ্যাগুলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গণিতের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে সাহিত্য বুঝতে সাহায্য করে। সনেট-কবিতায় চমৎকারভাবে গণিতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। থিয়েটার, সংগীত, নাচ বা শিল্পে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা মূলত গণিত থেকে উপকৃত হতে পারে। বাদ্যযন্ত্র তাল, লয় ইত্যাদি জটিল গাণিতিক সিরিজ অনুসরণ করে; থিয়েটার পারফরমেন্সে ব্যবহৃত নৃত্যের মৌলিক rhythms শিখতে গণিত সাহায্য করে। পদার্থবিজ্ঞান বোঝার জন্য গণিতের সমৃদ্ধ জ্ঞান থাকতে হবে। গাণিতিক হিসাব-নিকাশ পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি ধাপে ঘটে। গ্যাসের সম্প্রসারণ সূত্র (PV-nRT) গাণিতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তরল, চাপ, গতি, মহাকর্ষ ইত্যাদির মূল ভিত্তি হলো গণিত। জৈব যৌগের আণবিক ওজন, আণবিক সূত্র গণনা, পদার্থের আন্তঃ আণবিক সূত্রের তারতম্য, রাসায়নিক সমীকরণ লেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার আবশ্যক। সাধারণ ওজন, ক্যালরি মূল্য, শ্বাসের হার, খাদ্যের পুষ্টির গুণাগুণের পরিমাপ, শিশুর ওজন ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য জীববিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার করা হয়।

ভৌগোলিক পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্য গণিতের ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতিতে গণিতের পরিসংখ্যান পদ্ধতির বহুল ব্যবহার করা হয়। ট্রেডের আয়তন, আমদানি, রপ্তানি, অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, ফসল উৎপাদন ইত্যাদি কাজে গণিত ব্যবহার করা হয়।

ভবিষ্যৎ অবস্থা : ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, চতুর্দিকে গণিতের যে জয়জয়কার অবস্থান শুরু হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের চালিকাশক্তি হবে গণিত; কারণ গণিতের সূত্র কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রোগ্রাম তৈরির মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে যত উন্নত করা যায়, অন্যকিছু দ্বারা তা অসম্ভব। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন হোটেল, রেস্তোরাঁ সুপারশপ ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হবে স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে চালিত রোবট দ্বারা, যার মূল হাতিয়ার গণিত। মহাবিশ্বের যেকোনো গ্রহে মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী প্রেরণ কিংবা মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাস সম্ভব হতে পারে কেবল গণিতের কল্যাণেই। অদূর ভবিষ্যতে আমরা যেদিকে যাব, যেদিকে তাকাব, দেখতে পাব শুধু গণিত আর গণিত। গণিত ব্যতীত মানবসভ্যতা অচিন্তনীয়।

বর্তমান অবস্থা : বর্তমান যুগে যার মধ্যে যত বেশি ক্রিয়েটিভিটি (creativity) ও ইমাজিনেশন পাওয়ার (কল্পনাশক্তি) সে তত বেশি অন্যদের থেকে এগিয়ে। গণিতের "জ্যোর্তিবিদ্যা" শাস্ত্রের উন্নয়নের ফলে মানুষ অদূর ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাই এখন পূর্বেই বলে দিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কোনো বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকলে তার পূর্বপ্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারে। মহাকাশে স্পেস প্রেরণ ও পাতালের বিভিন্ন রহস্যজনক জিনিসের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে গণিত বিষয়ে ধারণার ফলেই। জলগতিবিদ্যার ধারণা থেকেই মানুষের পক্ষে সমুদ্রে জাহাজ চালনা, জাহাজের দিক নির্ণয়, সমুদ্রের গভীরতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার, শিল্পকলা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞান, তার মূলে রয়েছে গণিত। গণিতকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে, প্রতিরক্ষায়, চারুকারু, খেলাধুলায় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার অনস্বীকার্য। গণিত আত্মবিশ্বাস, সততা, আত্মনির্ভরশীলতা, মুক্তচিন্তা, নিয়মানুবর্তিতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি গুণাবলি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। গণিত উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গণিতের ব্যবহারিক, শৃঙ্খলামূলক, কৃষ্টিমূলক মূল্য ছাড়াও আরও কয়েকটি মূল্য রয়েছে। যেমন : সামাজিক মূল্য, নৈতিক মূল্য, সৌন্দর্যমূলক মূল্য, আন্তর্জাতিক মূল্য ও বৃত্তিমূলক মূল্য। মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করার সেরা উপায় গণিতচর্চা। দার্শনিক কান্টের মতে, "একটি বিজ্ঞান কেবল তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন এটি গণিত দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত"। যিনি গণিত সম্পর্কে অজ্ঞ, বিশ্বের অন্য জিনিস সঠিকভাবে জানা তার পক্ষে হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। গণিত সব বিজ্ঞানকে নিখুঁত করে আধুনিক সভ্যতা গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কম্পিউটারের জনক একজন গণিতবিদ; গবেষণার ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের বাস্তবভিত্তিক মডেল তৈরি গণিত ছাড়া অসম্ভব। তাই একবিংশ শতাব্দীর এ যুগে গণিতে দক্ষ হয়ে উঠলে এবং গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করলে আমরা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হতে পারব এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারব।

তথ্য : ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং রিসোর্স বুক

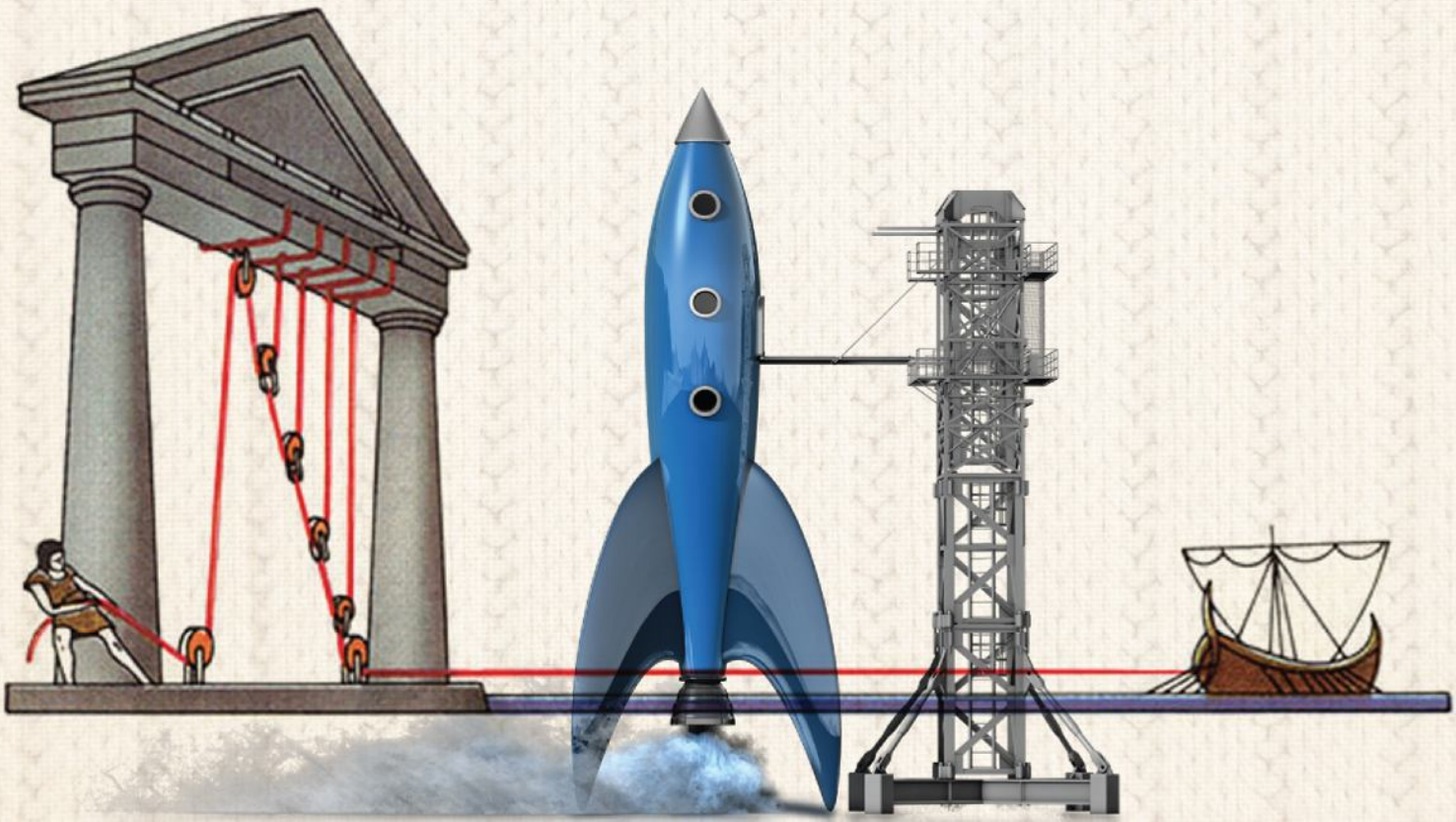

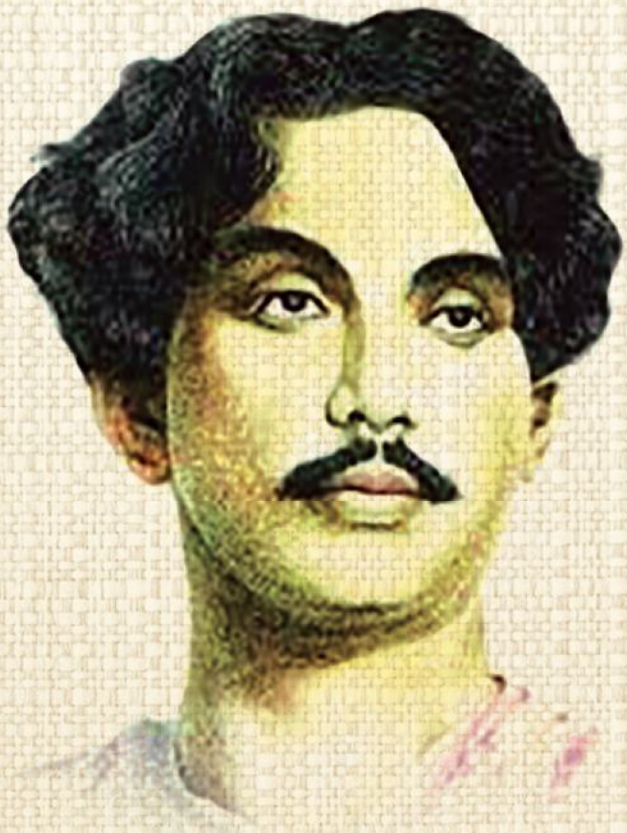

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

শতবর্ষে বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের, বিপ্লবের, সংগ্রামের ও জাগরণের কবি। বাংলা কাব্যে তিনিই সর্বপ্রথম "ললিত-গীত-কলিত-কল্লোল" কাব্যধারার বিরুদ্ধে এক সবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) কাব্যে 'বিদ্রোহী'(১৯২১) কবিতায় তাঁর এই সদম্ভ বিদ্রোহের সোচ্চার উচ্চারণ। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল শাসনের নামে শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের স্বতন্ত্র পরিচয়কে চিহ্নিত করতে যথার্থ ভূমিকা রেখেছে। কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশের আগে নজরুল তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন এবং 'হাবিলদার' লেখা বাদ দেন। সোজা বাংলায় কথাটার অর্থ দাঁড়ায় : এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমি বিখ্যাত হয়ে গেছি। কবি লর্ড বায়রন বলেছিলেন কথাটি। ১৮১২ সালে 'চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ' কবিতাটি প্রকাশের পর কবি হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়ে এ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন বিস্মিত বায়রন। বাংলা সাহিত্যে ঠিক এ রকমই ঘটনা ঘটেছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রচিত এবং ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের পর। সৃষ্টি হয়েছিল দেশব্যাপী তোলপাড়।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুলের আত্মজাগরণের বিপুল ও বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবির ব্যক্তিত্বের প্রবল স্ফুরণ ঘটেছে এ কবিতায়। এখানে কবি সব ধ্বংসকারী; আবার স্রষ্টা; বিপ্লবী আবার প্রেমিকও; সর্বাংশে স্বদেশি, আবার বিশেষভাবে আন্তর্জাতিকও। যেমন :

" 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান।'
কিংবা
'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,'
'আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'
অথবা, 'আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি'।"

অপরদিকে, অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি নিয়ে কখনো হিন্দু পুরাণের ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য, আবার গ্রিক পুরাণের অনুষঙ্গাবলির মাধ্যমে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ ঘটিয়েছেন। যেমন :

" 'মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ,'
'আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির!'
'আমি পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,'
'আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড,'
'আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,'
'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,'
'আমি হল বলরাম স্কন্ধে,'
'আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,'
'ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি,'
'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি,'
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
'মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্' ।"

'চির উন্নত মম শির' বলে নজরুল এই কবিতায় গাইলেন আত্মসত্তার গান। শুরু থেকে শেষ অবধি একেবারে 'আমি' আর 'আমি'। 'বিদ্রোহী'তে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সবক্ষেত্রে অসঙ্গতি ও শোষণের বিরুদ্ধে কবিজনোচিত প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন :

" 'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,'
'খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,'
'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,'
'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি-শান্ত উদার'।"

১৪৪ পঙ্‌ক্তির কবিতাটি উত্তম পুরুষের জবানিতে বর্ণিত এবং 'আমি' সর্বনামটি অন্তত একশতবার এই কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে নজরুল অন্য থেকে তো ভিন্নই; পৃথক নিজের থেকেও। তখনকার প্রচলিত কাব্যঢঙের সঙ্গে বড্ড 'বেমানান' ছিল 'বিদ্রোহী'র ঢং। এই বেমানানটাই চমক। কী বিন্যাস, কী শব্দপ্রয়োগ, কী বক্তব্যধারণ— কোনো দিক থেকেই এটিকে প্রচলিত কবিতা বলেননি কেউ। এই কবিতায় নজরুল বহু বাণী ধারণ করেছেন— অপ্রচলিত শব্দবন্ধে একেবারে নতুন আঙ্গিকে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল যা কিছু অসত্য অকল্যাণ অমঙ্গল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং সমাজে সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের আহ্বান করেছেন। নজরুলের বিদ্রোহের কারণ দুটি : (১) স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ, (২) সমাজ ও সংসারে কল্যাণ ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যেমন :

"মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

বস্তুত 'বিদ্রোহী'কে বাংলা কবিতায় প্রচলধ্বংসী বলা যেতে পারে। যেকোনো সময় বসে এটি লেখা যায় না; এমনকি যিনি 'বিদ্রোহী' লিখেছেন তিনিই আর একটি 'বিদ্রোহী' বা এর মতো কবিতা লিখতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যবলয় ছিন্নকারী প্রথম ব্রহ্মাস্ত্রই হলো 'বিদ্রোহী'। তাই 'বিদ্রোহী' শুধু নতুন কাব্যদ্বারই উদ্‌ঘাটন করেনি; মানবচেতনার বাতায়নও খুলে দিয়েছে। এটি কবিতামাত্র নয়; বাঙালির জাগরণের স্মারক নিশ্চয়!

তথ্যসূত্র :
নজরুল রচনাবলি-প্রথম খণ্ড
কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা : ড. রফিকুল ইসলাম
বিদ্রোহী : বাংলা কবিতার 'ব্রেক থ্রু' : সৌমিত্র শেখর
যখন 'বিদ্রোহী' রচিত হলো : বিশ্বজিৎ চৌধুরী

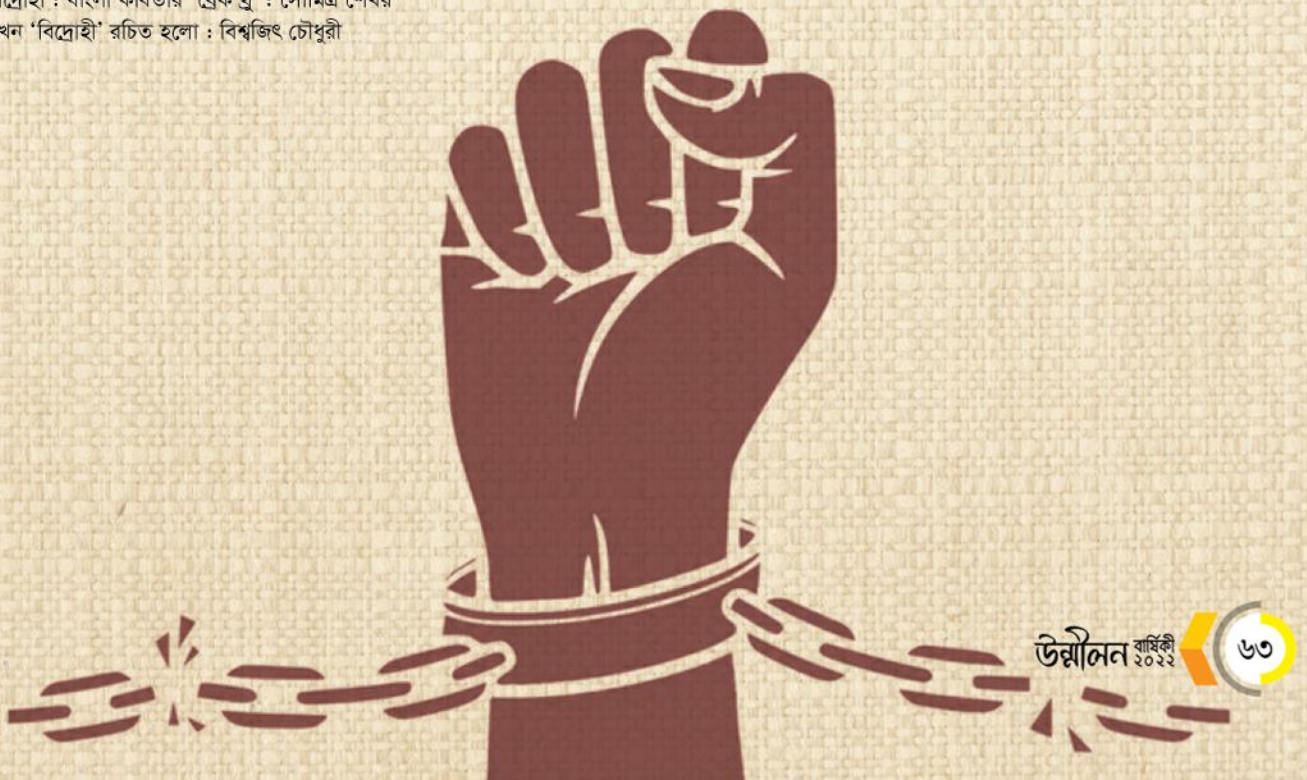

হোসনে আরা জেসমিন
প্রভাষক, বাংলা

পারাপার

গাঙ্গপাড়ের ভাঙা সাঁকোটা পেরুলেই গোদারাঘাট। মাঝিবাড়ির ছেলে গোপাল বংশপরম্পরায় হাতে তুলে নিয়েছে বইঠা। ঘোলা জলের ঢেউ ভাঙতে পারেনি হাল। মাঝে মাঝে গোপালকে দেখেছি ওপারে দু'একজন হাট-ফেরত লোক নিয়ে এপারে আসতে, আবার শূন্য খেয়া নিয়ে ওপারে চলে যেতে। সেবার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে বেড়াতে এলাম গ্রামে। ঘাটে এসে দেখি খেয়া ওপারে। গোপাল শূন্য খেয়া নিয়ে এপারে এলো। আমাকে দেখে হাসি ফুটল মুখে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ গোপালদা? মাথাটা হেলিয়ে বলল, ভালা, আপনি কেমন আছুইন? নৌকা তখন মাঝনদীতে। এই প্রথম চারপাশটায় উৎসুক চোখে তাকালাম। আমার সেই চেনা নদী আর নেই। এর কোনো কিছুই যেন আমি চিনি না, জানি না। কালো জলে এখন ঘোলা পানি। এপারের সেই বটগাছটা পাতাঝরা মৃত বৃক্ষ, পশ্চিম তীরের শিমুল গাছটা জীর্ণ-শীর্ণ। বাবলা আর অশ্বত্থ গাছ দুটিও উধাও সময়ের পাতা থেকে। গোপালের দিকে তাকালাম, কেমন নেতিয়ে পড়েছে দেহ। বললাম, গোপালদা, এই-যে খালি নৌকা নিয়ে এলে; কষ্ট হলো না? ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ওপারে মানুষ থাকুক আর নাই থাকুক, তবুও এপারের মানুষের ডাকে আইতে হয়, যেইহানে মানুষ হেইখানে-ইতো খেয়া। বললাম, ওখানে একটু অপেক্ষা করলেই তো পারো। ছোটোবাবু এপারে যে লোক দাঁড়াইয়া তাকে, খালি খেয়া লইয়াই আইতে হয়। তোমার ঘরের পেছনে জলডুম্বুর গাছটা দেখছি না, ওটা কই? বেইচা দিছি। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গোপাল মাঝি নাও ফেরালো। ওপার থেকে আওয়াজ আসছে, ও মাঝি নৌকা ফিরাও। দুদিন পর একটা রোগা ফরসা ছেলে উঠানে সুপারি গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। কেমন যেনো চেনা-চেনা ঠেকছে। বারবার চোখ আটকে যাচ্ছে উঠানে খাঁখাঁ রোদে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরের দিকে। দাদু খাদি নিয়ে মেপে সামান্য ধান তুলে দিলো ওর বস্তায়। ছেলেটা ভারী বস্তাটা কোনোক্রমে মাথায় তুলে নিল। দাদু ডাক দিলেন, কীরে বিসু, গোপাল এলো না যে? বাজানের শরীর ভালা না। খেয়া পারাপারে কেউ পয়সা দেয় না। ধান তোলার মৌসুমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান নিয়ে আসে গোপাল। সকল অবস্থাপন্ন গেরস্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দেয়। তা দিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন চলে যায় মাঝি বাড়ির মানুষগুলোর। এখানে দু-এক ঘর যা হিন্দু ছিল, যুদ্ধের সময় তার কিছু অংশ চলে যায় ভারতে। নিচু জাত বলে রয়ে যায় মোচার বাড়ির কালীপদ ও তার পরিবার। জীবিকার তাগিদে আদি পেশা ছেড়ে বেছে নিয়েছে মাঝিগিরি। পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যা হতেই বাতাসে লেগে থাকে খড়কুটো পোড়া গন্ধ। কুয়াশার মতো চারপাশ ঘিরে ফেলে প্রতি গোয়ালঘরের ধোঁয়া। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের উচ্চস্বরে স্বরবর্ণ মুখস্থ করা রাতের নিস্তব্ধতাকে মুখর করে তোলে। দক্ষিণ পাড়ার মাস্টার চাচার বাড়িতে রাতে দাওয়াত ছিল; তাই সন্ধ্যা হতেই পুরানো গোমস্তা কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাজিরা দিতে হলো। একটা লোক অবশ্য ছিল বুরুঙ্গাকে দেখবার। বাড়িটা নদীর উঁচু পার ঘেঁষে। খেজুর আর নারকেল গাছের বিচিত্র ছায়া পড়েছে নদীর জলে। এখানে সেখানে ঢেঁকিশাক আর অপরিচিত ঝোপঝাড়। এপাশটায় গজিয়ে ওঠা মুলিবাঁশের কচি পাতা ভরা জোছনায় চিকচিক করে দুলছে। নদীর কূল ঘেঁষে বাতাবি নেবুর

ঝোপ, বাতাসে কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। রাতে এখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম বুরুঙ্গার ভিন্নরূপ। দিনের বেলায় যে ছিল জীর্ণক্লান্ত, সেই রাতে জেগে উঠল অপরূপ হয়ে। কাদের বললো, ছোট বাবু, চলেন নৌকা নিয়ে মাঝনদীতে যাই। দেখবাইন কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না! নৌকা তখন বেশিদূর এগোয়নি। কী চমৎকার আলো-ছায়া নদীর জলে। চারপাশ নিশ্চুপ নিঝুম। দূরে কোথাও গান ধরেছে কেউ। মুর্শিদি মারফতি নাকি ভাটিয়ালি? বোঝা গেল না কিন্তু সুরটা বড়ই চেনা। ঝিঁঝির ডাক আর বইঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ একাকার। কাদের বইঠা উঁচু করে দেখালো, ঐ যে নুরুফকিরের ঘাট, আর ঐ যে দেখছুন একটা বড় গাছ, ওইটা জব্বার মুন্সির। আমি বললাম, ওই যে দূরে ছোট্ট আলো জ্বলছে ওটা বুঝি মাঝি বাড়ির ঘাট? হ। ঐ যে তিনটা নারিকেল গাছ দেখতাছেন ওইটা হইলো আমাগোর। আসলে আমরা নদী ছেড়ে বিলে এসে গেছি। পানি তত নেই বলে সামনে আর এগুনো গেল না। নৌকা ফিরাতে হল। সেবার গ্রামে বেশিদিন থাকা হয়ে উঠল না। বাবার চিঠি পেয়েছি; ঢাকায় ফিরতে হলো তাড়াতাড়ি। সেই চেনা ঘাট, গোদারা পারাপার। কাদের গোদারাঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। খেয়া ওপারে, আশেপাশে কেউ নেই। চারপাশটা আবছা কুয়াশায় ঢাকা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ নৌকা নিয়ে এলো না। শব্দহীন নীরবতায় রিক্ত প্রকৃতি। কাদের গলা ছাড়লো, ও গোপাল ও বিসু। কাদেরের কণ্ঠ নদীর ওকূলে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। কাদের আবার চিৎকার করতে গেল, বাধা দিলাম। কেউ একজন খেয়া নিয়ে এদিকে আসছে। কিছুক্ষণ পর এগারো কী বারো বছরের একটা মেয়ে কোনোক্রমে খেয়া ঘাটে ভিড়ালো। কাদের জিজ্ঞাসা করল, কীরে কাপালি, গোপাল আইলো না? -বাজানের জ্বর, বুকে ব্যথা। মেয়েটি মিনমিন করে উত্তর দিলো। ব্যথা বুঝি বাড়ছে? বাড়বো না কেন? এত ধকল শরীরের সইবো কেন? তা বিসু কই? দাদা তো ধান লইয়া সোহাগীর হাটে গেছে। এত সকালে? মায়ে পাঠাইছে, ধান বেইচা ঔষুধ আনবো। আমি এই ফাঁকে নৌকায় এসে বসলাম। কাদের কাঁধের ব্যাগটা তুলে দিলো নৌকায়। আমাকে দেখিয়ে বলল, আমাদের ছোট বাবু, ডাক্তার, ঢাকায় থাকে। সাবধানে বইঠা বাইস। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে বইঠা হাতে তুলে নিল। আমি কাদেরকে বললাম, ও বাইতে পারবে না। তুমি সঙ্গে আসো। চিন্তা কইরেন না ছোট বাবু। এর অভ্যাস আছে। বিসুটা সকালে স্কুলে যায় আর গোপাল তো সারা বছর বিছানায় পইড়া থাকে। তখন এই কাপালি খেয়া পারাপারে সাহায্য করে। দেইখা-শুইনা বাইস কিন্তু কাপালি। মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, আইচ্ছা। কাপালি বইঠা তুলল। কাদের দাঁড়িয়ে আছে পারে। মেয়েটি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জলের দিকে। ঘোলাজলে নেই প্রতিচ্ছবি। নদীটা পূর্বে বহুদূর গিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে। ছেলেবেলায় অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছিল খুঁজে দেখি। শুনেছি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি চলে গেছে ঈশ্বরগঞ্জ হয়ে ভৈরবে। অন্যটি শাহগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে মিশেছে ধরলা বিলে। এই নদী আমার শৈশবের-কৈশোরের ভাসাভাসা স্মৃতির। আমার সংকোচ তখনও কাটেনি। একটা বাচ্চা মেয়ে নৌকা চালাচ্ছে আর আমি তার যাত্রী। দূরে কুয়াশায় ঢাকা গ্রামগুলোর দিকে চেয়ে ডুবে গেলাম ভাবনায়; এই মেয়েটির কথা, নদীর কথা, জল ডুম্বুর গাছটার কথা আর নদী থেকে যে খালটি বিস্তৃত ফসলের মাঠ দুখণ্ড করে চলে গেছে উজানে, তার কথা। কতশত ভাবনা আমার বর্তমানকে জর্জরিত করে তোলে। মেয়েটির দিকে তাকালাম, কোনো চপলতা নেই, নদীর মতোই যেন জীর্ণশীর্ণ অপরিপূর্ণ নারীমূর্তি। একটা শাড়ি গায়ে জড়ানো, লালচে চুল বাতাসে উড়ছে। খেয়া ঘাটের কাছে চলে এসেছে। কাপালি ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি ভালা কইরা ধইরা বহেন, নাইলে পইরা যাইবাইন। আমি গলুই চেপে ধরে বসলাম। নৌকা ঘাটে লাগলো। একটা ঝাঁকি লাগলো শরীরে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে তীরে উঠলাম। কাপালি নৌকা ঘাটে বেঁধে তীরে এলো। আচ্ছা কাপালি এটাইতো তোমাদের বাড়ি। তোমার বাবাকে দেখব, তুমি কি আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে? আপনে যাইবাইন? মেয়েটির চোখে রাজ্যের বিস্ময়। কাপালির পিছুপিছু একটা ভাঙা নড়বড়ে ছনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের চাল ছাওয়া হয়নি অনেক বছর ধরে। এখানে সেখানে পচে গেছে ছন। দুটো মাত্র ঘর, তাতেও দরিদ্রতার ছাপ। কাপালি ঘরের ভেতরে গেল। বাজান, বাজান দেখো কে আইছে? কাপালি আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরের এক কোণে একটা চৌকির উপর ছেঁড়া কাঁথা বিছানো; তাতেই শুয়ে আছে গোপাল, গোপাল মাঝি। আমাকে দেখে উঠে বসতে চাইলো, বাধা দিলাম। গোপালের চোখে পানি, দ্রুত নিশ্বাসে ওঠানামা করছে বুক। ছোট বাবু, নিচু জাত বলে ঘরে আয় না কেউ। তয় এই গাঁয়ের মানুষগুলো খুব ভালা। যুদ্ধের বছর বাজানরে মাইরা ফেলানোর পর এরাই আমাগোরে বাঁচায়ে রাখছে। বিপদে আপদে পাশে থাকছে। গোপাল ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বাবার মুখে শুনেছি, মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে যখন বিজয় সুনিশ্চিত তখন রাজাকারেরা পাকবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল বিন্দু মাঝিকে। কারণ বিন্দু মাঝি তার নৌকা আর বইঠা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল মুক্তিপাগল ছেলেদের সাহায্যে। শাহগঞ্জ থেকে ভৈরব পর্যন্ত ছিল তার যাতায়াত। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। এত বছর পর বিন্দু মাঝির ছেলের এই কৃতজ্ঞতাবোধ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল : এটাই কি বিন্দু মাঝির পাওনা ছিল? গোপালও কি স্বপ্ন দেখে বিসুকে নিয়ে, যেমন দেখছিল বিন্দু মাঝি। টাঙ্গাড়ির বিলে ভেসে থাকা বিন্দু মাঝির বিকৃত লাশ কি গোপালের স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে? যেমন ঝাপসা হয়ে গেছে আমাদের কর্তব্যবোধ। গোপালকে কিছু দেবার দুঃসাহস আমার নেই। দুয়ারে ঝাপের আড়ালে মুখে আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোপালের বউ। অতি সামান্য ক-টা টাকা তুলে দিলাম বৌদির হাতে। জানি, এটা অতি ক্ষুদ্র। বৌদি নিতে চায়নি। গোপাল বারবার বলতে লাগল, লাগবো না ছোট বাবু, লাগবো না। যাবার সময় গোপালের হাত ধরে বললাম, তুমি ভালো হয়ে যাবে গোপালদা। গোপাল কিছুই বললো না; কেবল ঘোলাটে চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। জানি এই প্রকৃতি এই রূপ নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে না। উত্থান-পতনে কত ভাঙন ধরবে এর গায়ে। চেনা পথ, চেনা মুখ, নদীপাড়ের সংগ্রামী মানুষ, গোপাল মাঝি কিংবা কাপালি হারিয়ে যাবে সময়ের স্রোতে।

বাড়ির বাইরে কাপালির সঙ্গে দেখা। কাপালি কাঁদছে। ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, ঘাটে লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি পা বাড়ালাম সোহাগীর পথে। পেছনে একবার চেয়ে দেখলাম কাপালির হাতে বইঠা; গলুইয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকা ভাসালো বুরুঙ্গার জলে।

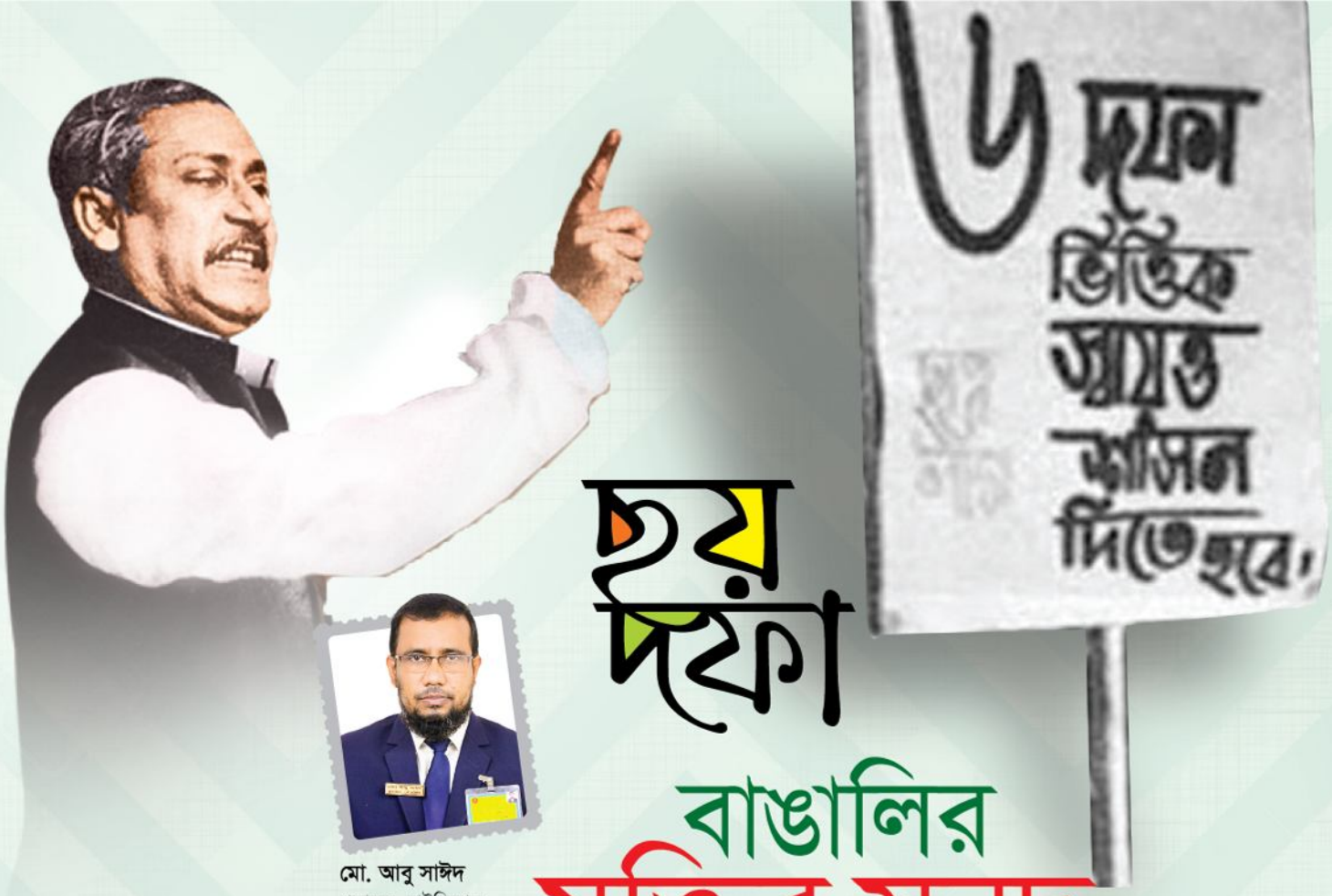

ছয় দফা

বাঙালির মুক্তির সনদ

মো. আবু সাঈদ
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

দীর্ঘ প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৪৭ সালে 'ভারত স্বাধীনতা আইনে'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা পূর্ববাংলার মানুষজন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হই। যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষজন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলের মানুষদের উপর শোষণ চালিয়ে আসছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষাসহ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তারা আমাদের উপর শোষণ-বৈষম্য চালায়নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সংবিধান বাতিল করলে এ-বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। পূর্ববাংলার মানুষজন যখন চরম হতাশা আর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন এ-অঞ্চলের মানুষদের মুক্তির বারতা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ছয়-দফা পেশ করেন।

ছয়-দফার পটভূমি : ছয়-দফা কোনো রাতারাতি কর্মসূচি ছিল না। এর প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘদিনের। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, '৪৭ সালের ভারত-ভাগ, ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র জন্ম, ৫২'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এসবই ছয়-দফার ভিত তৈরি করেছে। রাজনৈতিক ইতিহাসবিদ মহিউদ্দিন আহমদ তার 'আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০' গ্রন্থে লিখেছেন, "ছয়-দফা হঠাৎ করে আসমান থেকে পড়েনি। দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হচ্ছিল। একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের যুগলবন্দি, স্বাধিকারের দাবিতে যাঁরা এক মোহনায় মিলেছিলেন।" ছয়-দফার কর্মসূচির পেছনে মূল কারণ ছিল মূলত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক বৈষম্য। জন্মের পর থেকে পাকিস্তান যেসব বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে, বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, তার বেশিরভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের 'সোনালি ফসল পাট' বিদেশে রপ্তানি করে যে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো, সেটাও চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। বৈদেশিক বাণিজ্যের

৬০-শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের কিন্তু প্রায় সমস্ত অর্থ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তান-সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৭০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় : উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে ৬০ শতাংশ বেশি ব্যয় করা হয়েছে। ফলে পশ্চিমের মাথাপিছু আয়ও বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে 'লাহোর প্রস্তাবে'র ভিত্তিতে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে, পাকিস্তানের রাজনীতি জীবনে সে 'লাহোর প্রস্তাবে'র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করা হয়নি। এ সমস্ত শাসন-শোষণ-বৈষম্য-নির্যাতন যখন চরম আকার ধারণ করছে তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের এই অঞ্চলের জনগণের বাঁচার দাবি খ্যাত, বাঙালির মুক্তির দাবি হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ছয় দফার পেছনে বহু কারণ নিহিত থাকলেও ছয়-দফার প্রত্যক্ষ যে-কারণটি ছিল, সেটি হলো সামরিক কারণ। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলার মানুষজন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলো পাকিস্তান সরকার তার সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়োজিত করেছে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য তারা কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

ছয়-দফা পেশ : দীর্ঘ তেইশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, তার মধ্যে ছয়-দফা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান অংশ নেন। ৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে পৌঁছেন এবং তার পরদিন অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি পেশ করেন। শেখ মুজিব বিরোধী দলগুলোর যে সম্মেলনে এসব দফা তুলে ধরেছিলেন সেখানেই তার বিরোধিতা করা হয়। সবার আপত্তির কারণে এই প্রস্তাব সম্মেলনের এজেন্ডায় স্থান পায়নি। সমালোচকরা বলেন, এসব দফা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তান থাকবে না, ভেঙে যাবে। পাকিস্তানের খবরের কাগজে তাঁকে চিহ্নিত করা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে। ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজিব নিজেই সম্মেলন থেকে ওয়াক আউট করেন। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়-দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে এই ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়। বাংলাদেশের জন্য এই আন্দোলন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে একে বাঙালির ম্যাগনা কার্টা বা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদও বলা হয়।

ছয়-দফার পক্ষে গণ-আন্দোলন : ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 'দৈনিক ইত্তেফাক'; যার জন্য আইয়ুব সরকার ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন ইত্তেফাক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-কে গ্রেফতার করে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬-দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে টঙ্গী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হক, মুজিবুল হকসহ মোট ১১ জন বাঙালি শহিদ হন। ৬ দফা আন্দোলনের প্রথম শহিদ ছিলেন সিলেটের মনু মিয়া। আর এ জন্যই প্রতিবছর ৭ই জুন বাংলাদেশে '৬ দফা দিবস' পালন করা হয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সরকার এ আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়। এ আন্দোলনের ফলে ছয়-দফা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালি জনগণের নিকট নির্ভীক ও আপসহীন নেতায় পরিণত হন। ছয়-দফা ঘোষণার পর 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' বা ন্যাপ-এর পূর্ব পাকিস্তান প্রধান অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি এই যে ৬ দফা দিলেন, তার মূল কথাটি কী?' আঞ্চলিক ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন শেখ মুজিব: 'আরে মিয়া, বুঝলা না, দফা তো একটাই। একটু ঘুরাইয়া কইলাম।' ঘুরিয়ে বলা এই এক দফা হলো পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ স্বাধীনতা। এর আগে বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের স্বাধিকার আন্দোলনের দাবি উঠেছে কিন্তু ছয়-দফার দাবির মধ্য দিয়ে এটি একক এজেন্ডায় পরিণত হয়।

কী ছিল ছয় দফা কর্মসূচিতে :

১. ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে হবে। পাকিস্তানে সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভাগুলো গঠিত হবে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনসংখ্যা অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. দেশের দু-অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা দু-অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। তবে এক্ষেত্রে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে অঙ্গরাজ্যগুলো আধাসামরিক বাহিনী বা মিলিশিয়া রাখতে পারবে।

উপরে উল্লিখিত ছয়-দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬টি দাবির মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে। তার পরের তিনটি হচ্ছে অর্থ ও বাণিজ্য সম্পর্কে এবং সর্বশেষ ৬ নম্বরটি হচ্ছে নিরাপত্তা বিষয়ক অর্থাৎ পূর্ববাংলার স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব অর্জন। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা বাঙালির ন্যায্য দাবিগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। যদিও এই দাবিগুলো উত্থাপন করার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে; যে মামলাটিকে আমরা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে জানি। যদিও এই মামলা যখন চলতে থাকে তখন পূর্ববাংলার মানুষ স্পষ্টই বুঝতে পারে এ মামলাটি হচ্ছে একটি প্রহসনমূলক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট একটি মামলা। যার প্রেক্ষিতে সমগ্র পূর্ববাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুসহ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতারকৃত রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিশাল গণআন্দোলন গড়ে তোলে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আইয়ুব-মোনায়েম সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র পক্ষ থেকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দমন-নিপীড়ন চালিয়েও সামরিক শাসক আইয়ুব খান গণ-আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আইয়ুব খান বিদায় নিতে বাধ্য হন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণের অবিসংবাদিত নেতা ও প্রাণের দল আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন; যে ভাষণে তিনি এদেশের মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় ৯ মাসের মুক্তিসংগ্রামের পর ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা।

২৩ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে কয়েকটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ছয় দফা কর্মসূচি; কারণ ছয় দফা ছিল মূলত বাঙালির প্রাণের দাবি। যার কারণে বাঙালি জাতি ছয় দফার ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনে। সুতরাং বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পেশকৃত ছয় দফা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

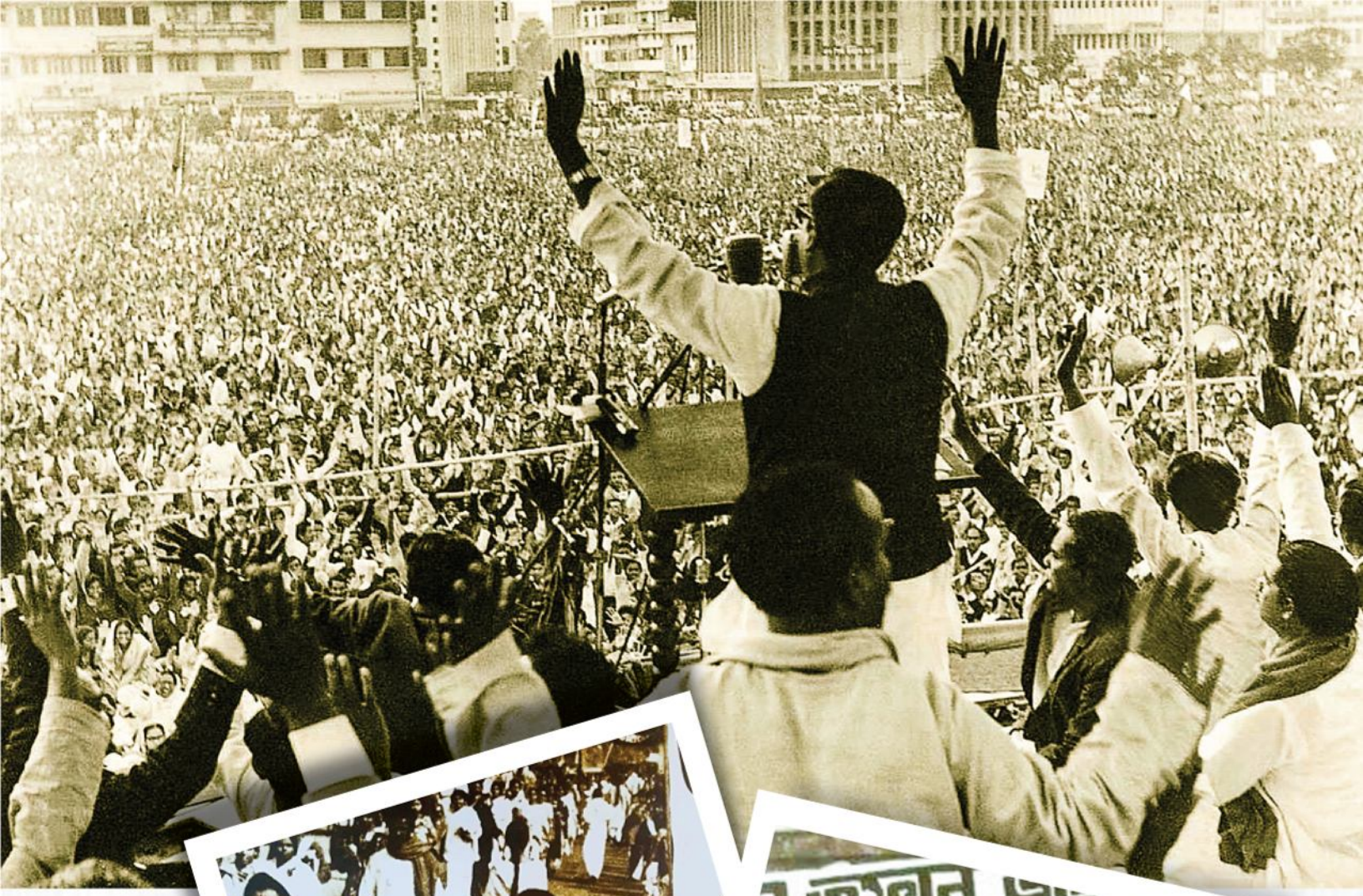

তুফান

সোনার বাংলা, আমি তোমায়
ভিত্তিক । জাগো জাগো
চাই । তোমার দেশ তোমার
বাইশ বছরের ওদের

সন্তানের মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় মাতা-পিতার ভূমিকা

ইলিয়াছ খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক

মহান সৃষ্টিকর্তার এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সেই আদিম যুগ থেকে সময়ের যত বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ তৈরি করেছে সমাজ; সৃষ্টি হয়েছে জাতি ও দেশ। সময় যত এগিয়েছে মানুষের মাঝে সামাজিক বন্ধন ততই দৃঢ় হয়েছে। মানুষ তার বিবেককে কাজে লাগিয়ে মন মানসিকতার জাগরণের মাধ্যমে অন্তরে সঞ্চার করেছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, যাকে আমরা মানবতা বলে থাকি।

নৈতিকতা কাকে বলে তা বুঝতে হলে সর্বপ্রথম নীতি কী তা বুঝতে হবে। এককথায় সমাজে দীর্ঘকালীন বিবর্তনের ফলে সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া জীবন চর্চার প্রাথমিক নিয়মাবলিই হলো নীতি। কোনো সমাজের সকল মানুষ যখন সকল নিয়ম নীতি সম্পর্কে অবগত ও শ্রদ্ধাশীল হয়, কেবল তখনই একটি সুষ্ঠু আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। মানুষের মধ্যে সামাজিক নীতির এই সার্বিক উদ্ভাসকেই বলা হয় নৈতিক শিক্ষা বা নৈতিকতাবোধ।

অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা বা নৈতিকতাবোধকে মূল্যবোধের সঙ্গে সমার্থক বলে মনে করা হয়ে থাকলেও একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নৈতিকতাবোধ এবং মূল্যবোধ এক নয়। মানবচরিত্রের এই দুটি উৎকৃষ্ট গুণ যা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত হলেও সমার্থক প্রকৃতির নয়।

সমাজের বুকে তিল তিল করে গড়ে ওঠা নৈতিক আদর্শ পালনের মধ্য দিয়ে মানবচরিত্র সঠিক ভুল, উচিত অনুচিত সম্পর্কিত যে বোধ তৈরি হয়, তাকেই মূল্যবোধ বলে। নৈতিক আদর্শের সুষ্ঠু অনুশীলন ছাড়া এই মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না। আর যদি কোনো মানুষের মধ্যে সামাজিক তথা মানবিক মূল্যবোধের সার্বিক বিকাশ ঘটে তাহলে সংশ্লিষ্ট সমাজে সেই মানুষই উৎকৃষ্ট। আর পক্ষান্তরে মূল্যবোধহীনতা মানুষের জীবনকে ব্যর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে।

প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমান পৃথিবীর মানুষের জীবনযাপনের মান পরিবর্তন হলেও মেধা ও মনন দ্বারা পরিচালিত নৈতিক শিক্ষা দ্বারা মূল্যবোধকে জাগ্রত না করলে সমাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের দ্বারাই আদর্শ সমাজ তৈরি করা যায়। কিন্তু যখন মূল্যবোধহীন সমাজে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ

হয়ে যায়, তখন সেই সমাজ প্রচলিত নিয়ম নীতি দ্বারা পরিচালিত হলেও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সমাজে মূল্যবোধের এই ব্যাপক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে যুগে যুগে মনীষীগণ, ছেলেবেলা থেকেই মানব-সন্তানের নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন নৈতিক শিক্ষা ছাড়া মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে না এবং মূল্যবোধহীন যে কোনো সমাজ অনাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো, যার প্রাথমিক শিক্ষা হলো তার পরিবার। আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোনকে নিয়ে এক একটি পরিবার গড়ে ওঠে। একজন শিশুসন্তান জন্মের পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে ৪-৫ বছর পরিবারে বেড়ে ওঠে। এ সময়টিতে তার মানসিক বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র গঠন হয়ে থাকে। শিশুর মায়ের কোল তার শিক্ষার হাতেখড়ির প্রথম সোপান। ফলে পরিবার থেকেই শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

পরিবার মানবসন্তানের প্রথম শিক্ষানিকেতন। ছেলে-মেয়েদের জীবনে পারিবারিক শিক্ষার মূল্য অনেক। সন্তানের মূল্যবোধ, আখলাক, চেতনা ও বিশ্বাস জন্ম নেয় পরিবার থেকেই। পিতা-মাতার সঠিক লালন-পালনে সন্তানেরা সফল হতে পারে। পিতা-মাতা যে আদর্শ লালন করেন তাদের সন্তানরাও তাই ধারণ করার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন : "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।" কিংবা কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।" অর্থাৎ, একটি শিশুকে সঠিকভাবে বড় করতে হলে পরিবারে মা-বাবার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ ওয়াশিংটন বলেছিলেন, 'আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা আমার মা। মায়ের কাছে আমি চিরঋণী। আমার জীবনের সমস্ত অর্জন তারই কাছ থেকে পাওয়া নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারীরিক শিক্ষার ফল।

অতএব, মাতা-পিতার কর্তব্য হলো, শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ সাধনে ও নৈতিক চরিত্র গঠনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা :

১. শিশুর প্রতি যত্নশীল হওয়া, শিশুকে স্নেহ-মমতা, আদর-ভালোবাসা দেওয়া।
২. সদুপদেশ প্রদান করা।
৩. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া।
৪. শিশুর চরিত্র গঠনে শিক্ষা দেওয়া।
৫. সৎ কাজের উপদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।
৬. সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা ।

আমাদের সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধ, অভিভাবকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাদের প্রতি অনুগত থাকা, পারিবারিক ঐতিহ্য ভঙ্গ না করার যে সংস্কৃতি চালু রয়েছে তার পেছনে বড় অবদান কিন্তু পরিবারের। পরিবারের মধ্যে ছেলেমেয়েরা অন্যের সম্পদ, অধিকার ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখে, আইনশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে এবং পরিবার ও দেশের প্রতি অনুগত হতে শেখে; তাই দেশজ সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পরিবারের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। বিদ্যালয় নিঃসন্দেহে এ-ধরনের শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরিবার থেকে যদি শিক্ষাটি আগেই শুরু হয় তা হলে তা এগিয়ে নিতে বিদ্যালয়ের পক্ষে অনেক সহজ হয়। তাছাড়া নৈতিকতা শিক্ষার মতো বিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মাতা-পিতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে এবং স্কুলের বাইরে দীর্ঘদিন পরিবার এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থসামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান তার আচরণ ও শিক্ষাবিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শিশুর জীবন বিকাশের সব ক্ষেত্রেই পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার থেকেই শিশু সব ধরনের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথম অবগত হয়। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি কেমন হবে, অন্যের প্রতি সে কীরূপ মনোভাব পোষণ করবে এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে, তা অনেকাংশেই শিশুর পারিবারিক কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

পরিবারে বাবা-মায়ের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে শিশুরা নারী ও পুরুষের ভূমিকা এবং নিজের লিঙ্গপরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়। একক পরিবারের ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের মধ্যে যদি ভালোবাসা ও শৃঙ্খলাবোধের সম্মিলন ঘটে, তা হলে পরিবারে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পরিবার হতে শিশু যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা পরবর্তীকালে তার সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পরিবার হলো প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও মায়া-মমতায় ভরা এমন একটি সুসজ্জিত বাগানের নাম যেখানে প্রতিটি সদস্য তার চারিত্রিক গুণাবলি বিকশিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। নৈতিক গুণাবলিসমৃদ্ধ হয়ে তারা পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুশোভিত ও মোহিত করে। এটা এমন এক নিরাপদ আবাসস্থল যা বাইরের যাবতীয় পঙ্কিলতা ও আক্রমণ থেকে শিশুসন্তানকে সুরক্ষিত রাখে।

নৈতিকতা এমন ধরনের উন্নত আচরণ শিক্ষা দেয় যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে ভালো-মন্দ পার্থক্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং যা তাকে সমাজে অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য বা সংযম শক্তি, দূরদৃষ্টি, দৃঢ়তা, উচ্চাশা, ভ্রাতৃত্ব, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলির অন্তর্গত। আর পরিবার থেকেই শুরু হয় নৈতিক শিক্ষার হাতেখড়ি।

রাসুল (সা.) বলেন, তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞান দান করো, কেননা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে (মুসলিম)। সুতরাং যদি শৈশবেই তাকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। মা-বাবা ও অভিভাবকদের বুঝতে হবে শিশুকাল খুবই অল্প সময়। এ সময় সন্তানের পাশে থাকুন। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার সামনে স্পষ্ট করুন। তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে গিয়ে শাসন থেকে একবারে উদাসীন হওয়া যাবে না। আবার শাসনের নামে সীমাতিরিক্ত কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে। শৈশবে যারা ভালোবাসা পায় না, নির্যাতন ও ঘৃণার মধ্যে, অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে যারা বেড়ে ওঠে; তাদের কারো কারো মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলে একটি উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে মাতা-পিতা তথা পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

বই পড়ার ইতিহাস

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
(গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান)

বই, বই, বই। বইয়ের কথা বললে কাগজের কথা আসে, প্রিন্টিংয়ের কথা এসে যায়। সাথে আসে লেখক, প্রকাশক, লাইব্রেরি, এসে যায় বুক শপের কথা।

বইয়ের সাথে কত কিছুই জড়িত। এখন বই বলতে শুধু কাগজে প্রিন্ট করা বই বোঝায় না। এখন আছে ডিজিটাল বুক, ইলেকট্রনিক্স বুক, যা ই বুক নামে পরিচিত। এখন আছে অন্ধদের জন্য ব্রেইলি বুক। পড়তে বিরক্ত লাগে যাদের কিংবা সময় নেই পড়ার, তাদের জন্য আছে অডিও বা স্পোকেন বুক। টেক্সট লিখেই বুক হয় না শুধু, আছে ছবি এঁকে এঁকে গল্প বলা। একে বলে গ্রাফিক্স বুক।

কিন্তু কীভাবে বইয়ের শুরু হলো?

মানুষ লিখতে শুরু করে আজ থেকে সাতহাজার বছর আগে। সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা সুমেরীয়রা নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্যের হিসাব রাখতে গিয়ে লেখার জন্ম দেয়। জন্ম হয় কিউনিফর্ম লেখার পদ্ধতি। এগুলো লেখা হতো এক ধরনের মাটি দিয়ে তৈরি ট্যাবলেটে। হিসাব রাখার ট্যাবলেট ছিল মানুষের প্রথম বই। এমন ট্যাবলেট ফরম্যাটে লেখার এক হাজার বছর পর মিশরীয়রা আবিষ্কার করল প্যাপিরাস। সেখানে তারা লিখে রাখত রাজ ফরমান থেকে পিরামিডের কথা; কিন্তু তাদের এবং সুমেরীয়দের ট্যাবলেট লেখাকে বই বলা যায় না, টেক্সট বলা যায় হয়তো।

এই বিচারে প্যাপিরাসের একহাজার বছর পর গিলগিমাসের এপিক কাহিনি লিপিবদ্ধ ছিল প্রথম বইয়ের গল্প। সাহিত্যের পথ ধরেই বইয়ের যাত্রা। এরপর গ্রিক রোমানদের হাতে প্যাপিরাসের রোলের সাথে বাঁশ, কাঠ, হাড়, পাথর, মাটি এবং সবচেয়ে বেশি লেখা হতো চামড়া, যা পার্চমেন্ট নামে পরিচিত ছিল। গ্রিক, প্লেটো অ্যারিস্টটলের হাত ধরে রোমান সিসেরো, অরেলিয়াস, সিজারের সময়ে বুক কালচার সভ্যতায় সবচেয়ে বেশি কদর পায়।

খ্রিষ্টের পরবর্তী সময়ে ইউরোপ তখন চামড়ায় লিখত, ল্যাটিন আমেরিকার সভ্যতা তখন লিখতেই জানত না, মধ্যপ্রাচ্যের আরব সংস্কৃতিতে লেখার প্রচলন বলতে গেলে ছিলই না, মুখে মুখে তারা যতটুকু পারত মনে রাখত, এশিয়ার উপমহাদেশে লেখার উপকরণ ছিল বাঁশ, তালের পাতা, পাথর, তখন একমাত্র চীনারাই প্রথম কাগজ তৈরি আবিষ্কার করল খ্রিষ্ট পরবর্তী ১০০ সালের পর।

কাগজ আছে, কলম আছে, হরফ আছে, কিন্তু কাগজের প্রথম বই হতে সময় নিলো আরো ৫০০ বছর। ৬০০ শতাব্দীর দিকে চীনারাই প্রথম কাগজের বই বের করল হাতে লিখে।

চীনের কাগজ এসে গেছে ইউরোপে ততদিনে। কিন্তু সেই ইউরোপে ৮০০ বছর পর '১৫ শতাব্দীতে জন্ম নিলো প্রিন্টিং প্রেস। জার্মানির গুটেনবার্গে জন্ম নেয়া গুটেনবার্গ প্রেস জন্ম দিলো কাগজে প্রিন্ট হওয়া প্রথম বই গুটেনবার্গ বাইবেল।

৬০০ বছর হয়ে গেল। ছাপার হরফে বইয়ের ধাপ পেরিয়ে এলো আধুনিক বুক বাইন্ডিং '১৮ শতকে। তারপর থেকে গত ২০০ বছর বইয়ের ধরন, উপকরণ একই রকম রয়ে গেছে এবং চলছে।

একুশ শতকে বিশ্ব বইয়ের বাজার কেমন! কেমন চলছে বইয়ের সংসার এই শতকে?

দেশ হিসেবে বছরে সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ করে চীনারা। দেড়শ' কোটি মানুষের দেশ চায়নায় বছরে প্রায় পাঁচ লাখ বই বের হয় ম্যান্ডারিন এবং ক্যান্টনি ভাষায়। চায়নায় ২৯৭টি ভাষা আছে। ৫৬টি এথনিক গ্রুপ এই ভাষাগুলোতে কথা বলে। তার মধ্যে ৯০ শতাংশই দুটি ভাষায় কথা বলে : ম্যান্ডারিন এবং ক্যান্টনি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক আবার এই ম্যান্ডারিন ভাষায় কথা বলে।

জগতের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষা অনেকেই মনে করে ইংরেজি। না, স্প্যানিশ দ্বিতীয় এবং মাতৃভাষা হিসেবে ইংরেজি তৃতীয়। তবে ইংরেজি কমবেশি জানে সবচেয়ে বেশি, যা প্রায় দুই বিলিয়ন। আবার ভাষার দিক থেকে বইপ্রকাশে ইংরেজি ভাষায় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বই বের হয়।

দেশ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে আছে আমেরিকা। ৩২ কোটি মার্কিনের দেশে আমেরিকানরা বছরে তিন লাখ বই প্রকাশ করে। তৃতীয় স্থানে মাত্র ছয় কোটি মানুষের দেশে ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্য বছরে বই আনে বাজারে দুই লাখ।

সে হিসাবে মাথাপিছু সবচে বেশি বই প্রকাশ করে ইংল্যান্ড। মাথাপিছু আয়ে পৃথিবীর এক নম্বর ধনী দেশ কাতার, বছরে মাত্র হাজার খানেক বই বের করে!

জ্ঞান যার হাতে, তারাই শাসন করে, টাকার অঙ্ক নয়।

জাপানিরা বছরে দেড় লাখ বই প্রকাশ করে। সেদিক থেকে ইন্ডিয়াতে ১০০ কোটি মানুষ ২০টি ভাষাতে বছরে বই বের করে মাত্র ৮০ হাজার। রাশিয়া এক লাখের মতো। ইউরোপে ফ্রান্সের চেয়ে জার্মানিতে বই বের হয় বেশি। যদিও অনেকে ধারণা করে ফ্রেঞ্চভাষায় বেশি। তবে '২০ শতকের শুরু দিকে ইউরোপের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ছিল ইংরেজি নয়, ফ্রেঞ্চ ভাষা। তখন ইউরোপের রাজা, রাজন্যরা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলত এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় তখন ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বই বের হতো। ইংরেজির আক্রমণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা কমে যেতে থাকে। জার্মানি এবং ইতালিতে গড়ে ৬০ হাজার বই বের হয় বছরে। আরব দেশগুলোর মধ্যে মিশরে সবচেয়ে বেশি বের হয়। হাজার দশেকের মতো বছরে।

পৃথিবীতে এ যাবৎ প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আনুমানিক ধরা হয় ২৫ বিলিয়নের মতো। তবে গুগলের বুক প্রজেক্টের হিসাব মতে, ISBN আছে এই পর্যন্ত আনুমানিক ১৩০ মিলিয়ন বই প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশ্বে গত ৬০০ বছরে। ২৫ বিলিয়নের হিসাবটা একটু বেশি মনে হয় তাহলে!

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় দুই মিলিয়ন বই প্রকাশিত হয় বছরে। দুই মিলিয়ন কপি নয়, দুই মিলিয়ন বইয়ের নাম। তবে কপি হিসাবে বছরে বিক্রি হয় প্রায় ৬০০ মিলিয়ন কপি। কপির দিক থেকে মার্কিনরা সবচেয়ে বেশি বই কিনে। আবার গড় পড়ার দিক থেকে আশ্চর্যজনকভাবে সবচেয়ে এগিয়ে ইন্ডিয়া। সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা বই পড়ে ইন্ডিয়ানরা। দ্বিতীয় স্থানে আরো আশ্চর্যের থাইল্যান্ড। থাইরা ৯ ঘণ্টা পড়ে সপ্তাহে। তৃতীয় চাইনিজরা।

বাংলাদেশে বছরে ছয় হাজার বই বের হয় গড়ে। মাথা আমাদের ১৮ কোটি। এই ছয় হাজার বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ বা সাড়ে চার হাজারের মতো বই বের হয় অমর একুশে বইমেলায়।

একটি জাতি কী কী পড়ে, সেটা দেখে বোঝা যায়, কে কী কী ভাবে।

বই হলো চিন্তার ফসল। বই হলো একটি জাতির ভাবনার ফলাফল।

১৮ কোটি মানুষের দেশে আশি-ভাগ বই এক মাসে বের হয়। বছরে বিক্রির ৭০ শতাংশ বই আবার ওই এক মাসেই বিক্রি হয়। পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় ২০০টির বেশি সারা বছর কাজ করা প্রকাশনী আছে। তার চেয়ে বেশি আছে মওসুমি প্রকাশনী। এগুলো কেবল বইমেলার সময় সচল হয়ে ওঠে। ১৮ কোটি মানুষের দেশে জীবিত-মৃত লেখকদের সংখ্যা হাজার-দশেকের মতো।

চীনারা দুই হাজার বছর আগে কাগজ আবিষ্কার করেছিল। সে কাগজ বানাতে ইউরোপীয়রা শিখেছে এক হাজার বছর পর। তার ৫০০ বছর পর ইউরোপ ছাপাখানা আবিষ্কার করল ১৫ শতকে। তার ৪০০ বছর পর বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা বসেছিল রংপুরে, ১৮৪৭ সালে। তার পরের বছর ১৮৪৮ সালে ঢাকার চকবাজারে ছাপাখানা বসে। সেই শুরু।

পরবর্তীকালে পুরান ঢাকার ইসলামপুর এবং সাতচল্লিশের পর বাংলা বাজার ঘিরে প্রকাশনী ব্যবসা গড়ে ওঠে। এখনো প্রকাশনীর রাজধানী বাংলা বাজার।

পাকিস্তানের আইয়ুব খানের আমলে ১৯৬২ সালে বইপ্রকাশের সহায়ক সংস্থা হিসেবে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হলেও তারা এত বছরে বইপ্রকাশে তেমন কিছু করেনি। এই কাজটি এখন করছে বাংলা একাডেমি। যদিও বাংলা একাডেমির কাজ বই দেখা নয়, ভাষার দেখাশোনা করা।

গত বছর ২০২০ বইমেলায় হাজার পাঁচেক বই বের হয়েছে। বাংলা একাডেমির মতে তার মাত্র ৭০০ বই মানসম্মত! এক কবিতাই বেরিয়েছে প্রায় দেড় হাজার, গল্প প্রায় ৬০০, উপন্যাস ৭০০ আর প্রবন্ধ দুই শতাধিক প্রায়। মানে কবিরা যা লিখেছেন শুধু কবিতাই, তা আবার গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের মোট সংখ্যা থেকেও বেশি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে মাত্র দেড়শত! গবেষণার বই সাকুল্যে মনে হয় ৫০টি। নাটক ৩০টি। ধর্মীয় বই ২০টি! শখানেক শিশুদের বই, পঞ্চাশ ভ্রমণ আর পঞ্চাশ অনুবাদ বই।

এখন ই-বুকের যুগ। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। এখন ভিডিও ইউটিউবের যুগ। গত পাঁচ হাজার বছর সভ্যতার বিকাশে বই ছিল সবচেয়ে বড়ো ফুয়েল। প্রিন্টিং বইয়ের সময়ব্যাপ্তি যদিও মাত্র ৬০০ বছর। সাধারণ জনগণের হাতে বই আসার সময় মাত্র ২০০ বছর। বইয়ের বাণিজ্যের বাজার ১০০ বছরের কম। সুতরাং প্রিন্টিং বই এত সহজে হারাবে না। ডিজিটাল বই যেমন বাড়বে, পাশাপাশি প্রিন্টিং বইয়ের এক শ্রেণির পাঠক থাকবে এবং সেটাও কমতি বাড়তিতে থাকবে।

বই হারিয়ে যাবে না; কারণ, বই হলো সভ্যতার আলোকবর্তিকা।

তথ্যসূত্র :
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পরিচিতি– ড. মো: মিজানুর রহমান
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান : স্বরূপ সন্ধানে– সুলতান উদ্দীন আহমাদ
আধুনিক গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গবেষণা– মো. সা'দাত আলী

অন্তরিক্ষে অণুজীব

খন্দকার মৌসুমী নাসরীন
সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

২০২০ সাল। হঠাৎ করেই কর্মচঞ্চল পৃথিবীর কর্মচাঞ্চল্য স্থবির হয়ে পড়ল। থেমে গেল খেলার মাঠে দুরন্ত কিশোরের দুরন্তপনা, বন্ধ হয়ে গেল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সবধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, অফিস-আদালত, পর্যটনকেন্দ্রসহ সব। ঘরবন্দি হয়ে গেল সারা বিশ্বের শত কোটি মানুষ। মুখ থুবড়ে পড়ল বৈশ্বিক অর্থনীতি। এই রকম পরিস্থিতির নাম দেওয়া হলো লকডাউন কিংবা শাটডাউন; কারণ এই সময়টাতে অন্তরিক্ষে আবির্ভূত হয়েছিল এক অণুজীব, যার নাম 'করোনা ভাইরাস'। এই ভাইরাসের উৎপত্তি, গঠন, প্রকরণ-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে সোচ্চার হলো সারাবিশ্ব। জানা গেল, ল্যাটিন শব্দ "করোনা" থেকে এই ভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছে যার অর্থ 'মুকুট'। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাসটির আবরণ থেকে গাদাকৃতির প্রোটিনের কাঁটাগুলোর জন্য এটিকে অনেকটা মুকুট বা সৌর করোনার মতো দেখায়। এই ভাইরাসটির উৎপত্তি হয়েছিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের 'হুপেই' প্রদেশের উহান নগরীতে। পরবর্তীকালে চীনের উহান নগরীসহ আশেপাশের প্রদেশগুলিতে জরুরি অবরুদ্ধকরণ জারি করা হলেও রোগটির বিস্তার বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় চীন। ফলে সারা পৃথিবীতে দ্রুত এই রোগটির বিস্তার ঘটতে থাকল। ধীরে ধীরে এই ভাইরাসটির আলফা, বিটা ও ডেলটা প্রকরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর মিছিল বাড়তেই থাকল। মূলত এটি একটি 'পজেটিভ সেন্স আর.এন.এ ভাইরাস; যা বাহক কোষের রাইবোজোমের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ভাইরাস স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখিদের শ্বাসনালি এবং ফুসফুসে এক বিশেষ ধরনের সংক্রমণ সৃষ্টি করে। কোষের ভেতর প্রবেশের পর এই ভাইরাস নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে। এই প্রতিলিপি তৈরির কোনো কোনো পর্যায়ে যে কোনো ধরনের ভুল হলে ভাইরাসটির জিনের নকশায় পরিবর্তন ঘটে; যাকে বলে 'মিউটেশন'। এই মিউটেশনের ফলেই ভাইরাসটির ধরনের পরিবর্তন হয়ে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয়; যার সংক্রমণ-ক্ষমতা পূর্ববর্তী প্রকরণের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাস সম্পর্কে দুটি কার্যকর অভিমত দিয়েছেন। প্রথমত, মানুষের মধ্যে সার্স কোভ-২ ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার আগেই একটি প্রাণী 'হোস্ট' এর মধ্যে তার প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে সার্স-কোভ-২ দ্বারা সংক্রমণের পরেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারাই এটি প্রাণী

থেকে মানুষে 'হোস্ট' পরিবর্তন করে। উক্ত ভাইরাস দ্বারা রোগী আক্রান্ত হয়েছে কিনা সেটি প্রাথমিকভাবে জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপা লাগা ইত্যাদির মাধ্যমে জানা গেলেও "রিয়াল টাইম পলিমারেজ চেইন রি-অ্যাকশন" পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। এই সময় যে দুটি শব্দ সবচেয়ে বেশি আলোচিত তা হলো 'কোয়ারেন্টিন' আর 'আইসোলেশন'। কোয়ারেন্টিন মূলত এই ভাইরাসটির দৌরাত্ম্য ঠেকানোর একটি কৌশল। করোনা ভাইরাসটির সুপ্তিকাল ১৪ দিন অর্থাৎ ১৪ দিন পর্যন্ত কাউকে কোয়ারেন্টিন করে রাখলে যদি তার ভেতরে জীবাণু থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে তার উপসর্গ দেখা দিবে। আইসোলেশন হচ্ছে কারো মধ্যে জীবাণুর উপস্থিতি কিংবা উপসর্গ থাকলে তাকে আলাদা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই রোগে ৬% কঠিনভাবে অসুস্থ হয়, ১৪%-এর তীব্রভাবে উপসর্গ দেখা দেয় আর ৮০% এর মধ্যে হালকাভাবে উপসর্গ দেখা দেয়। বর্তমানে মনে করা হয়, সংক্রমণ মৃদু কিংবা তীব্র যাই হোক না কেন, কার্যকর ভ্যাকসিন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, কোয়ারেন্টিন এবং আইসোলেশনই এই মহামারি ঠেকানোর সব থেকে কার্যকর উপায়। পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ যেমন বহুকালের, সংক্রামক রোগের মহামারির ইতিহাসও সেরকম অনেক প্রাচীন। মহামারিগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অতীতের সব মহামারির সাথে করোনা ভাইরাস তথা এর থেকে সৃষ্ট কোভিড-১৯ রোগটির কিছু বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে, যেমন : ছড়িয়ে পড়ার গতি, সংক্রমণের ব্যাপকতা, বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে সংক্রমণ, দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়া। তাই অতীতের ভালো কিংবা খারাপ দুই ধরনের দৃষ্টান্তই হতে পারে বর্তমান সময়ের শিক্ষা, যা বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির অত্যাধুনিক পৃথিবীতে আমাদের জন্য হতে পারে পাথেয়। কোনো মহামারিই এক শ্রেণির পেশাজীবী দ্বারা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, জনসচেতনতা। করোনা ভাইরাস থমকে দিয়েছে পুরো পৃথিবীকে। এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে গেলে আমাদের সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বাড়াতে হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। একসময় পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিবে করোনা ভাইরাস তথা কোভিড-১৯; শঙ্কাহীন, নির্মল হবে আমাদের পৃথিবী।

করোনা ভাইরাসটির সুপ্তিকাল ১৪ দিন অর্থাৎ ১৪ দিন পর্যন্ত কাউকে কোয়ারেন্টিন করে রাখলে যদি তার ভেতরে জীবাণু থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে তার উপসর্গ দেখা দিবে।

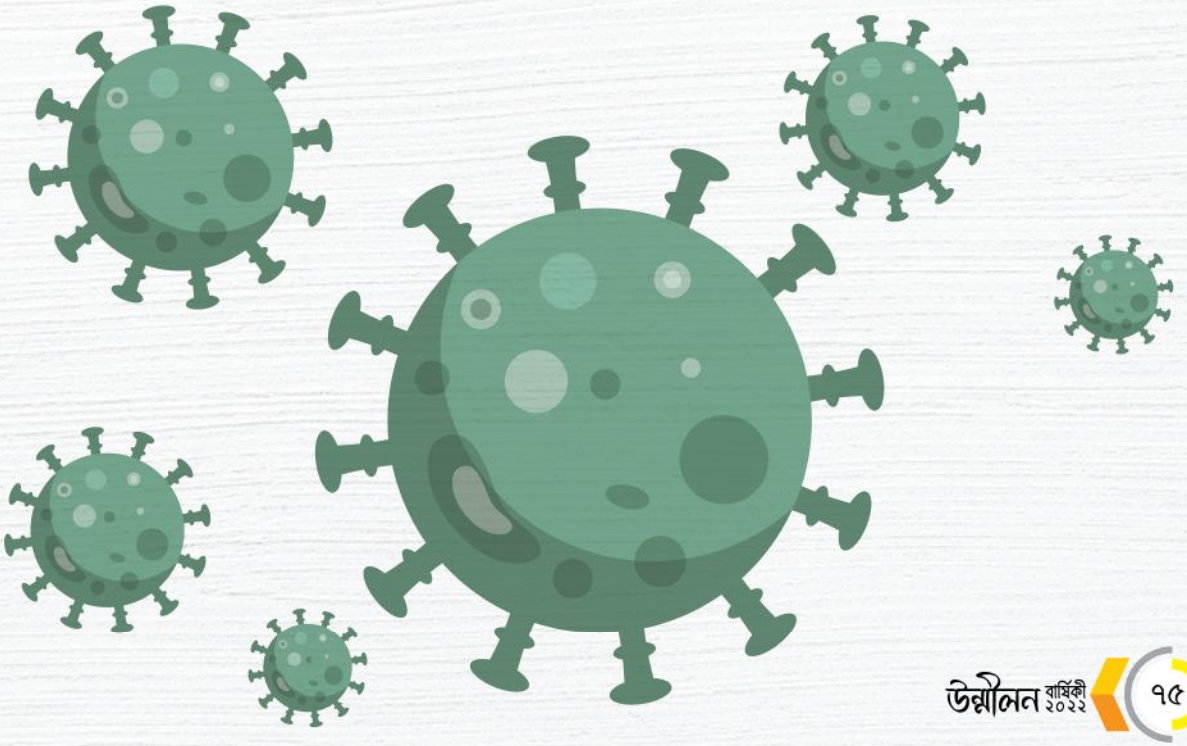

এম. এন. তামান্না
কাউন্সেলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট

মানসিক চাপ

চাপ তথা মানসিক চাপ কথাটি বহুল পরিচিত। আমরা সবাই মোটামুটি এই শব্দটির সাথে পরিচিত। এক এক জন এক একভাবে এই মানসিক চাপকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন। সহজভাবে বললে বলা যায়, কোনো পরিস্থিতিতে ব্যক্তির (বিবেচনায়) চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ব্যবধানের ফলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেটিই মানসিক চাপ।

চাহিদা ও জোগান এই শব্দ দুটি বোঝার চেষ্টা করি। ব্যক্তির এই চাহিদা কল্পনাপ্রসূতও হতে পারে; আবার বাস্তবও হতে পারে। একইভাবে জোগানও হতে পারে বাস্তব অথবা কল্পনাপ্রসূত। এই চাহিদা ও জোগানের কেন্দ্র হতে পারে শারীরিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও সামাজিক। যেমন ধরা যাক : দুই সপ্তাহ পরে আপনার পরীক্ষা। ফলে এখন আপনি মানসিক চাপে আছেন। এখানে আপনার চাহিদা কী? পরীক্ষায় ভালো করা, যাতে আপনার রেজাল্ট ভালো হয়। আর এই চাহিদার জন্য আপনার জোগান কী? নিজের প্রস্তুতি, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা, পরীক্ষার দিন সময়মতো উপস্থিত থাকা ইত্যাদি।

তাহলে আপনি চাপে কেন?

কারণ, আপনার মনে হচ্ছে, চাহিদা-অনুযায়ী আপনার জোগান পর্যাপ্ত নয়। হয়তো আপনার প্রস্তুতি ভালো না কিংবা শারীরিকভাবে সুস্থ নন।

আবার প্রস্তুতি ভালো থাকার পরেও আপনি যদি শুধু চিন্তা করেন যে, আপনার প্রস্তুতি খারাপ, আপনি চাপবোধ করবেন। অর্থাৎ আপনার জোগানের সত্যিই ঘাটতি থাকতে পারে। আবার হতে পারে সেই ঘাটতিটা আপনার কল্পনাপ্রসূত।

মজার বিষয় হলো, মানুষ যতটা চাপ অনুভব করে অর্থাৎ চাহিদা যোগানের যে-ব্যবধান বোধ করে, তার শতকরা ৮০-ভাগই কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবে তেমন কোনো ব্যবধান থাকে না।

চাপের অনুভূতি সবার জন্য সমান নয়। যেহেতু ব্যক্তির মূল্যায়ন বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে বিষয়টা কতখানি চাপমূলক, তাই ব্যক্তিবিশেষে চাপের প্রভাব ভিন্ন হয়। একই ঘটনায় হয়তো কেউ শান্ত থাকে আবার কেউ অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই কোনো ঘটনা আপনার কাছে খুব হালকা মনে হলেও, অন্যের কাছে সেটা মারাত্মক মনে হতে পারে। তার প্রতিক্রিয়াকে হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই।

চাপের উৎস বা কারণ : যেসব কারণে আমরা চাপবোধ করি :

১। চিন্তার বিভ্রাট বা ভুল
২। অযৌক্তিক বা অবাস্তব বিশ্বাস
৩। দক্ষতার ঘাটতি
৪। সক্ষমতার অভাব
৫। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা
৬। ব্যক্তিত্ব
৭। আকস্মিক দুর্ঘটনা
৮। দারিদ্র্য
৯। আকস্মিক ক্ষতি
১০। অতিরিক্ত কাজের বোঝা, ইত্যাদি।

মানসিক চাপ একটি চক্রাকারে কাজ করে। চক্রটি :

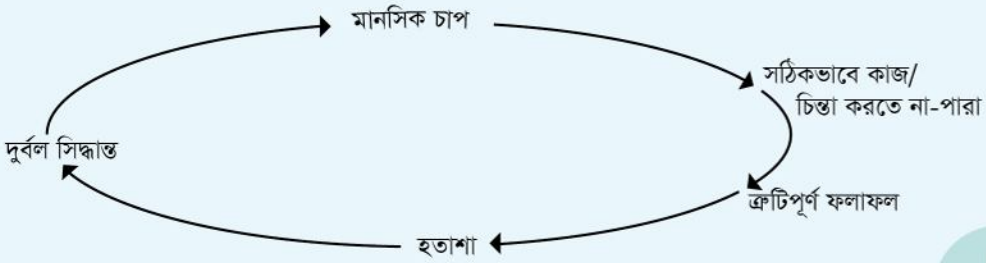

মানসিক চাপের দুষ্টচক্র

উপরের চক্রটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানসিক চাপের ফলে আমার কাজ বা কাজের ফলাফল খারাপ হচ্ছে; যা আমাকে আরও মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এটা চক্রাকারে ঘটতেই থাকছে।

তাই যখন আমরা মানসিকভাবে চাপ অনুভব করি তখন আমাদের উচিত এর কারণটা খুঁজে বের করা। তারপর সেই কারণটা বাস্তব নাকি কল্পনাপ্রসূত তা চিন্তা করা। যদি তা কল্পনাপ্রসূত হয় তাহলে বাস্তবতা চিন্তা করা। আর যদি তা বাস্তব হয় তাহলে তা সমাধানের জন্য একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট কারণে আপনি মানসিক চাপে আছেন তার সম্ভাব্য-বাস্তবধর্মী সমাধান খুঁজে বের করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা।

যদি মনে করেন আপনি সমাধান খুঁজে বের করতে পারছেন না তাহলে অবশ্যই একজন সাইকোলজিস্ট বা মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা নিতে পারেন। তিনি তার পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে আপনাকে সহায়তা করার চেষ্টা করবেন।

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকার জন্য শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও আবশ্যক। তাই শরীরের পাশাপাশি আপনার মনেরও যত্ন নিন।

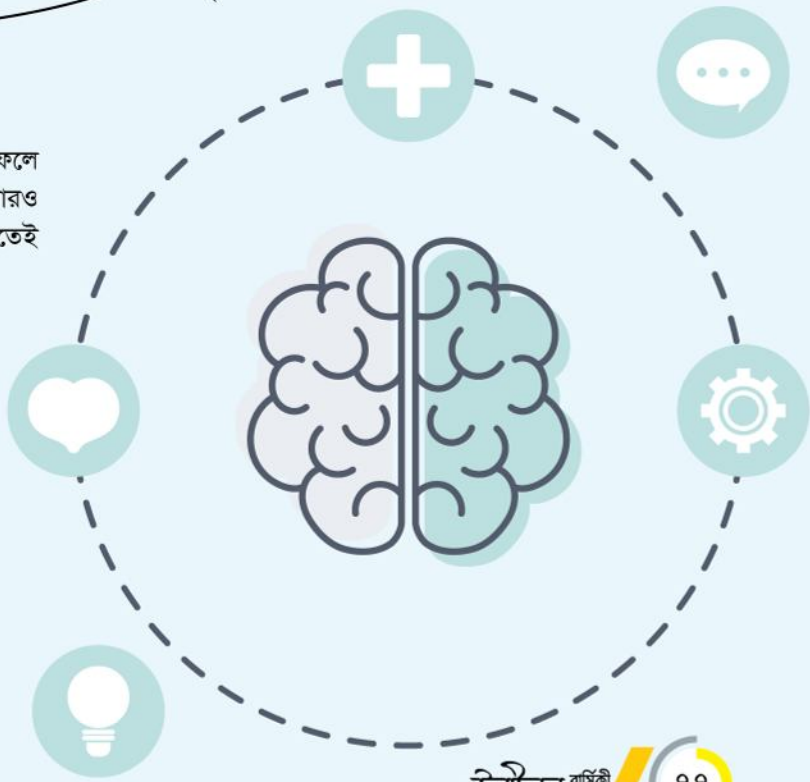

সিপিএসসিএম ভুল শুধরে দেওয়ার প্রতিষ্ঠান

বাদল কুমার দত্ত
অধ্যক্ষ, সরকারি শহিদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ

প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। 'ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী' নিয়ে কথা হয় আমাদের 'শহিদ স্মৃতি আদর্শ কলেজে'র ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. গোলাম রব্বানী স্যারের সাথে; সে সময় তাঁর ছেলে গোলাম ইসরাক চৌধুরী এই স্কুলের নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। গোলাম ইসরাক চৌধুরী তার শ্রেণিতে First boy ছিল। সে এসএসসি ২০০৮ সালে জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে এবং আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সমাপ্ত করে এবং বর্তমানে স্বাস্থ্য-ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছে। পরে আবার আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম স্যারের ছেলে মাহাথির এ.কে. মাহমুদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। সে ২০১০ খ্রি.-এ এসএসসি এবং ২০১২ খ্রি.-এ এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫.০০ পেয়ে পাশ করে। সে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড-অফিসার হিসেবে যোগদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত আছে। তাদের মুখ থেকে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং আন্তরিক পরিচর্যার কথা শুনি। আমার মেয়ে বর্ণি বিনতা দত্ত ২০১৭ খ্রি.-এ 'ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে' ভর্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কিন্তু সে অপেক্ষমাণ তালিকায় স্থান পায়। ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় তাকে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করি। ঐ স্কুলে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ সুন্দর ছিল না। কয়েকদিন পর সে ময়মনসিংহ বিভাগের বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মানসম্পন্ন স্কুল 'ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী'তে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় থাকা সম্মানিত সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ প্রতিনিয়ত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা ভালো করার সুযোগ পায়। অধ্যক্ষ মহোদয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় দূরদর্শী ও নির্দেশনামূলক সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে অর্জিত গুণগত মান ও ফলাফলে ময়মনসিংহ বিভাগে সিপিএসসিএম একটি অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করে আজ অবধি সুনাম ধরে রেখেছে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের অর্জিত জ্ঞান, মেধা ও দক্ষতা প্রতিনিয়ত তারা শ্রেণিকক্ষে বিলিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি তাঁরা বাড়ির কাজ দিয়ে তা সঠিকভাবে আদায় করে নিচ্ছেন। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি পাঠক্রমিক কার্যকর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনছে। আমার মেয়ে পিইসি-তে জিপিএ ৫.০০ এবং জেএসসি-তে জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান তার জীবনে ভুল শুধরে আলোর দিকে যাওয়ার কাজটি করছে। সে তার শ্রেণিতে সবসময় ভালো ফলাফল করে আসছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি। এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক, এই প্রত্যাশা করছি। পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

সময় উপযোগী প্রতিষ্ঠান
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

মুহাম্মদ মনজুরুল হাসান
সহকারী অধ্যাপক (ভূগোল ও পরিবেশ)
ঝাওলা গোপালপুর ডিগ্রি কলেজ
জামালপুর সদর, জামালপুর

এই তো সেদিন সকাল বেলায় আমরা বাড়ির আঙিনায় ছালা বিছিয়ে মিষ্টি রৌদ্রের আলোতে এবং রাতের বেলায় চেয়ার বিহীন টেবিল-বিছানায় বসে নিভু নিভু কুপির আলোই ছিল পড়াশুনার একমাত্র অবলম্বন। প্রায় এভাবেই ছাত্রজীবন শেষ করে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। শিক্ষকদের পাঠদানের মাধ্যমে রচিত হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সেতুবন্ধন। দেশের ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের এ যুগে মানসম্পন্ন ও সময় উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানের ভর্তির জন্য খুবই চিন্তিত ছিলাম। এরই মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ভর্তির সুযোগ আসে। সময়ের প্রবাহে ভর্তি যুদ্ধের এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। ভর্তি যুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার সন্তানকে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে কেন ভর্তি করলাম? কারণ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী-এর শিক্ষার্থীদের আড্ডায়, খেলার মাঠে, চলার পথে, ছুটির দিনে, অবসর সময়ে বা ট্রাফিক জ্যামে মুঠো ফোনের স্ক্রিনে বা ল্যাপটপে মনোযোগ সহকারে পাঠদান, সলিউশন ও পূর্বের জ্ঞান যাচাই কাজে ব্যস্ত দেখতে পাই।

আবার অনেক শিক্ষার্থী কাজের ফাঁকে রেস্টুরেন্টে চা বা নাস্তা খেতে খেতেই পরবর্তী ক্লাসের লেকচার, তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকরণ বিষয়াদি ডাউনলোড করে নিচ্ছে।

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী-এর নিয়মনীতি, অধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষকদের আন্তরিকতা, পাঠদানের পদ্ধতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, প্রেষণা সৃষ্টি ও প্রয়োগ, একাডেমিক ও সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ড আমাকে খুবই আকর্ষণ করেছিল। সন্তান যতক্ষণ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে অবস্থান করে, সেই সময়টুকু আমি ও আমার পরিবার টেনশন মুক্ত থাকতে পারি যা বর্তমান সময়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের জন্য খুবই উপযোগী।

কোভিড-১৯ এর সময়টুকু চারদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলেও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী-এর কার্যক্রমে আলোর ফোকাস ঠিকই পরিলক্ষিত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর মাঝে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল। সর্বাবস্থায় চালু ছিল ভার্চুয়াল পাঠদান। অনলাইনে জুম অ্যাপ ব্যবহার করে কৃত্রিম পাঠশালা যা অনেকটা শ্রেণিকক্ষের ক্লাস নেওয়ার মতো। শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবক ত্রি-মাত্রিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। আমি বেশ অভিভূত হয়েছি Google forms Apps ব্যবহার করে Online Awareness Test গ্রহণ দেখে।

আজ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর শিক্ষার্থীরা সোনালী আলোয় আলোকিত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ অবস্থান হতে কাজ করতে হবে। তবেই বাস্তবায়িত হবে বৃহত্তম ময়মনসিংহবাসীর বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন শিক্ষার সোনালি আলোয় আলোকিত মানুষ হওয়া।

স্মৃতি কথা

আমার সিপিএসসিএম

আব্দুর রাফি বিন ফারুক
ক্যাপ্টেন
৭৮তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্স

শেষবার যখন ৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে CPSCM এর UNIFORM টা খুলেছিলাম সেদিন এত গভীরভাবে ভাবতে পারি নাই যে আর কোনো দিন ইচ্ছা থাকলেও এই সাদা শার্ট, নেভি ব্লু প্যান্টটা পরে আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবো না।

আমার প্রিয় 'ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী'তে আমার যাত্রা শুরু ২০০৭ সালে ক্লাস থ্রি-তে। দেখতে দেখতেই দশটা বছর পার হয়ে গেল। ২০১৭-তে HSC দিয়ে কলেজ থেকে বের হই; পেছনে রেখে যাই হাজারো স্মৃতি। কলেজ থেকে এসেছি আজ ৫ বছর হলো। পেছনে তাকালে সব স্মৃতি সুমধুর। এখন আর ইচ্ছে হলেই ছুটে যেতে পারি না প্রিয় সেই ক্লাসরুমগুলোতে।

শেষবার মাত্র ২ মাস আগে ঘুরে সিপিএসসিএম গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। এখনো সেই অনুভূতিটাই কাজ করে যেটা ছিল আরও ৬/৭ বছর আগে। সন্তান যেমন যত বড়ই হোক বাবা-মার কাছে সবসময়ই স্নেহের, আমি ও যে CPSCM এর কাছে সেই Primary School এর Student রাফি। স্কুলের দেয়ালের রং পাল্টেছে ঠিকই কিন্তু আমার কাছে সব স্মৃতিই আগের মতো রঙিন।

CPSCM কে নিয়ে লেখতে বসে আমার মাথায় এখন হাজারো স্মৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা লেখবো নিজেই confused। মানুষ সবসময় তার প্রিয় ভালোবাসার জগৎটা সবাইকে জানাতে চায় আর জানানোর সময় হলেই তা আর গুছিয়ে বলতে পারে না। এখনো

যখন বোর্ডের পরীক্ষাগুলোর রেজাল্ট দেখি, আমার CPSCM এর সাফল্য দেখে হয়তো সব থেকে খুশি আমি হই। এমন একটা অনুভূতি কাজ করে যেন CPSCM এর সব ছোটো ভাই-বোনেরা আমার আপন ভাই-বোন।

প্রতিদিন স্কুলে এসে ব্যাগটা কোনোভাবে টেবিলে রেখেই মাঠে চলে যেতাম। তখন প্রতিদিন Assembly হতো। Assembly-র ঘণ্টা পড়লে এসেম্বলিতে যেতাম। ক্লাস করার পর টিফিন পিরিয়ডে আবার বাস্কেটবল গ্রাউন্ড-এ ছোট টেনিস বলে ফুটবল খেলতাম। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতাম। নবম শ্রেণি থেকে হাউসের সাথে অন্যান্য সহপাঠ-কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে যাই। খেলাধুলাসহ আমার সবকিছুর হাতেখড়ি CPSCM-এই। স্যাররা আমাকে যেভাবে পুল করেছেন আমি সারা জীবনই অনেক ঋণী থাকব তাঁদের কাছে। তাঁরা আমাকে একদম নিজ হাতে মানুষ করেছেন। CPSCM-এর অডিটোরিয়ামে আমার বিতর্ক বক্তৃতার হাতেখড়ি। যে আমিই Class 3 তে একদম ছোট শিশু ভর্তি হয়েছিলাম, Class 12 এ এসে সেই College এর Studentদের সামনে দাঁড়িয়ে Assembly-তে শপথ পাঠ করানো বা Auditorium-এ সবার সামনে speech দেওয়াটা সত্যিই গর্বের বিষয়। আমার অনেক প্রিয় একটা দিন ছিল যেদিন ২৩তম আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় CPSCM এর প্যারেড কমান্ডার ছিলাম।

আমার সবচেয়ে প্রিয় সময় ছিল Class 10-এ। স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়র ব্যাচ। স্যার, ম্যাডামদের শাসনের নামে সোহাগ। সব মিলিয়ে সময়টা অনেক মধুর ছিল। দেখতে দেখতে স্কুলের শেষ পর্যায় চলে এলো। কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় CPSCM-কে Choice list-এ ১ এ দিয়ে ভর্তি হলাম। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরলাম। আবার আমার comfort zone এ, The কলেজ life-এর সময়টা অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল। CPSCM এর শেষ কয়টা দিন পার করছিলাম। লেখাপড়াতে বেশি একটা মনোযোগী ছিলাম না। বাকি সবকিছুতে মোটামুটি Participate করতাম। যখন যাই করতাম স্যার-ম্যাডামদের Full Support পেতাম। এভাবে একদিন কলেজ জীবনটাও শেষ হয়ে গেল।

মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের Ex-Principal লে. কর্নেল শহীদুল হাসান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। স্মৃতিচারণের একটা মধুর Session চললো। কলেজ-জীবনের সময়টা একটু কঠিন ছিলো। দিনশেষে সব স্মৃতি সুমধুর।

১০ বছরের আমার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর স্মৃতিতে আছে অনেক পাওয়া না পাওয়ার গল্প। কিন্তু প্রাপ্তির খাতাটা অনেক ভারী। আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া স্যার, ম্যাডামদের ভালোবাসা। আর সাথে পেয়েছিলাম প্রাণপ্রিয় কিছু বন্ধু। এত বছর পরও যখন আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠানে যাই, স্যার, ম্যাডামরা এখনো সেই পুরনো Student-এর মতো পরম মমতায় কাছে টেনে নেন, এটা পুরোটাই নিরেট ভালোবাসা। আমি Student হিসেবে অনেক Weak ছিলাম। স্কুল-কলেজে কখনো Topper হতে পারি নাই; কোনোদিন প্রথম সারির দিকে যেতে পারি নাই। আজকে আমি যতদূর এসেছি, তাতে স্যার-ম্যাডামদের অবদান অনেক বেশি। যখনই কোনো সাহায্য চেয়েছি কেউ কোনোদিন আমাকে নিরাশ করেন নাই। CPSCM আমার কাছে আমার Second Home; যেন এর প্রত্যেকটা গাছ, ইট পাথরের দেয়াল আমার চেনা। Long Live my CPSCM.

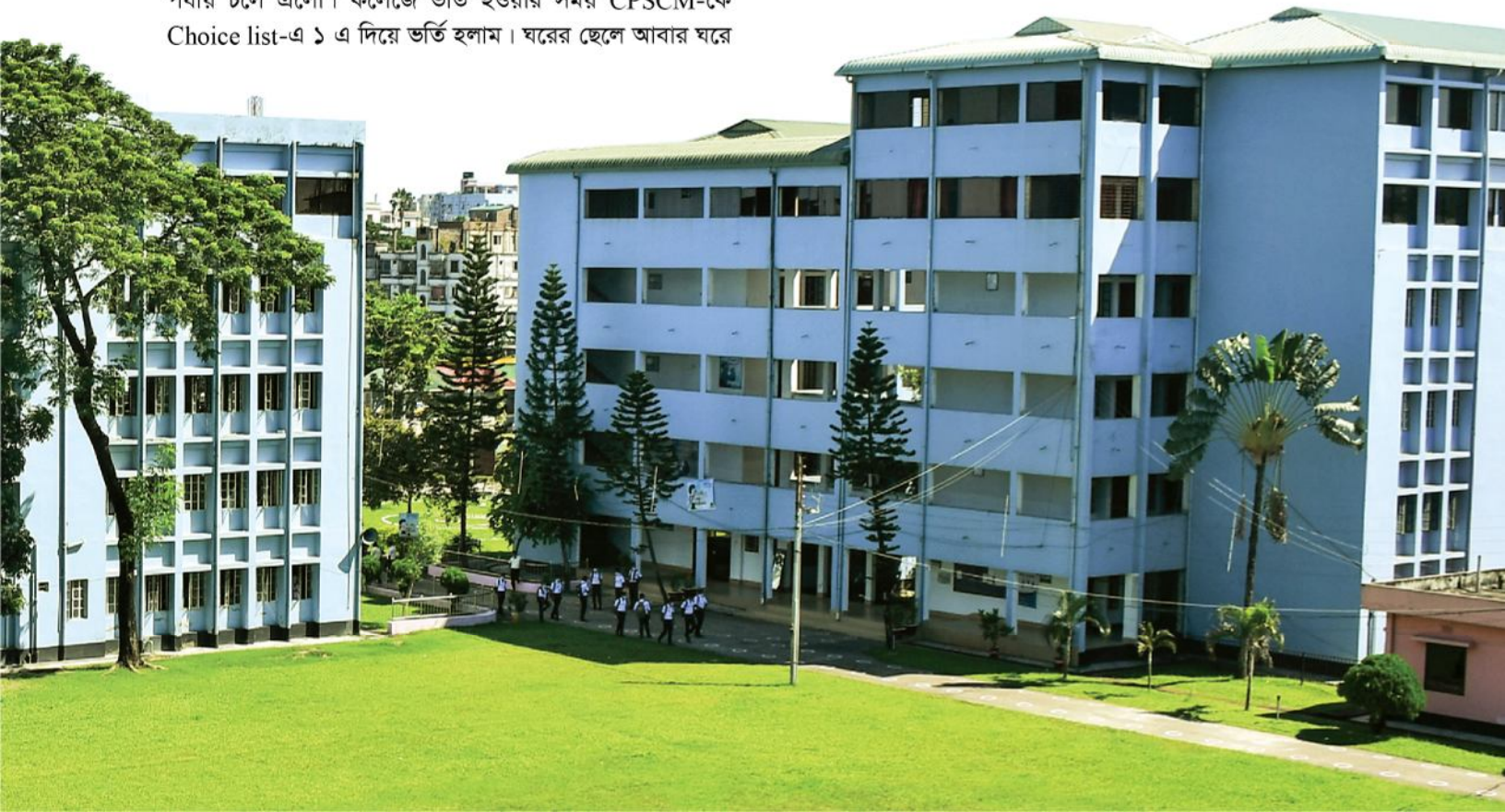

সিপিএসসিএম-এ আমার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

আশরাফুল আলম
শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের এইচএসসি ২০২০ ব্যাচের 'B' সেকশনের ছাত্র ছিলাম। আমার স্কুলজীবন কেটেছে আমার গ্রামেই। আমার বিদ্যালয়ের নাম চিথলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। আমার ছেলেবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়ার। ভালো লাগাটা বেড়ে যায় ভর্তি হবার পরে। এই কলেজের সবচেয়ে ভালো লাগে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের। তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে। আমার জীবনের প্রিয় শিক্ষকদের তালিকার অধিকাংশই কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। আমি সবসময় ক্লাসে নিয়মিত ছিলাম এবং টিচারদের লেকচার মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। এ রকম খুব কম হয়েছে যে, আমি প্রথম বেঞ্চে বসি নাই। ক্লাস লেকচার বুঝতে সমস্যা হলে আমি স্যার, মেমদের জিজ্ঞাসা করতাম। তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দিতেন এবং অনুপ্রাণিত করতেন। এই কাজগুলো রেগুলার করার ফলে আমার আর বাইরে বেশি প্রাইভেট পড়তে হয়নি। কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষায়; যেমন : মাসিক, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আমি সবসময় ভালো করার চেষ্টা করি এবং কোনো পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল না-হলে স্যার, মেমরা আমার ভুল ধরিয়ে দিতেন। আমি সেটা অনুসরণ করতাম। এছাড়াও আমি শিক্ষকদের সাথে আমার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোও শেয়ার করতাম এবং তাঁরা আমাকে প্রয়োজনীয় সমাধান দিতেন। আমি কলেজে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা; যেমন : রচনা প্রতিযোগিতা, গণিত অলিম্পিয়াড-এর নিয়মিত প্রতিযোগী ছিলাম। কলেজের ল্যাব-ক্লাসগুলোও অনেক সহায়ক ছিল। আমার এই কলেজের সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা, শেষ দিনের অভিজ্ঞতা, অনেক মিস করি আমার সহপাঠী সবাইকে, তারা সবাই অনেক হেল্পফুল ছিল। আমরা কলেজ-লাইব্রেরিতে বা ক্লাস রুমে গ্রুপ স্টাডি করতাম। শিক্ষকগণ রাতে বাসায় দেখতে আসতেন মাঝে মাঝে। এটা মনে হয় একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট কলেজেই হয়। খোঁজ-খবর নিতেন বাসায় গিয়ে শিক্ষকগণ— আমাদের লেখাপড়ার খবর, আর্থিকভাবে কোনো সমস্যা আছে কী না, নিরাপত্তাহীনতা বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা। এ দিকগুলো আমার ভালো লাগা আরো বাড়িয়ে দেয় কলেজের প্রতি। সর্বোপরি, কলেজ থেকে আমি যা পেয়েছি, আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। সবসময় মিস করি আমার প্রিয় কলেজ এবং কলেজের প্রিয় শিক্ষকদের।

একাত্তরের কিশোর যোদ্ধা

মাহজাসিন নওশিন আলম মীমা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : খ
রোল : ৩২৭

আমি বললাম গ্রামের লোকজন তো চলে যাচ্ছে, শুনেছিস তো? পলাশ বলল : আমরা কি কিছু করতে পারি না? আমি বললাম, ওরা নির্বিচারে মানুষ মারছে, আমরা কীই-বা করতে পারব? পলাশ বলল : আমাদের গ্রামের কয়েকজন যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

বেশ কয়েকদিন ধরে বিদ্যালয় বন্ধ। আশেপাশের লোকজনের মুখে শোনা : বিদ্যালয়টিতে নাকি মিলিটারিরা এসেছে। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু একসাথে প্রায় প্রতিদিন মাঠে খেলতে যেতাম; কিন্তু এখন মিলিটারির ভয়ে আর কেউ যায় না; কারণ মিলিটারিরা মাঝে মাঝে গ্রামের লোকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর হত্যা করছে। গ্রামের সবাই এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ তো গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। গ্রামটি প্রায় জনমানবহীন হয়ে পড়ছে। আমি আর আমার বন্ধু পলাশ এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি। পলাশ মিলিটারিদের গ্রাম থেকে তাড়াতে চায়। আমি বললাম, গ্রামের লোকজন তো চলে যাচ্ছে, শুনেছিস তো? পলাশ বলল, আমরা কি কিছু করতে পারি না? আমি বললাম, ওরা নির্বিচারে মানুষ মারছে, আমরা কীই-বা করতে পারব? পলাশ বলল, আমাদের গ্রামের কয়েকজন যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। চল, আমরা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করি। যদি গ্রামটা রক্ষা করতে পারি। এরপর কয়েকদিন পলাশের সাথে আমার আর দেখা হয়নি। বাবা বলল, আমাকে আমরা কালকে গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় চলে যাব। পরে যদি কখনো গ্রাম ঠিক হয় আসব। আমি গ্রাম ছেড়ে যেতে চাই না। কিন্তু আমাকে যেতেই হলো। যাওয়ার সময় পলাশের সাথে দেখা করতে তার বাড়ি গেলাম। পলাশের মা বললো, "বাবা, তুমি একটু বোঝাও। ও গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজি হচ্ছে না।" পলাশের সাথে কথা বললাম এবং বিদায় নিলাম। এটাই পলাশের সাথে আমার শেষ দেখা ছিল; সেটা পরে বুঝেছি। আমরা কলিকাতা চলে যাই। এরপর প্রায় ৬ মাস কেটে যায়। আস্তে আস্তে সকলেই ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে এসে শুনি পলাশ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। সে মিলিটারিদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সে শহিদ হয়েছে। পলাশের মা এখনো গ্রামেই। পলাশের মতো কিশোরদের আত্মত্যাগের ফলেই দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে এরকম অনেক পলাশই শহিদ হয়েছে। এরা হলো আমাদের একাত্তরের কিশোরযোদ্ধা।

এক ক্ষণজন্মা মহানায়কের জীবন

রিমা আক্তার রিমপি
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : খ, রোল : ৩১১

যাঁর ব্যক্তিত্ব হিমালয়শৃঙ্গের চাইতে উঁচু, যার হৃদয়ের বিশালতা আকাশ সমান, যাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা লোহার চাইতেও কঠিন এবং যাঁর প্রাণ এই সোনার দেশ। যাঁর শরীর এই সোনার মাটি, তিনি সেই মহানায়ক, যাঁর দেশপ্রেম পৃথিবীর যে-কোনো প্রবল আকাঙ্ক্ষার চাইতেও দৃঢ়, তাঁকে নিয়ে লেখার শুরু আছে শেষ নেই।

কদাচিৎ কিছু মানুষ আসেন, যাঁদের কাছে সময় পরাজিত, যাঁরা অতিক্রম করেন মহাকালকে। তাঁরা ইতিহাস নয় বরং প্রতি মুহূর্তের জন্য বর্তমান ঐ সুদূর আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকেন ভবিষ্যতের জন্য। তাঁরা আলোর দিশারি, আমরা তাঁদের পথের পথযাত্রী। তিনি এমন একজন মহানায়ক যাঁকে অনুকরণ তো দূরের কথা, অনুসরণ করাও অসম্ভব। তিনি অবিসংবাদিত নেতা। যাঁর জীবন মিশে যায় আনন্দলোকে আর মঙ্গলালোকে। হাজার বছরের এই বাঙালির ইতিহাস দীর্ঘ শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত। এই বঞ্চিত জাতিকে পরাধীনতার কারাগার ভেঙে একটি সোনালি স্বাধীনতা এনে দেয়ার চেষ্টায় যিনি সফল হয়েছেন। তিনি আমাদের জাতির পিতা, বঙ্গপিতা, বঙ্গবন্ধু। ৭ই মার্চের সেই ১৮ মিনিটের ভাষণ মুক্তিকামী বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। তাঁর বজ্রকণ্ঠ সেই দিন পড়ন্ত বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে এক উত্তাল জনসমুদ্রে এ দেশের স্বাধীনতার প্রস্তুতির ডাক দেন। রাজনীতির কবি সেদিন তাঁর বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ভাষণই ছিল বাঙালির মুক্তি ও জাতীয়তাবোধ জাগরণের এক মহাকাব্য। এই ভাষণ এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক দলিল। যাঁর ভাষণে এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণে উজ্জীবিত করে, এই অনুপ্রেরণার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হতে আপামর জনগণ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। এটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ, যার মাধ্যমে জন্ম নেয় একটি জাতি-রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

১৯,৮৬৪ দিনের এক জীবন। এ তো জীবন নয়, যেন এক

মহাকাব্য। ক্ষণজন্মা মহানায়করা বোধ হয় এ রকমই হন। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঘণ্টার সমান। অনন্তকালের জাগতিক সময় লুকিয়ে থাকে তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে। যারা সময়কে অতিক্রম করেন, সময় তাঁদের অনুসরণ করে চলে।

মধুমতির তীরঘেঁষা টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, ১৯২০ সালের, ১৭ মার্চ রাত ৮টায় হারিকেনের টিম টিম আলোয় জন্ম নেওয়া এক শিশু। কে জানত একদিন এই শিশু আলো দেখাবে পুরো জাতিকে!

উদার মানবতাবাদী সরলতায় কোমল অন্যদিকে কঠিন শপথে বলীয়ান, মানুষের কষ্ট-দুঃখ-বেদনায় যিনি কাতর, স্বাধীনতার মুক্তি আন্দোলনের দাবিতে তিনি ততখানিই অনড়, অচল এবং সাহসী। তাই এমন একজন মানুষকে নিয়ে লেখা সহজ নয়। যিনি বিশ্বাস করে ঠকতে দ্বিধা করেন না। যিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না, এ দেশের মানুষ তাঁকে খুন করতে পারে।

"নীতিহীন নেতা নিয়ে অগ্রসর হলে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কোনো দিন এক সঙ্গে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতেই নেই। তাতে দেশের সেবার চাইতে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।"
অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-২৭৩

যিনি লিখেছেন :
"নীতিহীন নেতা নিয়ে অগ্রসর হলে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কোনো দিন এক সঙ্গে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতেই নেই। তাতে দেশের সেবার চাইতে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।"
অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-২৭৩

তিনি লিখেছেন :
"বাংলাদেশ শুধু কিছু বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই সারা জীবন দুঃখ ভোগ করল। পাকিস্তান হওয়ার পরেও দালালি করার লোকের অভাব হলো না। যারা সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দিয়ে যাচ্ছে সামান্য লোভে। বাংলার আত্মরক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করেছে, তাদের বুকে গুলি করতে বা কারাগারে বন্দি করতে এই দেশে সেই বিশ্বাসঘাতকদের অভাব নেই। এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশ এত উর্বর; এখানে যেমন সোনার ফসল হয়, আবার পরগাছা আর আগাছাও বেশি জন্মে।"
কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-১১২

রাজনীতি নিয়ে, দেশের মানুষ নিয়ে, ভবিষ্যতের স্বপ্নের বাংলাদেশ নিয়ে এমন কঠিন ও বাস্তব আত্মচিন্তা যাঁর, তিনি তো একজনই; এই বাংলার মাটি ও আবহে তৈরি এক মানুষ, যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল বাংলা ও বাংলার মানুষের কল্যাণ; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এখনো আলোকবর্তিকা হয়ে শত শত কোটি মানুষের হৃদয়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে লেখার দুঃসাহস না থাকলেও তাঁকে জানানোর জন্য আছে শত কোটি শ্রদ্ধা। 'অনুভবে তুমি শেখ মুজিব।'

পদ্মাসেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার ও প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। এর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা যুক্ত হয়েছে। পদ্মাসেতু হচ্ছে পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু।

পুষ্পিতা রানী দাস
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৭৪

স্বপ্নের পদ্মাসেতু

পদ্মাসেতু আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। এক সময়ের স্বপ্নের পদ্মাসেতু এখন দৃষ্টিসীমায় দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে। পদ্মার তীর থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের সেই স্বপ্নের পদ্মাসেতুর বাস্তবরূপ। পদ্মাসেতু শুধু রড সিমেন্ট আর পাথরের সেতু নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে ১৭ কোটি মানুষের আবেগ। চ্যালেঞ্জকে জয় করার অদম্য স্পৃহা ও আগামীতে দেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনার হাতছানি। বাংলাদেশের দীর্ঘতম ও বহুমুখী এই পদ্মাসেতু কোনোরূপ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। এটা দেশের বৃহত্তম প্রকল্প এবং সর্ববৃহৎ সেতু।

১৯৯৮-৯৯ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মাসেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা যায় ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকায় প্রথম পদ্মাসেতু প্রকল্পটি অনুমোদন করে। ২০১১ সালে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। পরবর্তীতে নকশা পরিবর্তন, ভূমি অধিগ্রহণ, নদীশাসনের কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পদ্মাসেতু নির্মাণে মোট খরচ করা হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। পদ্মাসেতু প্রকল্পের সমীক্ষা হয় জাপানি সংস্থা জাইকার অর্থে। নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে। মূল প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতারা সরে যাওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়। এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন। রাষ্ট্রায়াত্ত অগ্রণী ব্যাংক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ডলার জোগান দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। পদ্মাসেতু প্রকল্পের অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদের সঙ্গে সরকারের তিক্ততার সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় সরকার এ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের সক্ষমতাকে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ সরকার।

পদ্মাসেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার ও প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। এর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর

জেলা যুক্ত হয়েছে। পদ্মাসেতু হচ্ছে পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। সেতুটি দ্বিতল বিশিষ্ট, সেতুটি নির্মিত হয়েছে কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে। সেতুর উপরের তলা দিয়ে চলছে বাস, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন আর নিচতলা দিয়ে চলছে ট্রেন। পদ্মাসেতুর পিলারের সংখ্যা ৬৬টি। এর মাধ্যমে ৪২টি পিলার পদ্মাবক্ষে বসানো হয়েছে আর বাকি ২৪টি পিলার উভয় পাড়ে দেড় কিলোমিটার করে ৩ কিলোমিটার সংযোগসেতুর জন্য করা হয়েছে। পদ্মাবক্ষে বসানো ৪২টি পিলারে ৬টি করে পাইল রয়েছে। তবে দুই পারের পিলার দুটিতে আরও ৬টি করে বেশি পাইলসহ মোট ১২টি পাইল বসানো হয়েছে। পাইলের সংখ্যা ২৬৪টি। সেতুর পিলারগুলো ১৫০ মিটার পরপর বসানো হয়েছে। প্রতিটি পিলার প্রায় ৭০ ফুট মাটির গভীরে গ্রোথিত হয়েছে।

২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাজিরা পাড়ে নদীশাসনের কাজের উদ্বোধন করেন। এরপর মাওয়া পাড়ে সুইচ টিপে পাইলিং কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় সেতুর মূল নির্মাণযজ্ঞ। স্বপ্নের এ-সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

সেতুনির্মাণ কাজে উদ্বোধনী দিনের সাক্ষী হতে ঢল নামে হাজারো মানুষের। তারা ছুটে আসেন শ্রীনগর, লৌহজং, কেরানীগঞ্জ, জাজিরা, গজারিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। উপস্থিত জনগণের চোখে-মুখে ছিল স্বপ্ন আর উচ্ছ্বাস।

অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০২২ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মাসেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ২৫ জুন বেলা পৌনে ১২টার দিকে সেতুর মাওয়া প্রান্তে প্রথম টোল প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ১২টার দিকে মাওয়া প্রান্তে একটি উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন। গাড়িযোগে সেতু পার হয়ে জাজিরা প্রান্তে আরেকটি উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা। পদ্মাসেতু উদ্বোধনের দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। পূর্বে যখন ফেরির মাধ্যমে পদ্মা নদী পার হতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগতো, এখন সেই নদী পার হতে মাত্র ৬ বা ৭ মিনিট সময় লাগবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪০০০ বর্গকিলোমিটার (১৭০০০ বর্গমিটার) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চল জুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এতে বলা হয়, এই সেতুর মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য সমৃদ্ধ হবে, পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে। দেশের এই অঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব গড়ে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত কমবে।

আরেক সমীক্ষাতে এশিয়া ব্যাংক (এডিবি) সেতুটি নির্মাণের ফলে দেশের আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে লক্ষণীয় অগ্রগতি হবে। এই সেতু চালু হওয়ার ফলে মানুষ ও পণ্য পরিবহণে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে।

এডিবির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই সেতুর মাধ্যমে শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রসারের লক্ষ্যে পুঁজির প্রবাহ বাড়বে, পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জন্য অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও স্থানীয় জনগণ রাজধানী ঢাকা যেতে পারবেন। সেতু নির্মাণের মাধ্যমে নদীর তীর সংরক্ষণের ফলে নদীভাঙন ও ভূমিক্ষয় কমবে। এডিবি-র মতে এই সেতুর ফলে দেশের জিডিপি ১.২% এবং আঞ্চলিক জিডিপি ৩.৫% বৃদ্ধি পাবে। ভারতের ইকোনমিক টাইমস-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, এই সেতুটি বাংলাদেশের জন্য গৌরবের এবং অর্থনীতির যুগান্তকারী ঘটনা, যা দেশটিকে মধ্যম-আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক আমেরিকান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স (এএসএমই)-এর মতে, ঢাকা-কলকাতা সংযোগ সড়কে অবস্থিত এই সেতুটি এশিয়ান হাইওয়ে এবং ইউরো-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। এছাড়া পদ্মাসেতুর অনুধাবনীয় কিছু অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরা হলো :

১. প্রতিবছর ১.৯% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে ১.২%।

৩. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ শক্তিশালী হবে। ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, জীবনমান বৃদ্ধি পাবে যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে।

৪. প্রায় ২ কোটির অধিক বেকারের কর্মসংস্থান ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫. পদ্মাসেতু ও উভয় পারের পর্যটন থেকেই প্রতিবছর কয়েকশ কোটি টাকা আয় হবে।

৬. ১৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ৯ হাজার হেক্টর জমি নদীভাঙন থেকে রেহাই পাবে। পাশাপাশি বন্যার কবল থেকে রেহাই পাবে কয়েক লক্ষ মানুষ।

৭. ৫০% ভরতুকি দিয়ে চালু রাখা হবে ফেরি-সার্ভিস। আদায়কৃত টোল সম্পূর্ণরূপে সরকার পাবে। ফলে প্রতিবছর সরকারের আয় বাড়বে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার।

৮. সেতুর উভয় পাশেই ব্যাপক হারে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ঘটবে যা অর্থনীতির চাকা সচল রাখবে।

এই সেতুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রথম কোনো সমন্বিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সেতু চালু হওয়ার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবন পাল্টে যাবে। কোনো বিনিয়োগের ১২% রেট অব রিটার্ন হলে সেটি আদর্শ বিবেচনা করা হয়। পদ্মাসেতু চালু হওয়ার ফলে বিনিয়োগের ১৯ শতাংশ উঠে আসবে। ২০৩৫-৪০ সালে বাংলাদেশ যে উন্নত দেশে পরিণত হবে, সে ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে আমাদের এই পদ্মাসেতু।

বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে ২০১৫ সালে পদ্মাসেতুর কাজ শুরু হয়ে ২০২২ সালে তা সম্পন্ন হয়ে আমাদের স্বপ্নের পদ্মাসেতু বাস্তবে রূপ পেয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নের এই সেতু বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সক্ষমতাকে তুলে ধরেছে। জয়তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কৌতুক কিংবা ক্ষণিক আনন্দ আমাদের মানসিক আনন্দ ফিরিয়ে আনে, মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। প্রাণ খুলে হাসো, শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে অন্তত ৪৫ মিনিটের জন্য।

সুস্থতার জন্য হাসি

শাদমান সাকিব
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ০১

হাসি হচ্ছে সুখ, আনন্দ ও সুস্থতার প্রতীক। হাঁচি কিংবা কাশির শব্দ শুনলে যেমন আমরা বুঝতে পারি অসুস্থতা, তেমনি হাস্যরসের আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝি সুখ ও সুস্থতা। হাসি প্রাকৃতিক, হাসি স্বাভাবিক। রাতে চাঁদের স্নিগ্ধ হাসিতে মেতে ওঠে পৃথিবী। ফুলের হাসি, বাতাসের মৃদুমন্দ শিহরণ, বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, নদীর কলকল ধ্বনি সব মিলিয়ে আমাদের আনন্দের অনুভূতিকে মুগ্ধ করে প্রকৃতি। তাই বলছিলাম, প্রকৃতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হাসি। তাই কবির ভাষায় :

হাসতে নাকি জানে না কেউ
কে বলেছে ভাই,
এই শোননা কত হাসির
খবর বলে যাই-
খোকন হাসে ফোকলা দাঁতে,
চাঁদ হাসে তার সাথে সাথে,
কাজল বিলে শাপলা হাসে,
হাসে সবুজ ঘাস,
খলসে মাছের হাসি দেখে,
হাসেন পাতিহাঁস...

হ্যাঁ, প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় সার্বক্ষণিক বিরাজ করে আনন্দ। কিন্তু জীবনযুদ্ধে নাগরিক ব্যস্ততায় সাফল্যের প্রতিযোগিতায় আমরা হারিয়ে ফেলি সে আনন্দ। ফুলের সুগন্ধ নেওয়ার সময় নেই আমাদের, পাখির গান শোনার সময় কই? আমরা দ্রুত ধাবিত হচ্ছি ফাস্টফুডের প্রতি, ওয়ান স্টপ শপিং মল কিংবা ই-ব্যাংকিংয়ের দিকে। ফলে আমাদের জীবন থেকে

ছন্দ হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে আনন্দ। দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ছি আমরা। তাই আমাদের এখন আবার ফিরে যেতে হবে হাসির কাছে।

মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিন ইন বাল্টিমোর-এর গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, রোগ-নিরাময়ে হাসি উপকারী। ক্যালিফোর্নিয়ার লোমলিন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা দেখিয়েছে, হাসির মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ডা. মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসাবিজ্ঞানী দীর্ঘদিন গবেষণা করে হাসির সাথে রক্তনালির সুস্থতার সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৩০০ ব্যক্তি। তারা দেখেছেন, হৃদ্‌রোগে-আক্রান্ত ব্যক্তির উৎফুল্ল হওয়ার প্রবণতা পায় ৪০-শতাংশ কম। বিষণ্নতা এদের রক্তপ্রবাহকে প্রায় ৩৫-শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর হাসলে রক্তপ্রবাহ ২২% বৃদ্ধি (Vasodilation) পায় এবং এন্ডোথেলিয়াম সুদৃঢ় হয়। ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট সেন্টার অব আমেরিকা (CTCA)-র ন্যাশনাল ডিরেক্টর ডা. ক্যাথরিন পুকেট মিড-ওয়েস্টনি রিজিওনাল মেডিক্যাল সেন্টারে প্রচলিত অ্যান্টি ক্যান্সার চিকিৎসার পাশাপাশি 'Laughter Therepy' প্রয়োগ করে বিস্ময়কর ফলাফল পেয়েছেন। শুধু Jokes বা কৌতুকপূর্ণ মুভি দেখা নয়; তিনি প্রচলন করেছেন কিছু হাস্যকর (!) শারীরিক কসরতের (Laughter Exercise)। এতে ক্যান্সার-রোগী ও তার স্বজনেরা অংশগ্রহণ করে আনন্দদায়ক অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হাসি ক্যান্সার সারাতে পারবে না বটে কিন্তু জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিবে, জীবনযাপন সহজ করে তুলবে। বিষণ্নতা, ব্যথা এবং মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিরোধে হাসির জুড়ি নেই।

কৌতুক কিংবা ক্ষণিক আনন্দ আমাদের মানসিক আনন্দ ফিরিয়ে আনে, মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। প্রাণ খুলে হাসো, শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে অন্তত ৪৫ মিনিটের জন্য। একটি বিখ্যাত ইংরেজি উক্তি আছে এমন যে 'A clown is like an aspirin, only he works twice as fast.' আমরা যখন হাসি তখন আমাদের শরীর রিল্যাক্স হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, আনন্দময় হাসির সাথে সাথে শরীরে এন্ডোরফিন (Endorphin) ও সেরোটনিন (Serotonin) নিঃসরণ হয়। আর Endorphin-কে বলা হয় Natural Pain Killer।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১০০ বার হাসি হলো ১০ মিনিট নৌকা চালানো কিংবা ১৫ মিনিট সাইকেল চালানোর সমান শারীরিক কসরত। এতে রক্তচাপ কমে যায় বটে কিন্তু শারীরিক সঞ্চালনের কারণে সবখানে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, রক্তে সংযুক্ত হয় বেশি পরিমাণ অক্সিজেন। হাসিতে ডায়াফ্রাম, পেটের ও রেসপিরেটরি মাংসপেশিসমূহ এবং মুখ, এমনকি পা কিংবা পিঠের মাংসপেশির চমৎকার ব্যায়াম হয়। এজন্য উচ্চহাসির পর আমরা খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং হাঁপাতে থাকি। এ ছাড়া হাসি স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়, হার্ট-অ্যাটাকের আশঙ্কা কমায়। আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বিরাট ভাবে। হাসির জানালা দিয়ে উড়ে যায় যে-কোনো চাপ-ক্ষোভ, রোগ-দুঃখ কিংবা গ্লানি যা হয়তো বড় কোনো মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারতো। আসলে হাসি হচ্ছে একটা 'অ্যারোবিক' শরীরচর্চা; এতে ওজন কমার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তাই বলা যায়, হাসি শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক ঔষধ। বিনা খরচে হাসি রোগমুক্তি দেয়। এর জন্য তোমার কোনো জিমে যাওয়ার দরকার নেই। দরকার নেই কোনো প্রশিক্ষণের। হাসি আমাদের জন্মগত প্রবৃত্তি। নবজাতক শিশু জন্মের প্রথম সপ্তাহেই হাসতে শুরু করে এবং প্রথম মাসেই সশব্দে হাসতে পারে। বড় হতে হতে গাম্ভীর্য এসে ভর করে আমাদের ওপর। তাই হাসি শিখতে হলে, প্রাণ খুলে হাসতে হলে তাকাতে হবে শিশুদের দিকে। তাদের দুনিয়া আনন্দময়। তুচ্ছ কারণেও তারা হাসতে পারে। হাসার জন্য তাদের কোনো লজিক লাগে না। তাই এসো। আমরা বেশি বেশি হাসি; হাসতে হাসতে জীবনকে আনন্দময় করে তুলি আর সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে তুলি।

নিঃস্ব

মোহাম্মদ আইয়ান
শ্রেণি : ৭ম, শাখা : চ, রোল : ২৯২

রফিক মিয়ার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ঢাকা শহরে একটি সরকারি স্কুলের সামনে ঝালমুড়ি বিক্রি করে পাঁচ বছর ধরে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটির সময় তার কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনে খেতো। এভাবেই কোনোমতে চলত তার সংসার। কিন্তু হঠাৎ করে চীনের উহান থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে কোভিড-১৯ নামের মহামারি। বাংলাদেশও বাদ গেল না। ফলে বন্ধ হয়ে যায় সকল ছোটো-খাটো ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এক পর্যায়ে দেশে দেয়া হয় লকডাউন। তার উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। কাজ নেই; তাই তার পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে থাকেন। কোনো কাজ পাওয়ার আশায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ান তিনি।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববদ্যালয়ে বৃত্তিসহ পড়ালেখার সুযোগ পায় রাতুল। পরিবারের সবাই মহাখুশি। খুব শীঘ্রই তার দূতাবাস থেকে 'ভিসা' নিয়ে আমেরিকা-র উদ্দেশে রওনা হবার কথা। হঠাৎ কোভিড-১৯-এর কারণে সব ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সে রাগে ও দুঃখে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। এদিকে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। তারপর সব স্বপ্নের সমাপ্তি...।

এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কেরানি-পদে চাকুরি করেন রহমত সাহেব। ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। সীমিত আয় থাকলেও সুখের কোনো কমতি ছিল না। হঠাৎ একদিন বাসায় ফেরেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ায় ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রিপোর্ট আসে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত তিনি। তিনদিনের মাথায় তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান না-ফেরার দেশে। তাঁর স্ত্রীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

স্বামীর-দেওয়া নাকফুলটি বিক্রি করে কিছু মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনে রাজধানীর ফার্মগেট-এলাকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রহমতের ছেলেটি...।

প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তার ধারে বসে আছে রফিক মিয়া। তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল বিধ্বস্ত তরুণ রাতুল। হঠাৎ এক কিশোরের গলার আওয়াজ শোনা গেল : "স্যার, কিছু-একটা দয়া করে নেন। আজ সারাদিন কোনো বিক্রি হয় নাই।"

তাদের তিনজনের চোখেই কষ্টের জল। হঠাৎ নেমে এল ঝুম বৃষ্টি। তাই তাদের চোখের জল বোঝার উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-মহামারির ফল এটি। সব মিলিয়ে আজ তাদের পরিচয় "নিঃস্ব"।

অমর বাতিঘর

মমতাজ আফরিন
শ্রেণি : ৯ম, শাখা : খ, রোল : ১৪

'পিতৃপুরুষের গল্প' হারুন হাবীবের লেখা চমৎকার একটি ছোটো গল্প। ৭ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত এই গল্প পাঠের মধ্য দিয়েই সুমনা বাঙালির পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা লাভ করেছে। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়, একদেশের সাথে আরেক দেশের, মানুষের লোভ-লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় রাজা, কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য, সব অন্যায়-অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ কেনো সাধারণ যুদ্ধ নয়। পাঠ্যবই আর শিক্ষক কবির স্যারের আবেগ আর দরদ-মেশানো কণ্ঠে বর্ণনা করা সেই কথাগুলো এখনো যেন কানে বাজে সুমনার। সুমনা এখনো যেন শুনতে পায় স্যারের সেই কথাগুলো। স্যার বলেছিলেন, যে জাতি তার পিতৃপুরুষের গল্প জানে না সে জাতি কখনো মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখে না। এরপর থেকে সুমনা মাঝে মাঝেই স্যারকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে অনুরোধ করতো। স্যারও যেনো পেয়ে গেলেন তাঁর যোগ্য শিষ্যকে। একদিন স্যার সুমনাকে মুনীর চৌধুরীর লেখা 'কবর' নাটকটি পড়তে দিলেন। প্রথমে অত ভালো না-বুঝলেও সুমনা এতটুকু বুঝতে পারলো এটাও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা। সুমনা কবির স্যারকে জিজ্ঞাসা করলো, স্যার লেখক মুনীর চৌধুরীর বয়স এখন কত বছর? ছাত্রীর এমন কথায় কবির স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যতিমান অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী-হত্যাকাণ্ডের অন্যতম একজন শিকার। 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' কথাটা সুমনার কাছে একটা নতুন শব্দ বলে মনে হয়। স্যার "বুদ্ধিজীবী" মানে কী? ছাত্রীর এমন প্রশ্নের সহসা কোনো উত্তর কবির স্যার দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। এরপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক; জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকরা কলমের মাধ্যমে, শিল্পীরা গানের সুরে, শিক্ষকরা শিক্ষালয়ে পাঠদান, চিকিৎসকগণ চিকিৎসা, প্রকৌশলীরা প্রকৌশল এবং রাজনীতিবিদরা রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে।' একটি জাতিকে নির্বীজ ও নির্জীব করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী-শূন্য করে দেওয়া। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ হতে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে চলে দ্রুত গতিতে। একটু থেমে কবির স্যার আরো বললেন, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হলেও ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। যে সব বাঙালি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র, নাটক ও সঙ্গীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং এর ফলে দখলদার-পাকিস্তানি বাহিনী কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে শহিদ বা ঐ সময়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁরা শহিদ বুদ্ধিজীবী। এজন্য আমরা ১৪ ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে' বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করি। শহিদ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের জ্ঞান আর প্রজ্ঞার আলো রেখে গেছেন। তাঁদের রেখে যাওয়া কৃতকর্ম যুগে যুগে আমাদের পথ দেখাবে, আমাদের অন্ধকার পথে আলো দেখাবে। আমরা যাতে উদ্‌ভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট না-হই সেজন্য তাঁরা আমাদের আলো হাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ দেখান। তাঁরা আমাদের আলোর ঘর, তাঁরা আমাদের বাতিঘর। স্যারের মুখে একটানা এতগুলো কথা শুনে সুমনা অবাক হয়ে যায়। তাঁরা হলেন বাতিঘর। অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে, অমর বাতিঘর।

অমর একুশে বই মেলা ২০২২

এস.এম. যায়ান জামান
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : ক, রোল : ২৭৪

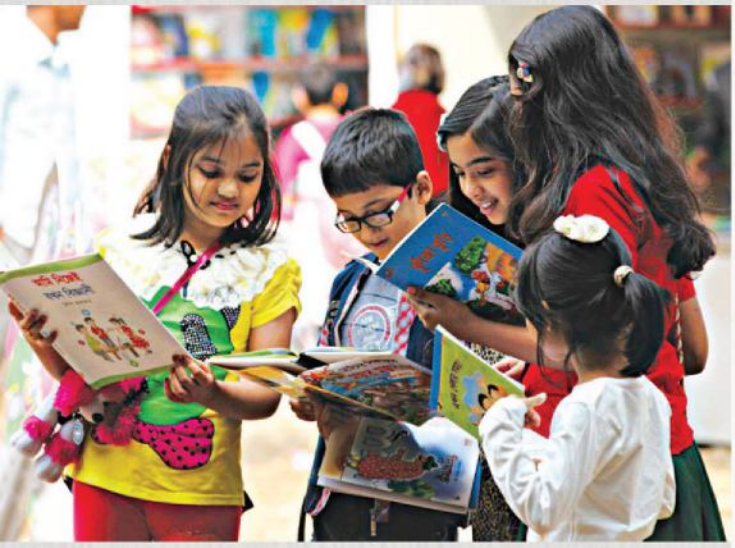

'নভেল করোনা ভাইরাস মহামারি'র কারণে অমর একুশে বইমেলা-২০২২ এবার ১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে শুরু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি, যা শেষ হয় ১৫ মার্চ-এ। ১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আমি বাবার সাথে 'অমর একুশে বই মেলা'য় যাই। বইমেলা প্রাঙ্গণ হচ্ছে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে ঢাকার শাহবাগ মোড় থেকে আমি আর বাবা হেঁটে হেঁটে বইমেলায় যাই। যেতে যেতে আমি বাবার কাছে জানতে চাইলাম, বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসে হয় কেন? বাবা তখন বললেন, ১৯৭২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের দিনে বাংলা একাডেমির গেটের সামনে চট বিছিয়ে বইবিক্রি শুরু করেন 'মুক্তধারা প্রকাশনী'র মালিক চিত্তরঞ্জন সাহা। পরবর্তীকালে তাঁর সাথে অনেকেই যোগ দেন। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে বইমেলার সাথে সম্পৃক্ত করেন। পরের বছর 'বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি' এই মেলার সাথে যোগ দেয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মনজুরে মওলা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' নামে এই মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি নিলেও সূচনা হয় পরের বছর। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের মাসজুড়েই সাধারণত হয় এই বইমেলা; যা বাঙালির মননের মেলায় পরিণত হয়েছে।

বাবা আরো বললেন, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জায়গাজুড়ে বইমেলা-২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের বইমেলাতে প্রায় ৫৪০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান উপস্থিত হয়েছে। বইমেলাতে প্রবেশপথ ৬টি। এবারের বইমেলায় প্রতিপাদ্য বিষয় : 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'। বইমেলা খোলা থাকে প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। ছুটির দিন খোলা থাকে সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।

করোনার কারণে এবারের বইমেলায় মাস্ক পরে ও ভ্যাকসিন কার্ড সাথে নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে সবাইকে। গেটের সামনে অনেক ভিড়। ভিড় ঠেলে আমি আর বাবা ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে ঢোকার সময় গেটে একদল স্বেচ্ছাসেবক সবাইকে হাত সেনিটাইজ করে দিচ্ছে। ঢাকার বইমেলায় এই প্রথম এলাম আমি।

বইমেলার ভেতরে গিয়ে দেখি অনেক বইয়ের স্টল, যা আমি জীবনে প্রথম দেখছি আর অবাক হচ্ছি। বাবা একটি স্টলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বয়সি ছেলেমেয়েদের বইয়ের স্টলগুলো কোন্ দিকে? তারপর তারা পথ দেখিয়ে দিলে আমরা গেলাম একটি স্টলে। সেই স্টলে কিছু বই দেখলাম, কিন্তু আমার মনের মতো বই পেলাম না। এভাবে কয়েকটি স্টল ঘুরলাম। এর মাঝে আমি কিছু ছবি তুললাম। তারপর গেলাম, 'সময় প্রকাশনী'-তে। সেখান থেকে একটি বই কিনলাম। বইটির নাম 'ক্রিকেট পাগল গেছো ভূতের বাচ্চা'; বইটি লিখেছেন নিশাত সুলতানা। ঢাকার 'অমর একুশে বই মেলায়' কেনা এটি আমার প্রথম গল্পের বই। তারপর

গেলাম মিজান পাবলিশার্স প্রকাশনীতে। সেখান থেকে কিনলাম 'এক যে ছিল টুনি' গল্পের বইটি। এই বইটি লিখেছেন ইমদাদুল হক মিলন। তারপরে আরো কিছু প্রকাশনীতে গেলাম। অনন্যা প্রকাশনী থেকে কিনলাম 'ইচ্ছাপূরণ' বইটি। এটি লিখেছেন মোহাম্মদ জাফর ইকবাল। সেখান থেকে আরেকটি বই কিনলাম। বইটির নাম 'পাঁচ ভাষা শহিদের কথা'। এই গল্পের বইটি লিখেছেন শাহিন রেজা। তারপর সেখান থেকে গেলাম 'পাঞ্জেরী পাবলিকেশনে'। সেখান থেকে কিনলাম 'রবিনসন ক্রুসো' নামের বইটি। বইটির মূল লেখক ড্যানিয়েল ডিফো; রূপান্তর করেছেন তপন শাহেদ। তারপর গেলাম আমার প্রিয় প্রকাশনী 'প্রথমা'-তে। সেখান থেকে কিনলাম 'গোয়েন্দা গুড্ডুবুড়া'। সেখান থেকে আরও একটি বই কিনলাম। বইটির নাম 'তিন কিশোরের দুঃসাহসিক অভিযান'। দুইটি বইয়েরই লেখক আনিসুল হক। এছাড়াও আমি আরও কিছু বই কিনি।

বইমেলা দেখতে গিয়ে স্বাধীনতা স্তম্ভ দেখা হয়ে যায় আমার। এটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণ এখানে প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে নির্মিত এটি একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এটি মাটি থেকে কিছুটা উপরিভাগে নির্মিত একটি স্তম্ভ। স্তম্ভটি কাচ দিয়ে তৈরি। সন্ধ্যার পর এটি আলোকস্তম্ভে পরিণত হয়। স্তম্ভের চারপাশে রয়েছে কৃত্রিম লেক। বাবা বললেন, স্বাধীনতা-স্তম্ভের স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী ও মেরিনা তাবাসসুম। বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে যাই, তখন স্বাধীনতা-স্তম্ভের লেকের সামনে বসে আমি আর বাবা বিশ্রাম নিই।

তারপর আমার পানির পিপাসা লাগে। 'বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং' মেলায় আগত সকলের জন্য সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা করেছে। সেখান থেকে আমি আর বাবা পানি পান করলাম।

তারপর আমি একটি স্টল দেখলাম, স্টলটি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। সেখানে তারা প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র শিশুদের জন্য বই গ্রহণ করছে, যা তারা বিনামূল্যে তাদের মাঝে দান করবে। আমি তখন বাবাকে বললাম, আমি একটি বই দিতে চাই। বাবা তখন আমাকে নিয়ে একটি বইয়ের দোকানে যান। আমি একটি বই কিনে সেখানে দিলাম। তারা আমাকে সেজন্য একটি সার্টিফিকেট দিলো।

প্রায় তিন ঘণ্টার মতো বইমেলায় ছিলাম। কীভাবে যে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। শুধু হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বইমেলা থেকে বের হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, প্রতিবছরেই যদি আসতে পারতাম কতই না ভালো লাগতো। এভাবেই আমার শেষ হলো ২০২২-এর অমর একুশে বইমেলা দেখা। দিনটি আমার খুবই ভালো কেটেছে এবং এই দিনটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অ্যাসাইনমেন্ট যুদ্ধ

মিফতাহুল জান্নাত নুন
শ্রেণি : ১০ম, শাখা : চ, রোল : ৭৬

সাল ২০২০, পুরো পৃথিবীতে চলছে যুদ্ধ। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের মতো এবার শুধু সৈনিকগণ শত্রুর সাথে মোকাবেলা করেনি, প্রত্যেকটি মানুষ লড়েছে এই যুদ্ধে। এবারের যুদ্ধ আরো ভয়ংকর, আরো বেদনাদায়ক; কারণ এবারের যুদ্ধ এক অজানা শত্রুর সাথে; নাম তার 'কোভিড-১৯'। যুদ্ধ চলাকালে আমি পরিচিত হচ্ছি প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুন নামের সাথে, নতুন আতঙ্কের সাথে, নতুন অস্ত্রের সাথে; যা আমাকে যুদ্ধে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। আইসোলেশন, মাস্ক, পিপিই, স্যানিটাইজার, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদিও এগুলোর ব্যবহার বহু আগে থেকে চলে এসেছে, তবুও আমার মতো জনসাধারণের কাছে এই শব্দগুলো অনেকটাই নতুন। এভাবে ২০২০ চলতে চলতে আমার সামনে এলো আরো দুটি নতুন (কিন্তু নতুন নয়) শব্দ। এক 'অনলাইন ক্লাস ও দ্বিতীয়ত 'অ্যাসাইনমেন্ট'। অনলাইন ক্লাসের সাথে খাপ খেতে খেতে যখন 'অ্যাসাইনমেন্ট' নামক বস্তু আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, তখন ব্যাপারটা ফিজিক্সের ৮ম অধ্যায়ের মতো লাগলো। একদম পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেল। যতই এর সম্পর্কে শুনতে থাকলাম, দেখলাম ততোই এটা হাজারো প্রশ্নের পাহাড়ে পরিণত হলো। 'এটা আবার কী', 'কীভাবে করে, বাড়ির কাজের আপডেটেট ভার্সন নাকি', 'করোনার মধ্যে কীভাবে জমা নিবে' এমন অসংখ্য প্রশ্ন সৌরজগতের ৮টি গ্রহের মতো মাথায় ঘুরছিল। স্যার-ম্যাডামদের আশীর্বাদে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। কিন্তু, যখন দিলেন ১ম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট, তখন বিষয়বস্তু দেখে নিজেকে দিশেহারা পথিক মনে হচ্ছিল, যেন ক্লাস ওয়ান-এর বাচ্চাকে ক্লাস ফাইভের অঙ্ক করতে বলা হয়েছে। এই যে, অ্যাসাইমেন্টের উত্তর কীভাবে, কোত্থেকে লিখব তা নিয়ে আবার প্রশ্নের ঝুলি তৈরি হলো। একটু ঘাঁটা-ঘাঁটির পর স্যার ম্যাডামদের কাছ থেকে অনেক উপায় আর উত্তর পেলাম। আর ইন্টারনেটে সার্চ দেওয়ার পর তো পুরো উত্তর আসার দরজা খোলা। অ্যাসাইমেন্টকে প্রথমে যুদ্ধ ভাবার পর যখন দেখি, এভাবে প্রাণ বাঁচানো যে এতো সহজ তখন শরীরের প্রতিটি লোম যেন নাচতে শুরু করলো। আমার কাছে 'ইন্টারনেট' নামক অস্ত্র আছে; আমায় আটকায় কে? এই যে এভাবেই কয়েক সপ্তাহ হুবহু কপি করে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলাম। রাজা রাজা ভাব; আমরা সবই পারি। কিন্তু কাহিনি এখানেই শেষ নয়, যখন দেখলাম, ইন্টারনেটে ভুল উত্তর

দেওয়া তখন মনে হচ্ছিল আমি বিশ্বসেরা বোকা। ইশ! বোকামি, আলসেমি না করে একটু নিজে লিখলে কতো ভালোই না হতো। সেইদিনের পর থেকে আর গুগলের উত্তর হুবহু লিখিনি, তবে হ্যাঁ, কীভাবে উত্তর লিখতে হয় তা দেখেছি, এখনও দেখি। অ্যাসাইনমেন্ট লেখার কথা যদি বলতে যাই, তবে এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট যুদ্ধের প্রথম অংশ। অলস রাজা যেমন অন্য রাজ্যের কথা তোয়াক্কা না করে রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে থাকে, আর শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে বাঁচার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে যায়, আমার সাথেও তেমন হয়েছে। প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে ৭ দিনের ব্যবধান। ৬ দিন গেছে উড়ে, অ্যাসাইনমেন্ট করেছি আমি জমা দেওয়ার আগের রাতে। তাও রাত জেগে। এটা যদিও জরুরি ছিল না, তবুও আমি অলস রাজা। এখন আসা যাক, যুদ্ধের মূল ঘটনায়। ২০২০ ও ২০২১র যেই সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি তখন আমাদের এতো সপ্তাহের শ্রমের আসল বিবেচ্য সময়। অর্থাৎ সকল সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট এক সাথে জমা দিতে হবে। যখন জমা দেওয়ার নোটিশ এলো, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ৪০-৪২টা অ্যাসাইনমেন্ট আমি কীভাবে মিলাবো? ঐ যদি ভুলে আমি ১-২টা হারিয়ে থাকি তাহলে কী হবে? শুরু হলো সব অ্যাসাইনমেন্ট সংগ্রহ করার সংগ্রাম। স্কুলে দেখলাম, কেউ কেউ এক সাথে ১০-১৫টা অ্যাসাইনমেন্ট করে দেখাচ্ছে, কেউ অ্যাসাইনমেন্ট হারিয়ে যাওয়ায় তা আবার করছে। আবার কেউ সব একসাথে করতে গিয়ে বাসা মাথায় তুলেছে। যেমন আমি। স্কুলে তো আরো বড় যুদ্ধ, ক্লাস হবে? কীভাবে? অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক করতে করতে সময় শেষ। কেউ জমা দিচ্ছে একেক বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট। কেউ তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে, কোনো শিক্ষক তা দেখতে ব্যস্ত, তা সেকশনে সেকশনে পৌঁছাতে ব্যস্ত, কিছু শিক্ষার্থী তা বিলি করতে ব্যস্ত, কেউ আবার ব্যস্ত সেই অ্যাসাইনমেন্ট খুঁজতে যা হয়তো হাজারো ভিড়ে তার মালিকের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। অনেকটা গোঁজামিলের মতো। দুই সপ্তাহ এই যুদ্ধ যাওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই অ্যাসাইনমেন্টকে পরাজিত করে জয় লাভ করে। সম্প্রতি নানা সূত্রে শোনা যাচ্ছে এবারো অ্যাসাইনমেন্ট আসবে। তবে এবারও আমি প্রস্তুত নিজস্ব মেধাশক্তির অস্ত্র নিয়ে অ্যাসাইনমেন্টকে ৩য় বারের মতো হারাতে।

সামিয়া বিনতে মাহবুব
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ
রোল : ২০৯

পদ্মাসেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রমত্তা পদ্মা নদীর উপর নির্মিত সুপ্রশস্ত পদ্মাসেতু আজ এক বাস্তবতা। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা নদীতে সেতু নির্মাণের প্রাক-সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'জনগণের সেনাবাহিনী' দেশ ও জনগণের জন্য যেকোনো চ্যালেঞ্জিং কাজে সর্বদাই এগিয়ে এসেছে। পদ্মাসেতু নির্মাণেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

২০১৩ সালের ২৫শে জানুয়ারি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খ্যাতিমান প্রকৌশলী ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার সময় পদ্মাসেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। পদ্মাসেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক অবদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো :

১) জাজিরা অ্যাপ্রোচ রোড : এই অ্যাপ্রোচ রোডে রয়েছে ৪ লেন বিশিষ্ট ১০.৫৭ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়ক, ২ লেন বিশিষ্ট ১২ কি.মি. দীর্ঘ সার্ভিস সড়ক, ৩১টি সার্ভিস এরিয়া, টোল প্লাজা, থানা এবং ফায়ার স্টেশন বিল্ডিং। বর্ণিত কাজ ২০১৩ সালে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ২০১৭ সালে।

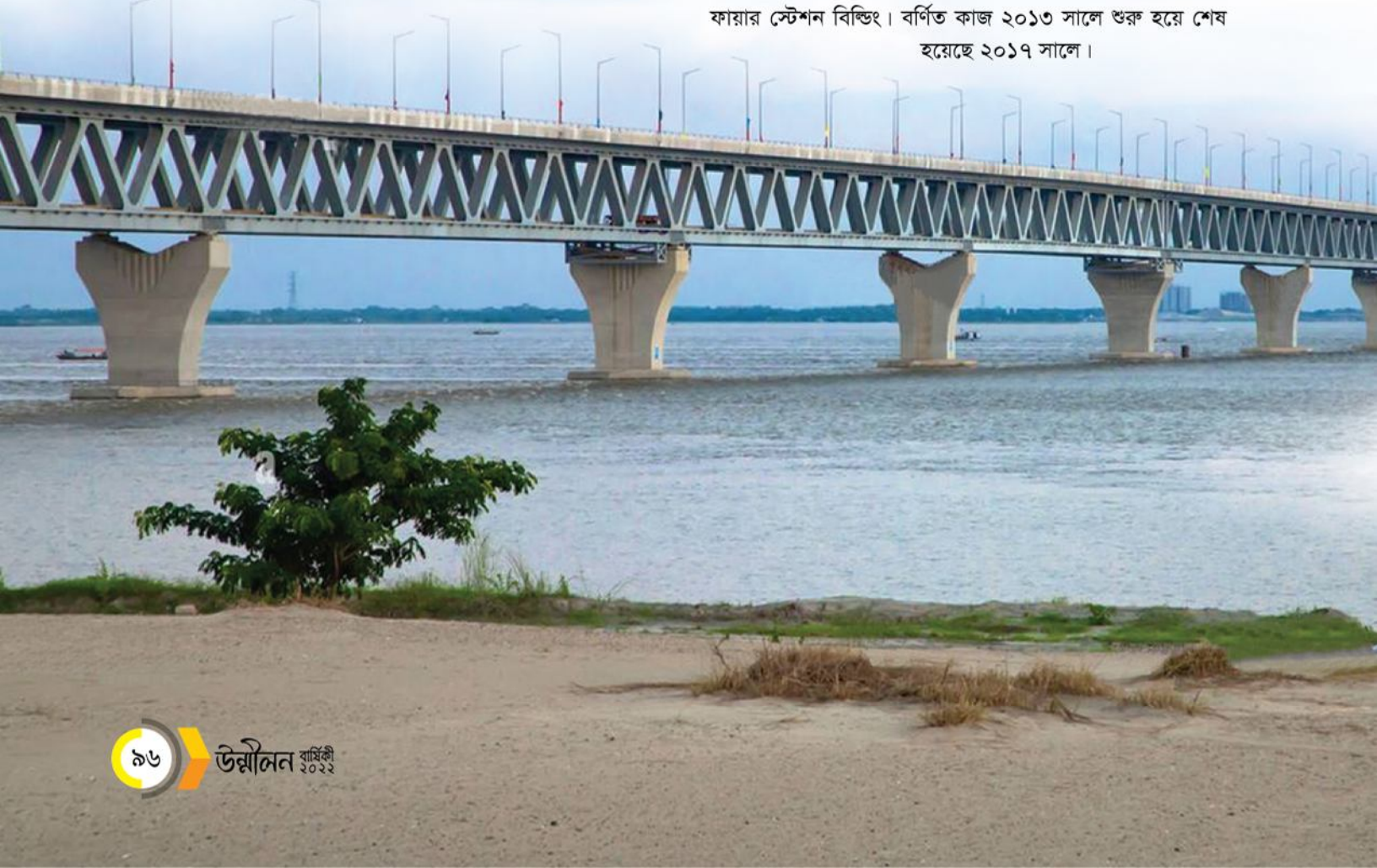

২) মাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড : এই অ্যাপ্রোচ রোডে রয়েছে ৪ লেনবিশিষ্ট ১.৬৭ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়ক, ২ লেন বিশিষ্ট ১.৮৯ কি.মি. সার্ভিস সড়ক, একটি কালভার্ট, সার্ভিস এরিয়া, টোলপ্লাজা, থানা এবং ফায়ার স্টেশন বিল্ডিং। অ্যাপ্রোচ রোডটি ২০১৪ সালে শুরু হয়ে ২০১৬ সালে শেষ হয়েছে।

৩) সার্ভিস এরিয়া-২ : এই এরিয়ার মধ্যে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ৩০টি কটেজ, রিসিপশন বিল্ডিং, সুপারভিশন অফিস, সুইমিং পুল, টেনিস কমপ্লেক্স ও মোটেল মেস তৈরি করা হয়েছে। ২০১৪ সালে শুরু হয়ে ২০১৬ সালে এই প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে।

৪) জাতীয় মহাসড়ক এন-৮ : দেশের সর্বপ্রথম এ্যাক্সেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে এন-৮ পদ্মা সেতুকে উত্তরে ঢাকা এবং দক্ষিণে ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এন-৮ মহাসড়কটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মহাসড়কটির কাজ ২০১৬ সালের ১৬ আগস্ট উদ্বোধন করেন এবং ২০২০ সালের ১২ মার্চ এর কাজ সমাপ্ত হয়।

মহাসড়কটি ৫৫ কি.মি. দীর্ঘ, যার আওতায় রয়েছে ৫টি ফ্লাইওভার, ২৯টি সেতু, ৫৪টি কালভার্ট। এন-৮ সড়ক ব্যবহার করে অতি স্বল্প সময়ে মানুষ ও মালামাল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা থেকে রাজধানী ঢাকায় পৌঁছাতে পারবে, যা ওই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে করবে ত্বরান্বিত।

৫) পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালট্যান্টের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় চায়না রেলওয়ে গ্রুপ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ১৪ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।

এই রেল প্রকল্পটির দৈর্ঘ্য ১৭২ কি.মি. এবং এর আওতাধীন রয়েছে ২৩.২৯ কি.মি. দীর্ঘ ভায়াডাক্ট বা উড়াল রেলসেতু, ১৩৫টি আন্ডারপাস ও ২০টি স্টেশন।

(৬) পদ্মাসেতু এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদির নিরাপত্তা : দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের পাশাপাশি কৌশলগত কারণে স্ট্রাটেজিক এই সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। এর নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে বলা হয় 'Protector of Padma Bridge'। এই ব্রিগেডটি ২০১৩ সাল থেকেই সেতু, সংশ্লিষ্ট জনবল, নানাবিধ স্থাপনা ও সেতুর নিচে বিস্তীর্ণ নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সবচাইতে চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ কাজ হচ্ছে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।

পদ্মাসেতু বাংলাদেশের গৌরব, আমাদের গৌরব এবং সেই পদ্মাসেতুর নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম, যা আমরা উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝতে পারি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পদ্মাসেতুর অবদান

সারামাত বিনতে শামীম আদ্রিতা
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ, রোল : ২৮৪

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যতম খরস্রোতা নদী হলো পদ্মা। বিশাল প্রশস্ত এই নদী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে আলাদা করে রেখেছিল। তাই এই নদীর উপরে একটি সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে পদ্মাসেতু নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে পদ্মাসেতুর উদ্বোধন করেছেন। এ সেতুটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণ করতে যাচ্ছে। পদ্মাসেতু নির্মাণ হওয়ায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বাধা দূর হয়েছে এবং একটি সমন্বিত ও একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নেরও অন্যতম পূর্বশর্ত।

আমাদের শিক্ষা বিস্তারেও পরিবর্তন দেখা দেবে। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়বে এবং রাজধানীর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। এতে শিক্ষা বৈষম্য দূর হবে। ২০১২ সালে যখন এ সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ১৩৩ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানের চেয়ে এক তৃতীয়াংশের কম। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানের এক চতুর্থাংশ, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার আয় ছিল এখনকার তুলনায় অর্ধেক। নিজস্ব অর্থায়নে কারিগরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়টা ছিল অভূতপূর্ব। এ ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতারও ঘাটতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী এ সমস্ত ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পদ্মাসেতু নির্মাণের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তের কারণে এখন বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বপ্নপূরণ হয়েছে। বাংলার প্রতিটি শ্রমপেশার মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে নির্মিত হয়েছে স্বপ্নের পদ্মাসেতু।

এ সেতুটিকে কোনো কারণ ছাড়া স্বপ্নের পদ্মাসেতু বলা হয়নি। এ সেতু নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা করার প্রাক্কলন করা হয়েছিল দেশের জিডিপিতে ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়তি সংযোজন হবে। রেল সংযোগের কারণে জিডিপিতে যুক্ত হবে আরও ১ শতাংশ। নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত হওয়ায় যানবাহন পারাপার বর্তমানের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যাবে। সাড়ে সাত লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সে অর্থে ৪৩০ বিলিয়ন ডলারের জিডিপিতে ১০ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত যোগ হবে, যা গুণক আকারে বাড়বে। এসব সম্ভাবনার বাস্তবায়নের জন্য এসব বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে সেতু থেকে সড়ক করিডোর ও সড়ক করিডোর থেকে অর্থনৈতিক করিডোরে রূপান্তর অভিমুখী নানা কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন।

আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও পদ্মাসেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিজিআইন) মোটরযান চুক্তির বাস্তবায়নে এই সেতুর ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মংলা ও পায়রা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, সেতুর দুই ধারে রেল সংযোগ, ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ে ও রেল সংযোগ এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে পদ্মাসেতু।

শুধু দ্রুততম যোগাযোগ, বিতরণ ও বিপণনের সুবিধার কারণে নয়, পদ্মাসেতু করিডোরের উভয় পাশে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ ও সরকারি-বেসরকরি বিনিয়োগের যে সুযোগ সৃষ্টি হবে, তার সুবাদে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পড়বে বহুমাত্রিক প্রভাব। এ সেতুকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলের ১৩ জেলায় ১৭টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার ও একাধিক শিল্পপার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। শুধু স্থানীয় বাজারমুখী নয়, রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপও অনেক উদ্যোক্তা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছেন। এতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং সেই সাথে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে। বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

'বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১' এ অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পদ্মাসেতু বিশাল অবদান রাখবে। এইভাবে একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

ঘুরে এলাম

গজনি অবকাশ যাপন কেন্দ্র

অমৃত কুমার সেন
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : ক, রোল : ১২৫

জানুয়ারির শুরু, মাসের ৫ তারিখ, পড়ালেখার বেশি তাড়া নেই। সন্ধ্যায় বাসায় পড়ার টেবিলে বসে আছি। বার্ষিক ম্যাগাজিনটা পড়ছিলাম। এমন সময় বাবা এলে এক লাফে গিয়ে দরজা খুললাম। দরজা খোলার পর বাবা একটা সুখবর দিলেন, আগামী ১৪ তারিখ আমার বাবার অফিস থেকে পিকনিকে শেরপুরের গজনি যাচ্ছি। তারপর সবাই মিলে কে কী করব, না করব সব পরিকল্পনা করছি। আমার বাবা অনেকবার বনভোজনে শেরপুর গিয়েছেন। গজনি নাকি অনেক সুন্দর জায়গা। আমরা সবাই ১৪ তারিখের অপেক্ষায় ছিলাম। ঐ দিনের আগের দিনগুলো খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সকালে সবাই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলাম। সবাই নিজ নিজ প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত। আমরা সবাই যখন বাসা থেকে পিকনিকের উদ্দেশে বের হলাম, তখন সকাল ৮টা বাজে। আমরা যে-বাসে পিকনিকে যাব তার নাম ড্রিমল্যান্ড। আমাদের বাস বাতির কল হতে ছাড়ল সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। তারপর সেখানে পৌঁছাই দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। রাস্তায় হালকা যানজট ছিল। বাস থেকে নামার আগ পর্যন্ত ঠিক ছিলাম। বাস থেকে নেমে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছিলাম। তারপর হাতমুখ ধুয়ে পিকনিক স্পটে আমরা সবাই ঘুরতে শুরু করলাম। আমি ঘোড়া দেখে ঘোড়ার পিঠে ওঠার বায়না ধরলাম। তারপর ঘোড়ায় চড়া শেষ হলে ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে গেলাম আরেক পাহাড়ে। আর ঝুলন্ত সেতুর মাঝখানে যখন গিয়েছি তখন বাতাসে সেতু দুলছিল। আমি ভয়ে সেতুর রশি এবং বাবার হাত অনেক শক্ত করে ধরি। সেখানে বিশাল ডায়নোসর মূর্তি। দেখে তো সবাই অবাক। দুইটি পাহাড় পার হয়ে পরবর্তী একটি খাড়া পাহাড়ে প্রায় উঠেই পড়েছিলাম, কিন্তু এতোই খাড়া যে আর একা উঠতে পারলাম না। আবার বাবার কলিগ শরিফ আংকেল আমাকে টেনে উঠিয়ে দিলেন। খাড়া পাহাড়টি একটুখানি ঘুরে নেমে পড়ি। পাহাড় থেকে নামাটা ভয়ংকর ছিল। আরো কয়েকটা পাহাড় পার হয়ে গেলে পৌঁছে যেতাম বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখায়। আমার বর্ডার দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। আংকেলরা কয়েকজন ভারতের বর্ডারের কাছাকাছি যান। আমি যেতে পারলে খুব মজা হতো। পাহাড় থেকে নেমে যাই গারোমা ভিলেজে। সেখানে সবাই অনেক ছবি তুললাম। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা গেলাম ওয়াচ টাওয়ারে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে চারদিকের সব পাহাড়গুলো দেখা যায়। কী অপূর্ব দৃশ্য! সেখান থেকে আসতে মন চাইছিল না। যাই হোক, টাওয়ার থেকে নামার সময় খুব ভয় করছিল। টাওয়ার থেকে নামার পর সোজা বাসের সামনে চলে আসি। এসে দেখি সবাই খেতে বসে পড়েছে। আমরাও খেতে বসি। খাওয়াশেষে একটু রেস্ট নিয়ে আবার ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। ঘুরতে ঘুরতে সাইফুল্লাহ আংকেলের সাথে গেলাম পাতালপুরীতে। সেটা কুমিরের মুখ দিয়ে ঢুকতে হয় এবং লেজ দিয়ে বের হতে হয়। ভিতরে থেকে হাসাহাসি ও বিভিন্ন আওয়াজ আসছিল। ভিতরে ঢুকে দেখি, ছোটো ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই একরকম আওয়াজ করছে। আমরাও এইরকম আওয়াজ করলাম। শেষে লেজ দিয়ে বের হলাম। তারপর আরও দেখলাম, ঝরনা। কীভাবে যে বিকাল হয়ে গেল টেরই পেলাম না। আমাদের ফিরতে মন চাইছিল না। তখন মনে পড়ে গেল একটি গান :

> সময় হয়েছে ফিরে যাবার
> মন কেন যেতে চায় না
> বলো না... ।

সকলে আবার নির্দিষ্ট বাসে উঠে পড়লাম। এই পিকনিকের আনন্দ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই দিনটি কোনো দিন ভুলতে পারব না।

কবিতা

স্বাধীনতা তুমি ছিলে বলে
বাংলার মুখ জয়নুল
গড়বো জীবন ফুলের মতো
একুশ মানে স্বাধীনতা

বাংলাদেশ
বীর
নিশ্চিহ্ন পথ

স্বাধীনতা তুমি ছিলে বলে

লিছা রহমান
শ্রেণি : একাদশ,
শাখা : এ, রোল : ৪৭৪

স্বাধীনতা,
একদিন তুমি ছিলে পরাধীন
আজ তুমি বাংলার অধীন।
স্বাধীনতা
বাংলা আজ পেয়েছে তোমায়
বাংলার অধীনতায়।

স্বাধীনতা,
তোমাকে পেতে বাংলাকে দিতে হলো
রক্ত গঙ্গা নদী।
স্বাধীনতা,
তোমায় পেতে প্রাণ দিলো যে
বাংলা মায়ের হাজারো সন্তান।

নামতে হলো রাজপথে বাজি রেখে প্রাণ।
শুধু তোমাকে পাওয়ার আহ্বান।
স্বাধীনতা,
আজ তুমি বাংলার মানুষের প্রাণখোলা হাসি
বাংলার কৃষকের সোনালি ধান।

স্বাধীনতা,
আজ তুমি বাংলার বলে বাংলার মানুষ
হেঁটে চলে স্বাধীনভাবে, কথা বলে প্রাণ খুলে।
স্বাধীনতা,
তোমার মাঝে লুকিয়ে আছে
শেখ মুজিবের হাসি।
স্বাধীনতা,
আজ তুমি বাংলার শিশুর সোনালি শৈশব।
স্বাধীনতা,
আজ তুমি বাঙালির
আগামীর পথচলা।

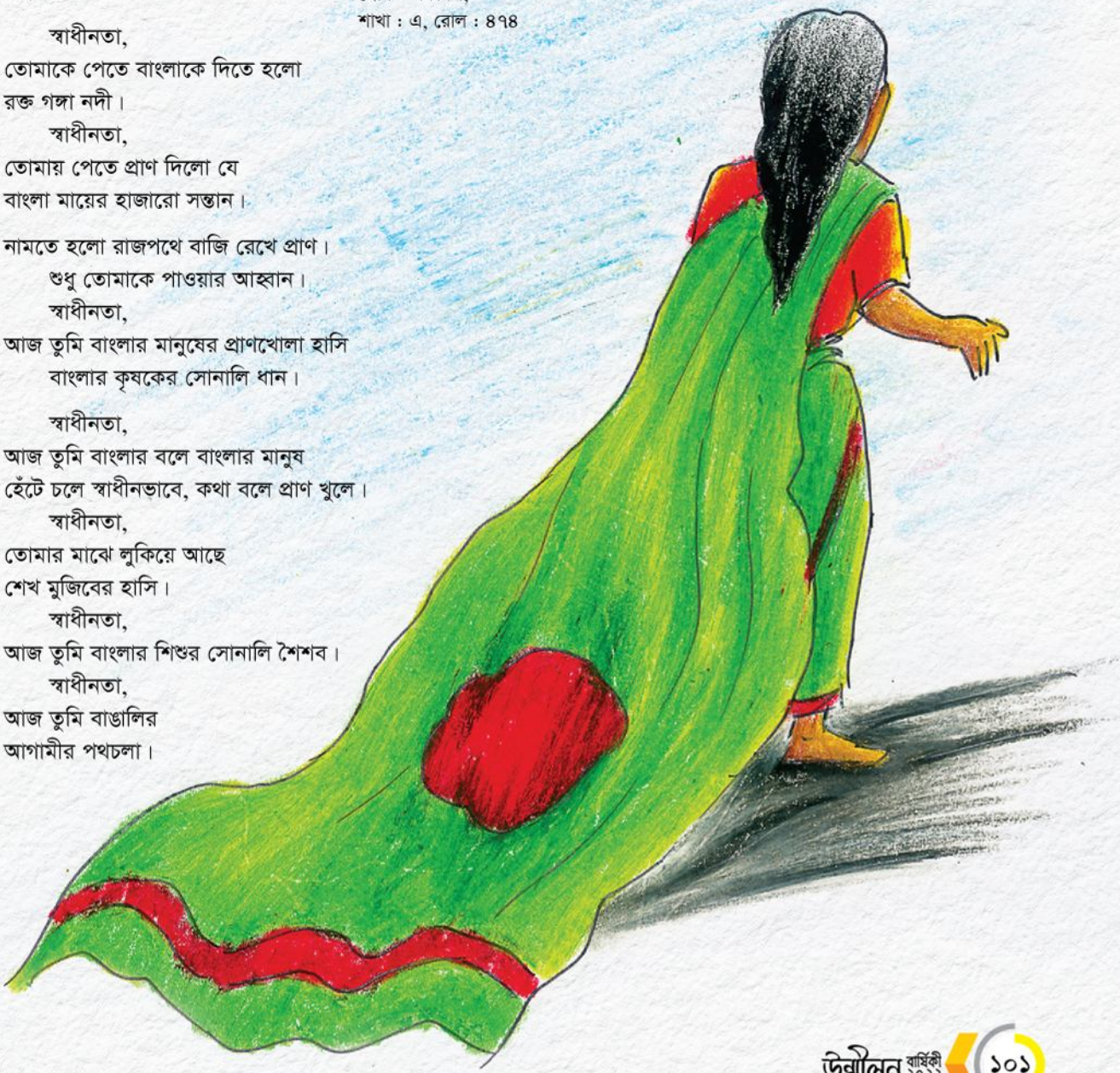

স্বাধীনতার গল্প

রাহাতুন আক্তার নিতু
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : ক, রোল : ২৩১

২৬শে মার্চ,
তুমি কোনো কবিতা বা গল্প নও
সুদীর্ঘ উপন্যাস তুমি।

২৬শে মার্চ,
তুমি নও একটি তারিখ,
নও স্মৃতিচিহ্ন,
তুমি লাখো শহিদের রক্তের প্রতীক।

২৬শে মার্চ,
তুমি চির বঞ্চিতদের হুংকার, আবার
তুমিই দিয়েছো চিরশান্তি ৩০ লক্ষ শহিদ আত্মার।

২৬শে মার্চ,
তুমি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র
বাংলা মায়ের আকাশ পারে।
তোমার জন্য আজ বইছে আনন্দ উল্লাস
স্নেহমাখা বাংলার হৃদয়জুড়ে।

২৬শে মার্চ,
তুমি স্বাধীনতা, তুমিই মুক্তি।

সিদরাতুল মুনতাহা প্রমা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক
রোল : ১৯০

নিশ্চিহ্ন পথ

ধূসর বালুরাশির
নিশ্চিহ্ন পথে পথিক
বালুরাশির এই ঝড়
মুছে দেয় অতীত।

নিশ্চিহ্ন এই সময়
ক্লান্তির এই পথ,
বহুদূর যাবার প্রতীক্ষা
শুধুই কি এক ভগ্ন স্বপ্ন?
শুধুই কি এক মরীচিকা?

হয়তো বয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর
হয়তো নিশ্চিত করবে সত্তা
তবু থামবে না,
বালুরাশির বুক চিরে
নতুন আশা।

সত্তা মিশে গেলেও
মিশবে না কভু
জীবনের আকাঙ্ক্ষা

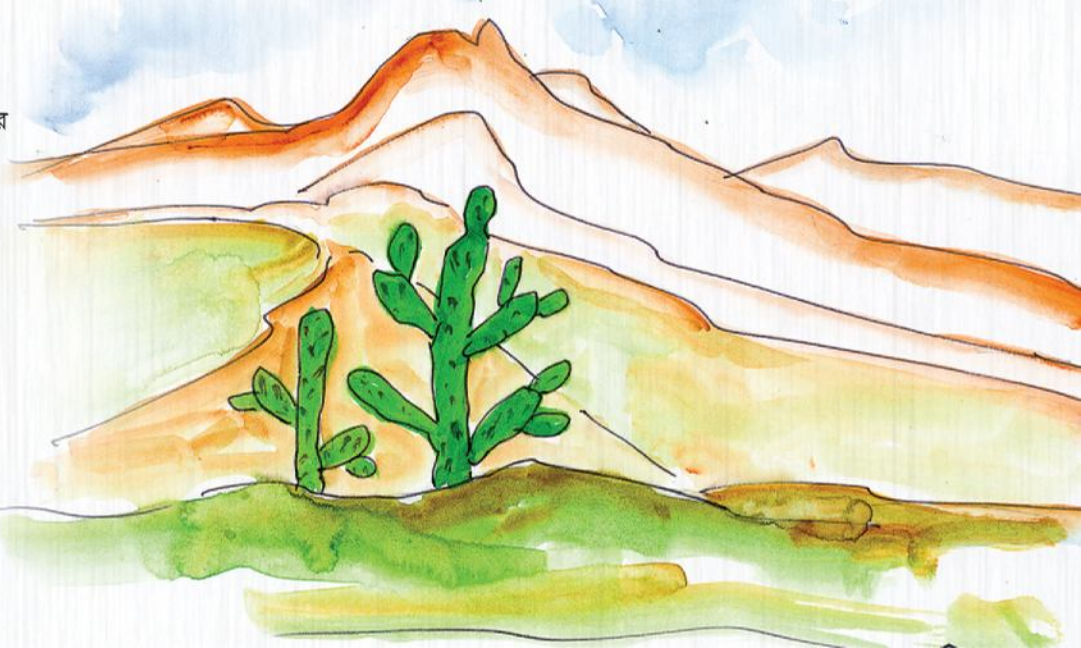

লাবিবা বিনতে মতিউর
শ্রেণি : ১০ম, শাখা : খ
রোল : ০১

বীর

আমার রক্ত তেজোদীপ্ত
যদি অধিকার ক্ষয়,
আমার মাকে মুক্ত করতে
আমি বীর নির্ভয়।

আমি সন্তান সবুজ মাতার
সবুজই আমার মা,
আমি সাহসী,
আমি অকুতোভয়
আমি মহাযোদ্ধা।
আমি বাঙালি ভাসানী খানের
বিদ্রোহী ঈশা খাঁর,
পদচিহ্ন চুম্বন করি
মহান মতিউরের।

আমি তো কথা মিষ্টিই বলি
তোমার ভাষাতে
চুম্বন করি, মায়ের পায়ে
অমল আশাতে।

আমি তো রুদ্র, তবু শান্ত
মানি না পরাজয়
খোকার বাংলায় আজ শুধু নয়
চিরদিনই স্বাধীনতা রবে।

মো. মাহফুজুর রহমান
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : ঘ
রোল : ১০৭

গড়বো জীবন ফুলের মতো

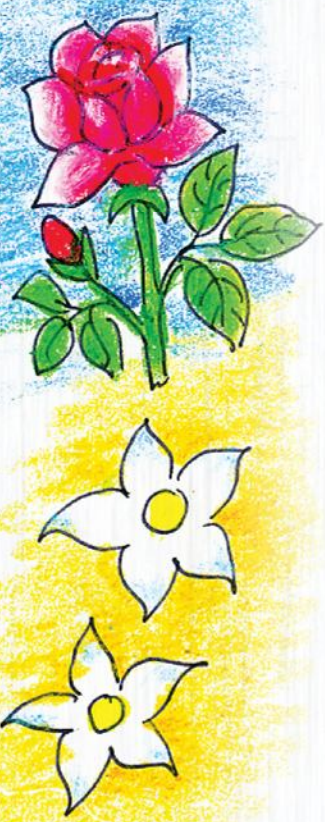

ঝরা বকুল মনের দুখে
কেঁদে কেঁদে কয়
ক্ষণকালের জীবন আমার
একি প্রাণে সয়।

শাপলা দিদি কাজলা বিলে
ভেবে ভেবে সারা
জলে ভাসা জীবন আমার
এমন জীবন ধারা!

শুনে কথা গোলাপ রানি
মুচকি হেসে বলে
সুবাস মাখা জীবন আমার
কাঁটা ভরা ডালে।

হাসনা হেনার মধুর ঘ্রাণ
সারা পাড়াময়
গড়লে জীবন ফুলের মতো
নেইতো কেনো ভয়।

ফুলের জীবন ছোট্ট অতি
তবুও সবার প্রিয়
মানব সেবায় জীবনখানি
উৎসর্গে দিয়ো।

মো. কামরুল হাসান আরিয়ান
শ্রেণি : ১০ম, শাখা : ক
রোল : ১৩১

বাংলার মুখ জয়নুল

জয়নুল তো জয়নুল নয়,
যেন এক সংগ্রামের প্রতীক।
জয়নুলের রংতুলি তো রংতুলি নয়,
তা যেন এক ভালোবাসার অস্ত্র।
জয়নুলের শিল্পকলা তো
জয়নুলের শিল্পকলা নয়,
যেন সমাজের করুণ কথা।
জয়নুলের আঁকা ছবি তো শুধু ছবি নয়,
তা যে এক অনুপ্রেরণা।
জয়নুলের কথা তো কথা নয়,
যেন কোটি মানুষের প্রাণের কথা।
জয়নুল তো জয়নুল নয়,
যেন এক টুকরো সোনার বাংলা।

ওয়াসিউল বারী লাবীব
শ্রেণি : ১০ম, শাখা : ক
রোল : ১৯০

i-Phone

মায়ের আমি ছোট্ট খোকা
একলা ঘরের কোণে
ছোট্ট হলেও মানুষ তো ভাই
নেই কি কারো মনে।
দিদি ব্যস্ত ইনস্ট্রাগ্রামে
দাদা টুইটারে
ফেসবুকের লাইভ পেইজ-এ
রং বাহারি পণ্য দেখে
মা-বাবা ভীষণ ব্যস্ত টিভির স্ক্রিনে।

ওমা, বেলা ২টা বাজে
বন্ধ চুলা, শূন্য হাঁড়ি
দেখে আমার মাথায় বাড়ি
তবে কি আজকে আমরা
ভাত খাবো না!

অবাক হয়ে কপট রাগে
বললো ডেকে মা
বোকা ছেলে ভারি
পেতিস যদি বুদ্ধি মায়ের
তিন ভাগের একখানি,
ফুড পান্ডাতে ক্লিক করেছি
কখন এসে পৌঁছে গেছে
কাবাব-মাটন বিরিয়ানি।

ফেসবুকের তীব্র জ্বরে
আমরা সবাই আছি ঘোরে
টিভি স্ক্রিনে বাবার চোখ
আমি ঘরের কোণে
কাহাতক আর লাগে ভালো
এন্ড্রয়েড ফোনে!
সবে ক্লাস টেন-এ পড়ি
পাই না মাঠ, পাই না ঘুড়ি
আবার আমি
একলা আমি
থাকি ঘরের কোণ,
মাগো এবার দাও না কিনে
একটা আই ফোন।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা

মুনাওয়ারা তারান্নুম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : চ
রোল : ১৩

স্বাধীনতা স্বাধীনতা শুনতে কী মিষ্টি
মুক্তিযুদ্ধের মহাপ্রলয়
বাংলাদেশের সৃষ্টি।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা প্রাণে কেন দুখ
খোকাহারা মায়ের শোকে
উপচে নদীর বুক।
স্বাধীনতা স্বাধীনতা লাল সবুজের নীড়
সবুজ মাঠে সোনার ফসল
হাজার স্বপ্নের ভীড়।
স্বাধীনতা স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
বাংলাদেশের প্রাণ।

পড়ি-জানি-মানি

গান খুব ভালো লাগে
তাই গান শিখি
গণিতে আমার আছে
সামান্য ভীতি।

ইংরেজি বুঝি কম
বিজ্ঞানে কাঁচা
বাবা বলে তোর দেখি
লেখাটাও বাঁকা।

ইতিহাস ও ভূগোল এত দিন-সন
সবমিলে মাথাটা করে ভন ভন।
শিল্পী মানুষ আমি উদাস এমন
মিস বলে পড়ালেখা জীবনের ধন।

লেখাপড়া, খেলাধুলা, সুর-লয়-তান
জ্ঞানবান হয়ে, হবো শিল্পী মহান।
চলো করি পড়াশুনা মানি গুণী-বাণী
ধরণিতে সুখ-তরি এভাবেই আনি।

নাঈমুর রহমান নক্ষত্র
শ্রেণি : ৭ম, শাখা : ক
রোল : ৪৫

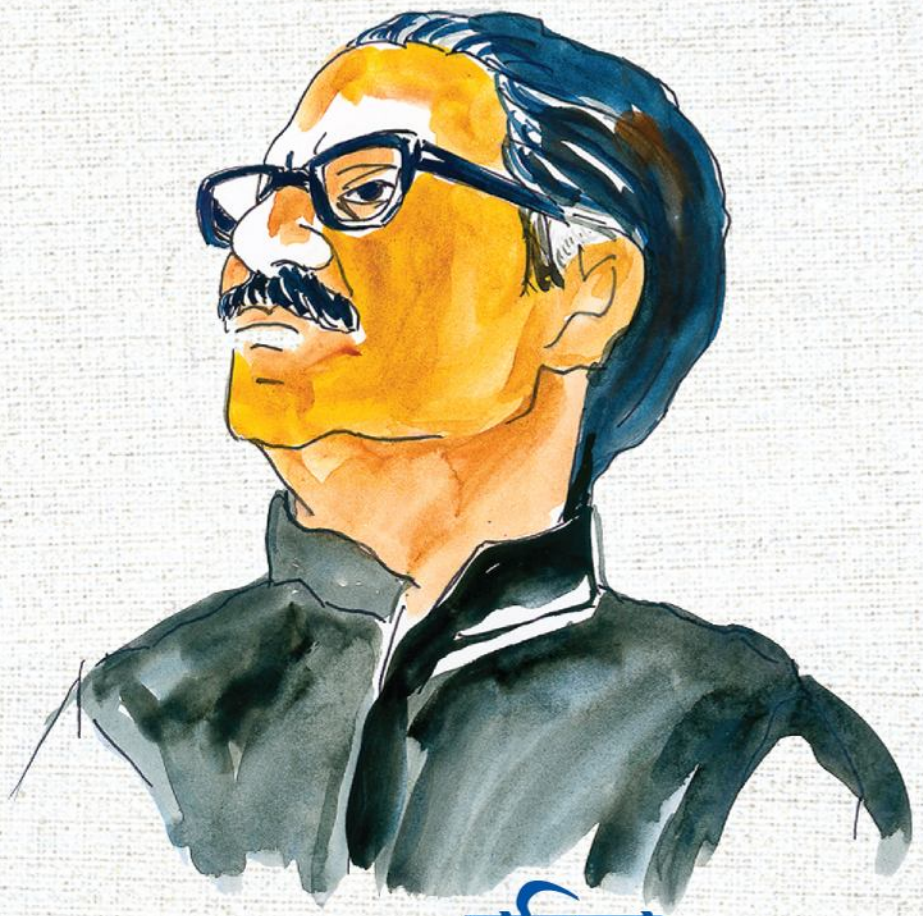

শপথ

ছয় বছরের ছোট্ট খোকন
প্রশ্ন করে কাল,
বাংলাদেশের এই পতাকার
মাঝে কেন লাল?

আঁচল দিয়ে মুখটি মুছে
মা কয় কেঁদে কেঁদে,
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে
এই পতাকা পেতে।

করতে স্বাধীন বাংলা মাকে
যুদ্ধে গেলো খোকা,
লাল-সবুজের পতাকা চাই
যায়নি তাকে রোখা।

মায়ের কথায় ছোট্ট খোকন
শপথ করে বলে,
আমিও মা রক্ত দেবো
দেশের প্রয়োজনে।

মো. সাদমান হোসেন (সাদ)
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : চ
রোল : ৮৯

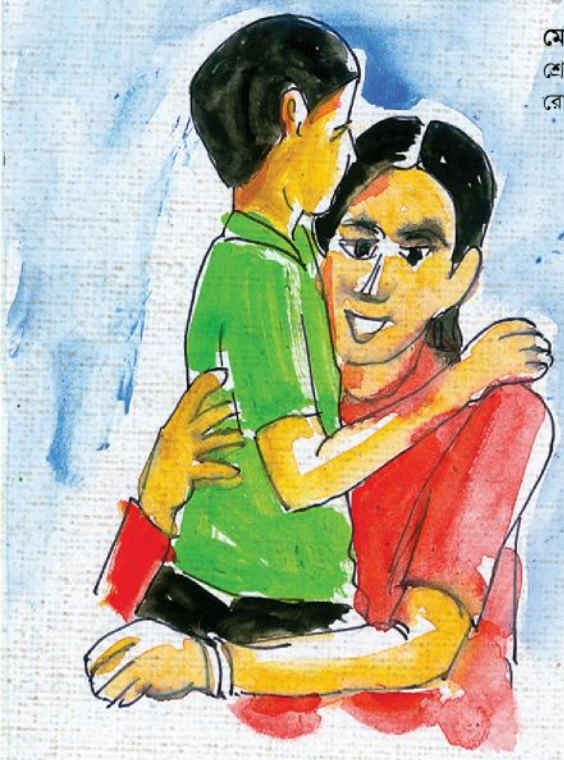

মুজিব নামে ধন্য বাংলা

ও ভাই, কোকিল কেমন করে
মিষ্টি সুরে গাও?
মিষ্টি মধুর এ সুর তুমি
কোথা থেকে পাও?

ও ভাই, দোয়েল ভোর বিহানে
শিস দিয়ে যাও তুমি
ঘুম ভাঙানি জাদুর এ সুর
কোথা পেলে তুমি?

মিষ্টি হেসে কোকিল দোয়েল
বললো আমায় ডেকে
মুজিব ভাইয়ের কণ্ঠ থেকে
সুর নিয়েছি ছেঁকে।

ডাকবে নাকি গাইবে নাকি
মধুর সুরের গান?
মুজিব নামে ধন্য হলো
বাংলা মায়ের মান।

মুহতাদী আল মুঈদ তালুকদার (জাওয়াদ)
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ
রোল : ২১

মুক্তির ছড়া

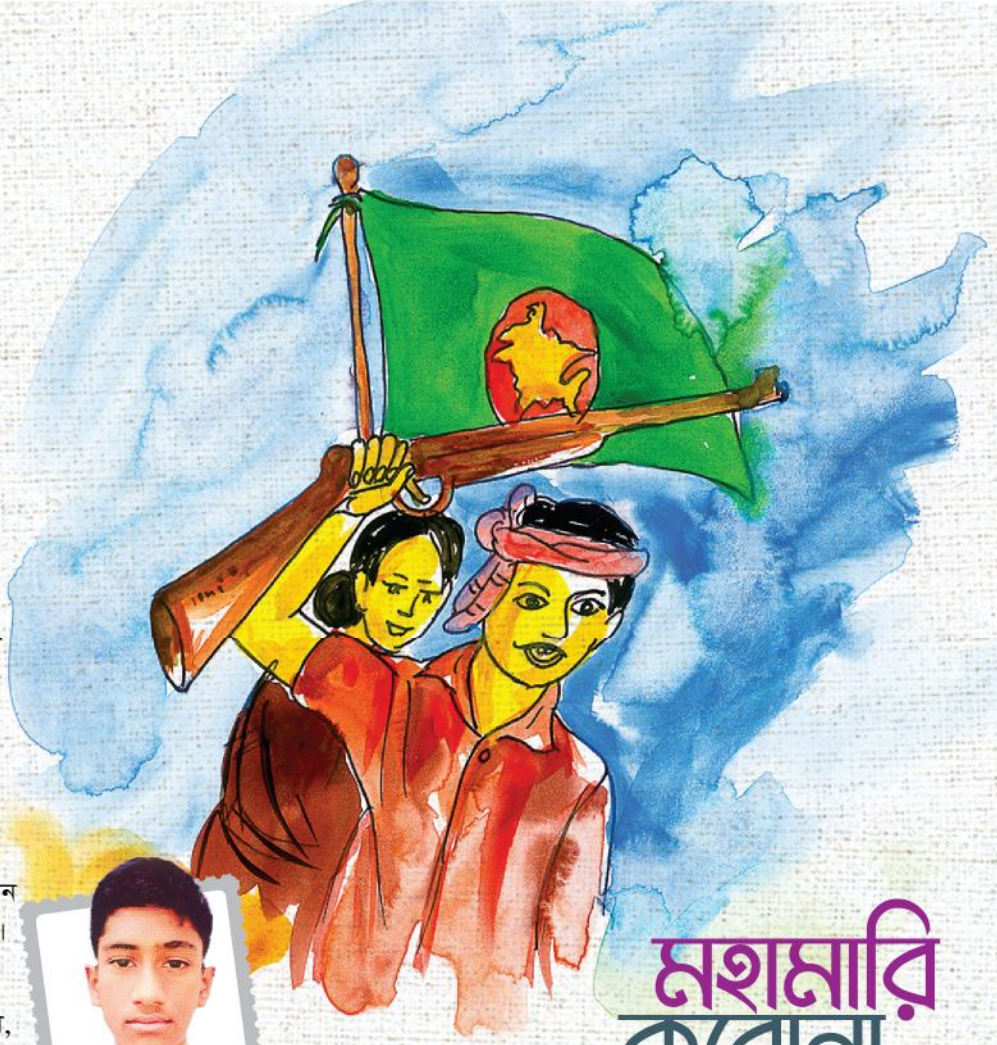

দীর্ঘদিনের শোকের আগুন
লুকিয়ে ছিল অঙ্গে,
পাক-শকুনি মেলল পাখা
নামলো যখন বঙ্গে।

মারলো কত পাকসেনাকে
জীবন দিয়ে মুক্তি
সোনার এদেশ করব স্বাধীন
এই ছিল তার উক্তি।

ন মাস ধরে লড়াই করে
জীবন দিয়ে শেষটায়,
লাল টুকটুক সূর্য আনে
সবুজ পাতার দেশটায়।

তাসবিব ইসফার ইভান
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : ঙ, রোল : ৩৭

মহামারি করোনা

করোনা নামে বিশ্বে এলো
এমন এক ভাইরাস
সারা বিশ্বের অনেক মানুষের
হয়েছে সর্বনাশ।
করোনাতে মারা গেল
লাখ লাখ মানুষ
করোনাতে আমরা সবাই
একদম বেহুঁশ।

স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে
কেটে গেলো দেড় বছর
পৃথিবীতে এলো এক
মহামারির ঝড়।
বাইরে গেলে মাস্ক পরুন,
দূরত্ব বজায় রাখুন
এই প্রার্থনা করি যে,
সবাই সুস্থ থাকুন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে
নেই যে কোনো ভয়
এই ভাইরাসকে একদিন
আমরা করব সবাই জয়।

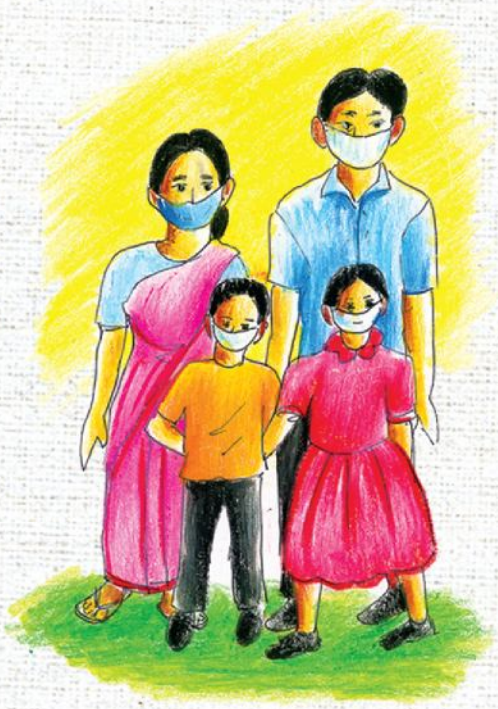

আবু সাবিত মো. রাফসান জামি
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : ক
রোল : ১১

শিক্ষক

শিক্ষক মোদের গুরুজন
করেন শিক্ষাদান,
মানুষ্যত্বের আসল পরিচয়
তাঁরাই জানান দেন।
সত্যিকারের মানুষ হওয়া
কজনেরই-বা চাওয়া
মানুষ এখন টাকার নেশায়
পড়ছে ধোঁকায় খ্যাতির আশায়।

শিক্ষক তিনি বড়ই মহান
তবুও এদের মানুষ করান
যে করেই হোক আমরা তাদের
রাখব মান-সম্মান।

রিফা মায়মুনা
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : চ
রোল : ৯৬

ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন

ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
বাহিরে গেলে মাস্ক পড়ুন।
ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
নিয়মাবলি মেনে চলুন।

ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
জনসমাগম এড়িয়ে চলুন।

ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
সাবান দিয়ে হাত ধৌত করুন।
ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
সবাইকে সচেতন করুন।

ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।
ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
পরিবারকে সুস্থ রাখুন।

আদিব আহমাদ
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : ঙ
রোল : ৪৫

শাফি ওয়াহিন হক (তিন্‌নিল)
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : গ
রোল : ২৩

স্বাধীনতা

আমি বাংলার বুকে
মুক্ত বিহঙ্গে
উড়ে বেড়াই
বিজয় উল্লাসে
বিনম্র শ্রদ্ধা
পিতার প্রতি,
ত্রিশ লাখ শহিদের
তাজা রক্তের প্রতি।

লাখো ধর্ষিতা মা-বোন
চেয়ে দেখো তোমার
শাড়ির আঁচল আজ
এই বাংলার পতাকা।

স্বাধীনতা মানে

মোছাঃ হালিমাতুজ ছাদিয়া
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : চ
রোল : ৬৭

স্বাধীনতা মানে দেশের মানুষ
শান্তি সুখে চলবে,
সত্যের দাবি নিচু স্বরে নয়,
উচ্চ কণ্ঠে বলবে।

স্বাধীনতা মানে দেশের মানুষ
পাবে না কোনো কষ্ট,
মাদক নেশায় হাজার যুবক
হবে না পথভ্রষ্ট।

স্বাধীনতা মানে সারাদেশে
থাকবে নিরাপত্তা,
দিন-দুপুরে দেশের মানুষ
হবে না আর হত্যা।

স্বাধীনতা মানে জনগণ তার
চাইবে অধিকার,
অধিকারগুলো করবে পূরণ
জনগণের সরকার।

স্বাধীনতা মানে দেশের মানুষ
সোনার দেশ গড়বে,
প্রয়োজনে জীবন দিয়ে
দেশের জন্য লড়বে।

একুশ মানে স্বাধীনতা

একুশ মানে বাংলা ভাষা
একুশ মানে হাসা
একুশ মানে বাংলাদেশের
কৃষক, শ্রমিক, চাষা।

একুশ মানে স্বাধীনতা
একুশ মানে গান
একুশ মানে মাতৃভাষা
আমাদের সম্মান।

সুবাইতা সুলতানা সুবহা
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : ক
রোল : ০৬

অনিক বাবুর পড়া

আব্দুল্লাহ আল হোসাইন তুহ
শ্রেণি : ১ম, শাখা : গ
রোল : ৩৫

সবজি খায়না,
অনিক বাবু
তাইতো সে
হচ্ছে কাবু,
খায় শুধু
ডিম ভাজা
মা তাকে
দেয় সাজা।

রাতে সে
খায় ডাল
পড়ার সময়
হলেই বলে,
আজ নয় তো
কাল।

করোনার কবিতা

হাফিজুর রহমান
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : ক
রোল : ২২

খোকা ঘুমালো
পাড়া জুড়ালো
করোনা এলো দেশে,
করোনার ভয়ে
আমরা সবাই
বাড়িতে আছি বসে।

চাল নেই, ডাল নেই
নেই তরি-তরকারি,
ধনী-গরিব একসাথে
মিলেমিশে বাস করি।

আমার টুশিছানা

শাহিরা তাহিয়াত নুমা
শ্রেণি : ২য়, শাখা : গ
রোল : ১৮৬

আমার খরগোশ ছানা
নাম তার টুশি
আমি তাকে অনেক
যত্ন করে পুষি।

খরগোশ ছানা টুশি
কুট কুট খায় গাজর
খায় নাকো ভুসি।

টুশি! টুশি! টুশি!
টুশি করে লাফ-ঝাঁপ
আমি মহাখুশি।

বঙ্গবন্ধু

আরেফিন আল সিয়াম
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : ক
রোল : ২৫

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জাতির পিতার নাম
ত্রিশ লক্ষ শহিদ যারা
জীবন দিয়ে রাখল তার মান।

বঙ্গবন্ধু আছো মোর
হৃদয়ে গাঁথা
ষোলো কোটি মানুষ
তোমার সর্বশ্রোতা।

জন্ম যদি হতো আমার
৭১-এর আগে
আমিও জীবন দিয়ে যেতাম
স্বাধীনতার ত্যাগে।

বাংলাদেশ

আয়াত বিনতে ইসলাম
শ্রেণি : ১ম, শাখা : ঙ
রোল : ৩২৯

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
আমার জন্মভূমি।
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
প্রিয় মাতৃভূমি।

ধানের দেশ, গানের দেশ
আমার বাংলাদেশ।
আমার দেশ, তোমার দেশ
সোনার বাংলাদেশ।

একুশ

মরিয়ম খান
শ্রেণি : ১ম, শাখা : ই
রোল : ২৫২

একুশ মানে
জন্মভূমি,
একুশ মানে
হাজারো প্রাণ।
একুশ মানে
মায়ের ভাষা,
একুশ মানে
আমার প্রাণ।

একুশ মানে
শহিদ মিনার,
একুশ মানে
আমার অহংকার।

কৌতুক ধাঁধা ও জানা-অজানা

কৌতুক

মার্জিয়া মাহ্‌বুব
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : চ, রোল : ১১৯

ছেলে : মা, কী রান্না করছো? আমার জিভে তো জল এসে গেল!
মা : আহ্! কী সর্বনাশ! রহিমা খালা, বিরিয়ানিটুকু তুমি নিয়ে যাও।
ছেলে : কেন মা? কী হয়েছে?
মা : ঘ্রাণেই যদি তোর জিভে জল এসে যায়,
তবে খেলে তো ঘরটা একটা ছোটোখাটো পুকুর হয়ে যাবে।
আমি তো সাঁতার জানি না।

ধাঁধা

১। কোন্ জিনিসটা যত বেশি হয়,
তত কম দেখি।
বলতো, কী হবে সেটা?
উত্তর : অন্ধকার।

২। আগুনে পোড়ে না, পানিতেও ডোবে না,
জিনিসটা কী?
উত্তর : বরফ।

৩। জোয়ানকালে কালো, বুড়োকালে সাদা।
বলো তো জিনিসটা কী?
উত্তর : চুল।

৪। এমন কোন প্রাণী আছে,
যার ছোটো জমিতে শত শত ঘর থাকে?
উত্তর : মৌমাছি।

৫। কোন ধানেতে চাল নেই?
উত্তর : সমাধান।

৬। কোন তারা গান শোনায়?
উত্তর : দোতারা।

আহির মেঘ
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : গ
রোল : ১২৫

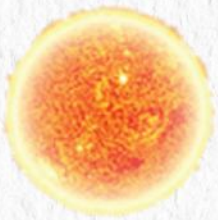

জানা ও অজানা

মো. ইবনে আনাছ
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ
রোল : ১৩৫

১। মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণ না-থাকায় মানুষের মেরুদণ্ডের ওপর চাপ থাকে না; ফলে মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে লম্বা মনে হয়।

২। পৃথিবীতে যে-পরিমাণ সোনা উপস্থিত আছে তা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীটাকে ঢেকে দিলে তার হাঁটু-পরিমাণ উচ্চতা হবে।

৩। বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহে ১০-মিলিয়ন টন হীরা রয়েছে এবং প্রায়শই সেখানে হীরাবৃষ্টি হয়ে থাকে।

৪। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন জন্ম গ্রহণের পর দশ বছর অবধি নিরক্ষর ছিলেন।

৫। পৃথিবী থেকে ৪০-আলোকবর্ষ দূরে একটি গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যে গ্রহটির নাম 55 Cancri E।

৬। হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন ছাড়া যা-কিছু পৃথিবীতে আছে তার প্রায় সবকিছু, এমনকি মানুষও Stardust অর্থাৎ নক্ষত্রের ধুলো থেকে তৈরি।

৭। প্যারানরম্যাল গবেষকদের মতে, বিড়াল হলো একমাত্র প্রাণী যারা ভূত দেখতে পায়। তাই কোনো বিড়াল যদি একদৃষ্টে কোনোদিকে তাকিয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে সে হয়তো ভূত দেখতে পেয়েছে।

৮। ১৯৭৭ সালে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি সিগন্যাল আসে; যেটি কয়েকশ আলোকবর্ষ দূর থেকে এসেছিল; কিন্তু আজও বিজ্ঞানীরা জানেন না সেটা কোত্থেকে এসেছিল।

৯। সম্প্রতি একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, যেসব ব্যক্তি বিড়াল পোষেন তাদের হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়।

১০। মাকড়সার জাল স্টিল থেকে ৫ গুণ বেশি শক্ত। এগুলো রবারের থেকেও নমনীয় এবং মানুষের চুল থেকে ১০০০ গুণ চিকন। জালের চাপ-সহ্যক্ষমতা ১.৩ গিগাপ্যাসকেল।

১১। আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রা থেকেও বেশি। পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি সে.; যা সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে ৯% বেশি।

১২। একটি ছোটো হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং-ক্যাপাসিটি এতটাই যে, তা রক্তকে প্রায় তিনতলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত পাম্প করে উপরে তুলতে পারে।

১৩। মানুষ হয়েও আমরা এই সত্যটি জানি না যে, গড়ে একজন মানুষের চোখে বছরে ৪২ লাখ বার পলক ফেলে।

১৪। মাউন্ট এভারেস্টের ওপরে ৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) জল ফুটতে শুরু করে। এমনিতে জল ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) ফোটে।

১৫। পৃথিবীতে গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ৬০০০ নতুন কম্পিউটার ভাইরাসের জন্ম হয়; যদিও আমরা মাত্র ৫০টি বা তার কাছাকাছি ভাইরাসকেই চিনতে পারি আর বাকিগুলো অজানাই থেকে যায়।

ফাতেমা-তুজ-জহুরা
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : গ, রোল : ১৫৬

জানা ও অজানা

বিজ্ঞানের জগৎটা বেশ মজার। অবশ্য এই মজাটা পাওয়া যায় যদি বিষয়টি উপভোগ করা যায়। এখানে কয়েকটি মজার বৈজ্ঞানিক বিষয় জানাচ্ছি :

* পৃথিবীতে শুধু বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারের পুকুরেই বিলুপ্তপ্রায় "বোস্তামী কাছিম" রয়েছে।

* আপেল কেটে রেখে দিলে তা বাদামি বর্ণের হয়ে যায়; আপেলের ফেরাস অক্সাইড আপেলের উৎসেচকের বিক্রিয়ায় ফেরিক অক্সাইড নামক রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হওয়ার কারণে। আপেলকে টুকরো টুকরো করে কেটে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মেশানো জলে সেগুলো ধুয়ে নিলে বাদামি বর্ণ দূর হয়।

* ডলফিন একচোখ খোলা রেখে ঘুমায়।

* শুধু স্ত্রী মশারাই রক্ত পান করে। অন্যদিকে, পুরুষ মশাগুলি সবজিভুক বা মধু পান করে।

* মানুষের নখ প্রতিদিন ০.০১৭১৫ ইঞ্চি করে বাড়ে।

* একজন মানুষের শরীর থেকে প্রতিদিন গড়ে এক কাপের সমান ঘাম ঝরে।

* নারীরা চোখের পলক ফেলে পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি।

* মোনালিসা ছবিতে একটু মনোযোগে লক্ষ করলে দেখতে পারেন মোনালিসার কোনো আইব্রো নেই।

* শামুক তিন বছর ঘুমিয়ে কাটাতে পারে।

* দেহের সব শিরা-উপশিরাকে পাশাপাশি সাজালে দেড় একর জমির প্রয়োজন হবে।

* গরু বা ছাগলের ছোটো বাচ্চা দেখেছেন কীরকম তিড়িংবিড়িং লাফায়! শুধু এরাই নয়; সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাচ্চারাই লাফালাফি করে। শুধু হাতির বাচ্চারাই লাফাতে পারে না।

* গণ্ডার এক অদ্ভুত প্রাণী। এরা যখন ছুটে চলে তখন কেবল সোজা পথেই চলে; কারণ আঁকাবাঁকা পথে ছুটতে হলে দেহের যে নমনীয়তা থাকার কথা তা গণ্ডারের একেবারেই নেই। তাই কাউকে যদি গণ্ডার তাড়া করে, তবে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো এঁকেবেঁকে দৌঁড়ানো।

* কুমির শিকার খেয়ে ফেলার পর বেশ কয়েকটি পাথর খেয়ে নেয়। কুমিরের হজমশক্তি খুব খারাপ হওয়ার কারণে গিলে ফেলা খাবার হজম হতে অনেক সময় নেয়। পাথরগুলো পেটে যাওয়ার পর সেগুলোর ঘর্ষণে গিলেফেলা খাদ্য অনেকটা নরম হয়ে যায়। ফলে সেগুলো সহজেই হজম হতে পারে।

* পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই হাসতে পারে। হাসির মর্ম শুধু মানুষই বোঝে। অবশ্য হায়নারাও হাসির মতো শব্দ করে।

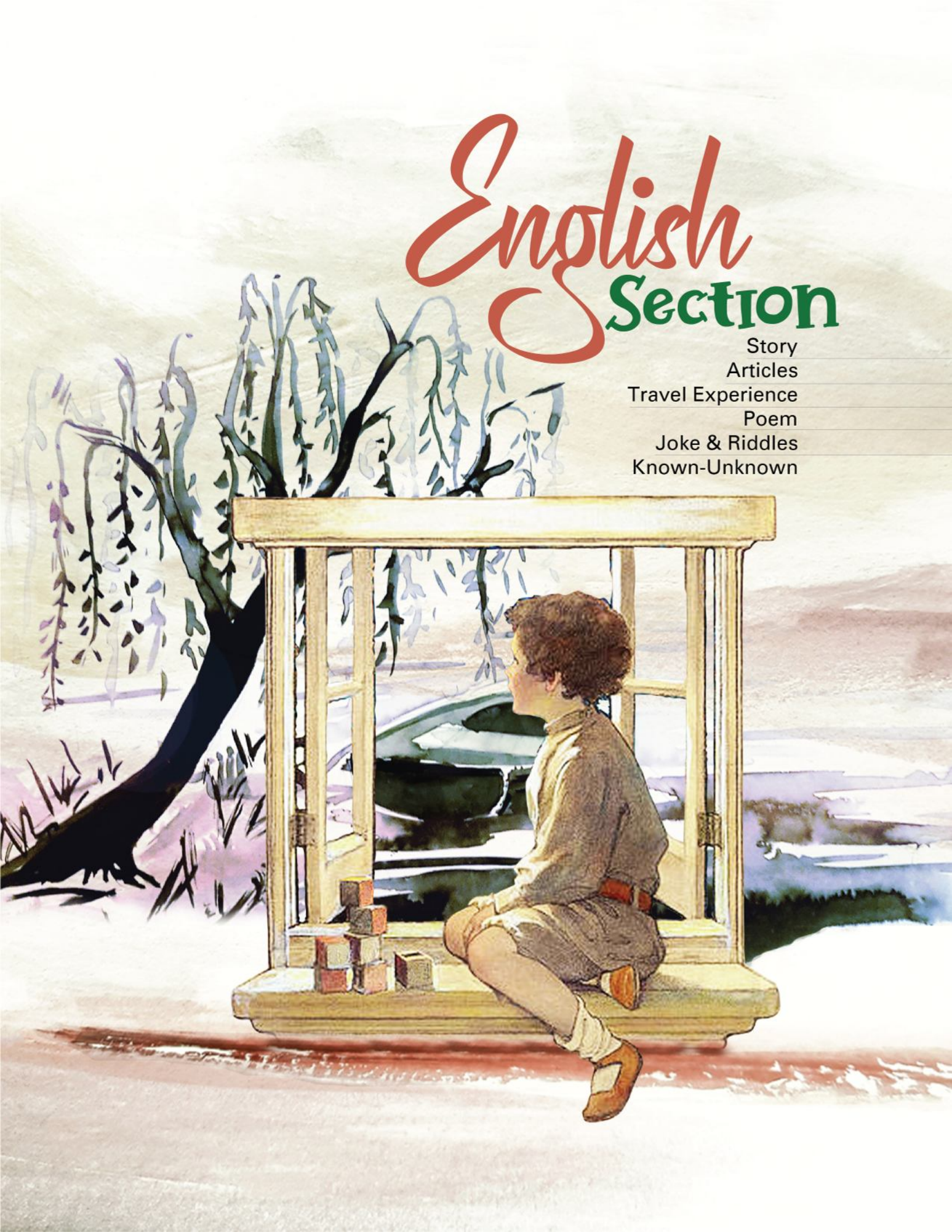

English Section

Story
Articles
Travel Experience
Poem
Joke & Riddles
Known-Unknown

Fariza Zaman
Assistant teacher

Getting OLD WITH YOU

I still remember the day, I planted you with my own hand, I remember me when I ripped up the plants in my mother's garden. I remember getting caught by the old lady. She was old and frail but something about her made me stand and listen to her, "My child" she said, "You, in your ignorance, are ripping up these pedants .Why?"

"It makes me feel like God, having power over these plants. Knowing that I can rip them and do as I please, they cannot say anything." My words felt decidedly silly, even to myself.

"Try giving life instead of taking it away. You may not understand it now, but the future is in your hands" She gave me a sapling. For the first time, I held you in my arms. I did have half a mind to destroy you, rip you up, it would have been easy. But somehow I didn't. Instead, I spent hours in my father's library, reading up on what you needed to survive, I read that you were resilient. I liked that about you. You needed a lot of water. So, I planted you in the place where I know you would get the waters you need, on the bank of the river bordering the village. I took care of you, nurtured you. You grew just as I did. And when I came back to home, you were always there to embrace me with your welcoming shade. In you I found the truth of life – The feeling of power that one gets from earning and nurturing others is great from the rust you get when you destroy someone.

We were good friends while leaving the village for higher studies to have degree from university. Every time I came on vacation, you were there to listen to the knowledge that I learnt. So, to me you graduated also as I am.

You saw me getting married and let you have part of you as a present from you. You saw me having my son and daughter and then my grandchildren and made yourself a shelter to play under. In many ways, you were my first child, the child that did not cheat, but is mine nonetheless. Now, I am old and frail, much like the lady who gave you to me. I could not take care of you any longer and could not visit you as much as I wish to. But here I am back in your embrace. My time here is done, you have been here about one century now, you have been the joys of and sorrows of generations, you are our friend, our parent that gave us shelters when we had none and firewood to fight the biting cold and energy source to cook with. The government wants to build a highway through the village, and build a few factories along the banks of the river.

They want to cut you down, strip you, make planks and other building materials out of you and burn whatever is left as firewood. To them, you are just a tree, you are replaceable. They don't know your true worth; they haven't learnt the truth of life. They don't know who you are to me!

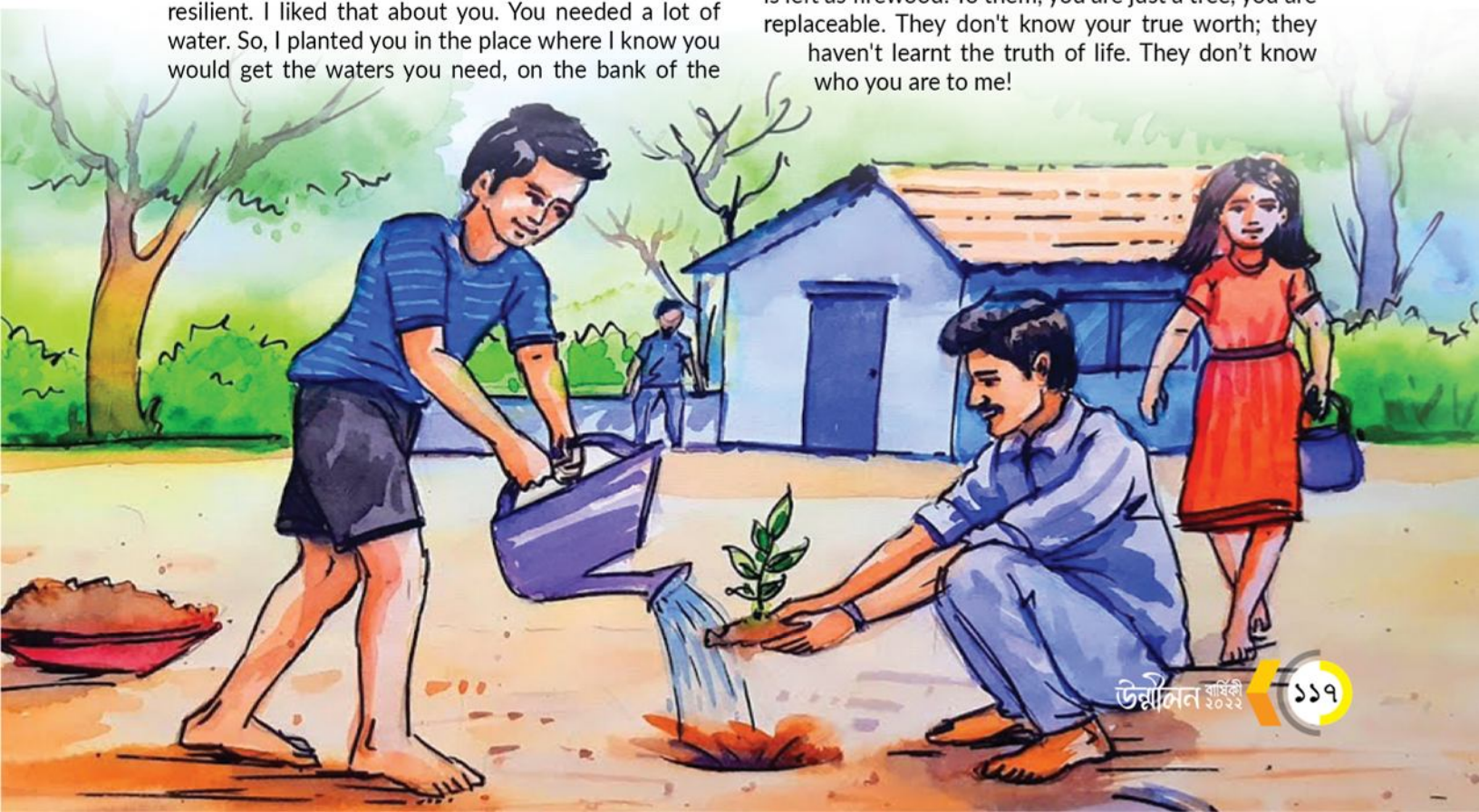

Friend

Takia Tasnim
Class : XI,
Section : E
Roll : 415

It was March, 2022 Wednesday. The sun was shining like gold! I left my school life behind and started a new session. My college life starts. After studying 13 years and an additional 1 year for the pandemic, my school session ended and finally my first day at college was full of mixed feelings. From class six, I am a part of this institution. That was my school life and now it has just swiped to college. Same institution, same campus, same canteen, same environment, those known faces and me. Teachers warmly welcomed us with a tuberose stick. It was such a wonderful experience. But, something was missing and it was punching me again and again. That was 'Nashra', my friend.

As I've already said, I'm a part of this institution from class-six. It's more than 5 years. I entered this place with her the admission test, the viva exam, the first class of CPSCM-everything, we were together. We were new to everyone when we came here. The environment and everything was new, but we're only known to each other. In 2016, maybe in January, Nashra and I met for the first time. I visited the place and then it was our first class too. I still remember, she said that- "Look! Everyone is known to each other. Only we are strangers to all. Only we are unknown. Everyone is unknown to us. What weird feelings!" Yes, everything was unknown to us, but with time, we were introduced to everybody and everything and now everything here is like home. As I started my journey in this place, with her, there are memories everywhere with her and closing my eyes, I can feel it still now. I'll never forget them.

As I was saying, It was my first day at college, it was definitely not like the first day at school or whatever. Still, I was excited for it. But, when I just entered the old it was a memorable place again, I was just lost for words. I was literally feeling like Nashra is behind me and coming with us to our new session of our study life- the second session. Going through every step I was feeling like, she's with me like she did in 2016. Even after entering the class, I felt like she's beside me and observing everything. All the teachers were warmly coming to our class and having their introductory speech. Also, about the academic plan of the whole year and for HSC four periods passed and finally the bell rings. That means our class is over. It's time to go home. The breakdown of my heart finally got an unexpected surprise. A little girl named Nashra, stuck with me, she was looking so cute in uniform. I came to know her name, because of her nameplate. Like this, my first day at college ended.

Nashra was one of the closest friends. She left us on 7th August 2021. She'll never be there for us again. She was such a talented girl and very good at studies. We've lost such a talent! Our class felt lifeless without her. She was like a sweet, sour & spicy picket. She was the nucleus of our class. Nashra will stay forever in our memories. May Allah grant her Jannah and make the journey of Akhirah easier for her.

Focus

Marria Rahman Noor
Class : Seven, Section : C
Roll : 25

There is no end to the excitement, but as soon as I took the bike in hand, my mind seems to be sinking. The mind said, Can I drive? My father taught me various techniques. Even then, as I was sitting on the seat of the bicycle, I felt as if the bicycle were deliberately throwing me away.

We were under house-arrest in Covid-19, especially when I had not been out of the house for a long time. At that time it was really difficult to think of myself as a resident of this world. My house has two rooms. There was no pressure to read the text; the schedule is only two online classes, again 40 minutes. Two assignments a week to do. YouTube was a helper. The rest of the time, we were busy with online games, cartoons, movies etc.

Suddenly, one day, I went out with my father to sign a bank form. But what a surprise we got out of the house on the street. I can't walk. I feel like one of my legs is sticking to the other, as if I am stumbling. That was my situation! Dad said, after walking a while you will be fine. Yes, that's right. It took about 2 months to recover. On the other hand, my physical growth reached a noticeable level. I got fat. By the way, a cherished childhood dream was coming to my mind I told father; I want to learn to ride a bicycle. Immediately my father brought my cousin's bicycle. There is no end to the excitement, but as soon as I took the bike in hand, my mind seems to be sinking. The mind said, Can I drive? My father taught me various techniques. Even then, as I was sitting on the seat of the bicycle, I felt as if the bicycle were deliberately throwing me away. I kept trying. The bike was repeatedly throwing me. And I was slowly shrinking. But my father's encouragement inspired me. I sleep at night and ride a bicycle. The next day I went out on a bicycle in the open filed. Dad is with me. After about 2 hours of third day I could. Once I got up on the paddle and completed one round on the field, it seemed to me that I had conquered the world.

In fact, when inability turns into ability, when the difficult task gets easy, a really different feeling works! If there is perseverance, right direction and concentration behind anything, you will win. Focus and master!

Bangabandhu and our Independence

Nobonita Saha Puja
Class : XI, Section : I, Roll : 339

'Friendship to all, malice to none'
-Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The achievement of the independence of Bangladesh is the best achievement of Bangalees within thousand years. Behind this achievement the name of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is closely connected. He is an undisputed leader. In 1947, after the division of India subcontinent, two states India and Pakistan were born. After a few years of the birth of Pakistan, it became clear that we, the Bangalees are being deprived. As a result, discrimination and subjugation of opprobrium surrounded us in all respects. All that very time, the glorious appearance of Sheikh Mujibur Rahman encouraged us. His uncommon patriotism and fore-sighted leadership made the Bangalees united. "Grateful Bangalee nation adoringly crowded him with the title of Bangabandhu."

In his political life, he was inspired by Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq, Mawlana Abdul Hamid khan Bhashani, Hossain Shahid Suhrawardy and Subhash Chandra Bose. He came in touch of active polities since his student life. He was very brave and protesting. For that reason, he had to test the imprisonment in his life. He was the first to think over the separate existence of Bangalee nation. Gradually In 1970 his party 'Awami League' got 167 seats in the first Pakistan's National Assembly and formed majority but Pakistan government didn't hand over the power. As a result, Bangabandhu called on a non-cooperation movement. Pakistan Army started oppressing the Bangalees. On 7 March 1971, he delivered his speech at Dhaka historical Racecourse Maidan and united the whole nation. At the last of the speech he declared –

"This struggle of this time
is for our liberty and
independence."

In the midnight of 25 March, Pakistani Army attacked Rajarbag Police line and Jagannath Hall. Finding no other way, Bangabandhu declared our independence in the first hours of 26 March. Bangabandhu passed the declaration through a voice message guest before he was arrested by the Pakistani Army. As a result, people of all walks of life joined the struggle of independence. For that reason, 16 December 1971, 'the sacrifice of millions of martyrs' blood, we got red and green flag and sovereign Bangladesh.

We see, the contribution of Sheikh Mujibur Rahman is indescribable and out of gratitude the Bangalees call him the father of the nation. Though Bangabandhu is no more, his inspiration is still alive. Our responsibilities are to lead our country towards prosperity and safeguard our sovereignty to form and uphold the glory of 'Sonar Bangla' as Bangabandhu dreamt.

VALIANT HEROINES

Taramon Bibi

Sitara Begum

Kakon Bibi

Humayra Tabassum Saba
Class : Eleven
Section : J, Roll : 495

The liberation war of Bangladesh started after the announcement of independence by the great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 26th March 1971. After the valiant struggle of nine months, on 16th December 1971, Bangladesh claimed its independence from Pakistan. In the war, the Bangladeshi women also contributed alongside the men.

They participated in the war of liberation in the form of guerrilla fighters, informers, mothers, nurses, doctors, organizers, motivational singers, journalist writers, volunteers etc.

Considering the above issue, it is needless to say that the women of this country made significant contributions to achieving the victory in country's liberation war against the Pakistani juntas. Capturing the magnitude of our women's sacrifice is beyond the capacity of this article. Therefore, this article aims at introducing some of those valiant women who contributed in our liberation war.

TARAMON BIBI : When Taramon was only 13 or 14 years old, she joined the liberation army. The brave teenagers girl had fought bravely in the direct battles against enemies.

Taramon was honored with the Bir Protik title by Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman in 1973 for her active in defying the Pakistani force with arms under Sector 11.

SITARA BEGUM : Sitara was a medical student. After receiving the medical degree, Sitara joined as a lieutenant in the medical corp of army in 1970. During the wartime, Captain Dr. Sitara was the commanding officer of the hospital under sector 2. Besides, Taramon Bibi, Sitara Begum is another woman who was honored with the Bir Protik title.

KAKON BIBI : Kakon Bibi was born in a tribe community. Kakon joined the liberation war, leaving her three-day old infant at home. She participated in around 20 frontal fights under sector 9. She was not only a freedom fighter but also acted as a war spy. The brave girl was known as the freedom girl of Khasi. She died on 12 March, 2018.

SHIRIN BANU MITIL : Shirin was studying graduation at Pabna Edward College in 1971. Shirin was preparing herself for fighting when got directions from Bangabandhu on March 07, 1971. But being a woman she was at a disadvantage for participating in direct combat. But, her determination helped her to find an alternative. She disguised herself as a boy and joined the war.

GEETA KAR : The Pakistani military killed Geeta's father in the liberation war of 1971. Geeta was shocked but not afraid; she decided to fight for her motherland. For receiving fighting training, the 15-year-old girl left home headed for India. After completing the training, Geeta enlisted here name in the Mukti Bahini.

There are many women whose contribution is unforgettable in the pages of history. For these women it was a battle of survival, a terrible struggle for survival that did not end with the war. Whether it is war day or normal time, women's journey is never easy. Women continue to break the shackles of inequality, injustice, maltreatment and marginalization. Respect and honour to all these valiant heroines.

Shirin Banu Mitil

The Crazy Hason died on 6th December, 1922. He was buried in a self-made grave beside his mother's grave. Although the mystic poet is no more, he has remained in our heart through his great contributions.

A MYSTIC BARD OF BANGLADESH

Arisha Binte Foysal
Class : Seven
Section : A, Roll : 01

Bangladesh is a land, full of famous and mysterious persons. Hason Raja is one of the most famous mystic bards of our country. He was born on 21st December, 1854 in Lakshmansree, now Sunamganj of a Bangalee Muslim Zamindar family. His father was Dewan Ali Raja and mother was Humnat Jahan Bibi. He did not receive much formal education. He was good at Arabic and Persian language.

He was truly an animal lover. He liked horses. His two favourite horses were 'Jom Bahadur' and 'Chand Mushki'.

He had a very luxurious life. He had all the things- wealth, money etc. But at a time, he realized that they all are meaningless. So he gave away all his lands and wealth. Then he started to think about Creator, 'Life', 'Death' and 'Mankind' and all the spiritual things. He wrote a lot of songs and we can feel his thoughts and feelings by listening them. Such as- 'Loke Bole Bole Re'- a song of him indicating that all buildings, palace are useless.

One of his famous song is 'Matiro Pinjirar Majhe' in which he told that everyone will merge into the ground one day. His other songs are 'Baula ke Banailo Rey', 'Nisha Lagilo Re'. 'Kanai Tumi Kheir Khelao Kene' etc. In these songs he expressed his curiosity of knowing how Creator has created us. He also expelled that his mind was not so attached to the prosperity of the world.

Perhaps, his songs will be hundred in number. His book called 'Hason Udash' was published in 1906 containing 206 songs. In his songs, he called himself 'crazy or the Pagla Hason Raja'. A volume called "Hason Raja Samagra" was also published. The book contained 500 poems and songs. Some of the songs were written in Hindi by the poet.

Hason Raja's songs were very popular in Sylhet. But very soon they spread all over Bangladesh and beyond.

In 1930, in a lecture about 'Philosophy and Music' in Oxford University Rabindranath Tagore dedicated Pagla Hason in the speech of 'The Religion of Man'.

The Crazy Hason died on 6th December, 1922. He was buried in a self-made grave beside his mother's grave. Although the mystic poet is no more, he has remained in our heart through his great contributions.

Tamanna Tasnim
Class : XI, Section : E
Roll : 405

Welcome to MYMENSINGH

Mymensingh is one of the sixteen old districts of Bangladesh which was constituted by British East India Company on 1 May, 1787. It has a rich heritage in cultural and political history. It is often termed as educational city. So, come and have a visit to the beautiful city which is situated on the bank of Buriganga and enriched with cultural heritage.

Shoshi Lodge : Shoshi Lodge is located at Mymensingh district headquarters. In 19th century, Maharaj Suryakant Acharya Chowdhurry, the zamindar of Muktagasa built the spectacular palace. It has a magnificent garden in front of the main building. In the middle of garden is a marble statue of the Greek Goddess Venus with a white stone fountain Behind the main building of 18 huge rooms are two storied bathrooms, ponds and marble ghats. It was acquired by archaeological department of Government of Bangladesh to set up the museum on 4 April, 2015.

Muktagasa Zamindar House : Muktagasa Zamindar House is a traditional ancient structure of Muktagasa Upazila in the Mymensingh district. This Muktagasa palace is located 17 km from Mymensingh town. The zamindar of the then Mutstagasa got the title of Maharaja from the British. So, the residence of zamindar is called Muktagasa Rajbari. 16 parts of Muktagasa zamindari were ruled by 16 zamindars, The Palace built on about 100 acres of land bears witness to the unique artifacts of ancient architecture.

Botanical Garden : The Botanical Garden in Bangladesh Agriculture University in Mymensingh is the first botanical garden in Bangladesh, recognized by the international Organization. The Botanical Garden's Conservation has about 600 different plants, including 1000 large, 1278 medium and 4467 small trees. This garden is used for the students of various faculties in at graduate masters and Ph. D levels.

Shilpacharya Zainul Abedin Sangrahashala : It has been set up on the banks of the Brahmaputra River at the Shaheb Quarter area of Mymensingh. The art gallery includes the paintings of Zainul Abedin, a Pioneer of country's modern art movement as well as an art school, art cottage and open air stage.

Moyna Dwip : The delta that woke up in Brahmaputra river near Bangladesh Agricultural University just 6 km from Mymensingh city is known as Moyna Char or Moyna Island. It is heard that Moyna Mia an activist of anti. British movement lived here, he used to spend time playing flutes while silting under the free in leisure.

Martyr's Memorial Pillar : Martyr's Memorial Pillar was erected near the Bangladesh-China Friendship Bridge at Shambhuganj to remember the martyrs of the war of liberation in Mymensingh which was built by the Mymensingh district administration. A rifle is visible at the center of this monument which contains a blooming Shapla on top of the bayonet.

Apart from this, Mymensingh also has another memorial Bijoy 71' at Bangladesh Agricultural University.

So, if you accept the invitation Mymensingh will certainly enrich you.

THE MESSAGE OF PANDEMIC

Shijil Shafi Arunan
Class : XI
Section : E
Roll : 421

Corona virus disease 2019 (Covid-19) is a contagious disease caused by severe acute respiratory syndrome Corona virus 2 (SARS COV-2). The first case was identified in Wuhan, China, in December 2019. About 470 M cases were detected worldwide and the number of deaths was around 6.07M. First case of Covid in Bangladesh was first detected on 8 March, 2020. Until now, total cases are about 1.95 M and deaths are around 30K. To prevent the disease from spreading, lockdown was announced in every country, which brought many sufferings. Among all the deaths, shortage of food, constant unemployment, mental pressure, the world became a living hell. But as time had passed by, we did come up with the situation and now here we are. If we look back, we will see sufferings. But even among those hard times, we got to learn so many things which can be counted as the positive effect of Covid. Of all the negative things going on, the slightest positive side made us survives the pandemic.

Personal rest and refreshment : During the pandemic period, we got a lot of time for ourselves. We got to rest a lot, give our body a good break. People got to do things they wanted to try but couldn't because of shortage of time. We picked up some hobbies, learnt more about own self. We got chance to expand our knowledge. We gave a break

With the closing of mills and factories, companies and everything, the pollution level decreased by a bit. Human beings are aware of the importance of keeping the balance of nature.

to develop our mental health. As we know mental health and physical health is most important because it lasts with us forever.

Healthy habit and to keep fit : People started to maintain health and hygiene. To avoid getting affected by Covid, it was instructed to wash hands, wear masks, keep environment clean. So, in order to survive, we grew a habit of being hygienic. Also to increase our body resistance, we started to work out in our home as much we could and started to eat healthy. We got our life into a good routine.

Quality time spending with family : One thing humans got to do during the pandemic is spend quality time with family. They took out time for their families from their rustic life and try out many new activities. People got to fill up for the lost times due to business.

Positive Impact on Environment and Ecology : With the closing of mills and factories, companies and everything, the pollution level decreased by a bit. Human beings are aware of the importance of keeping the balance of nature. As the balance of nature keeps falling, disasters happen. Covid brought a positive effect on nature.

Nurturing creativity : As mentioned earlier, due to a lot of free time, people nurtured their own creativity. From this, they introduced a lot of new things to the world. New contents were created. New forms of entertainment were created which made people smile.

Use of technology in effective sectors : We know, communication technology played most important role during lockdown as everything got virtual. We were able to continue doing classes, conferences, meetings through technology, we could shop, buy groceries, get food delivered and many more. So, technology was used in the most effective way during Covid.

The mentioned points are some out of many. No one would say that the pandemic period was easy or happy one. But as we cling on to it, we are improving. Recently no death cases were found in Bangladesh. Most people are vaccinated. We wanted to overcome this disease and now here we are. Covid-19 taught us how to be physically and mentally strong, we can dislike it, but can't overlook what it taught us, we should use this teaching to have a better future.

Ashfia Bintae Hassan
Class : Nine, Section : F, Roll : 12

LIFE IS BEAUTIFUL!

Life is beautiful and precious. We only have one life to live. The world is brutal and suicide is considered as a desperate attempt to escape from the pain the suffering that has become unbearable. Motives for suicide are usually things like pain, misery and despairs. It's tough because the pain is real and sometimes suffocating. Most suicide cases are due to temporary depression or despair, when feeling of being alone and hopelessness appears. We want to give up. It isn't simple but there is a way to keep facing life but one need to troy at least. Blinded by feelings a person can't see any others way of finding belief except death. They wish there was an alternative way to suicide by they just can't see one and in the process they forget about misery that their death brings. But suicide can't be a solution to any problem.

There can be many reasons for his/her depression. That can be extra pressure of study. Pressure is rude to get good grades in exams. But sometimes the pressure becomes overloaded and it turns the child mentally depressed. And then they try to find a way to get relief. Sometimes a child gets bullied for her physical structure. It makes them despair towards themselves. They hesitate to love themselves. When people get desperate, they cannot hold their emotions.

Mom-dad's separation is a major reason for depression. A child cannot endure the pain. And they get depressed. It harms their mental state as everyone wants to stay with their parents. They cannot choose one of them to stay with. They can't find a solution. It makes them desperate. When people get desperate, they cannot hold their emotions. And try to harm themselves.

If someone is depressed and tries to committee suicide, we should try to help them to solve their problems and try to make them feel better. But before that we should know the signs.

Know the signs :

- Extreme mood swing.
- Feelings of hopelessness.
- Losing interest in activities.
- Talking about death on suicide.
- Saying that they are a burden.
- Withdrawing from family and friends.

If we see those signs in someone we shouldn't leave them alone. If they seem to be in imminent danger of hurting themselves do not leave them. We should take some steps in order to help themselves.

1. Don't Discount Their Feelings : You may think that their problems aren't serious enough to warrant suicidal thoughts on behaviors, what really matters are how they perceive to them to be.

If a person is making comments that seem to indicate that they are depressed, you should always take them seriously.

2. Be a Good Listeners : Being able to talk with a caring friend and unburden yourself from your troubles that can lead to a suicide attempt. Being a good listener doesn't require any special skill.

3. Know that secrets can kill : If the person asks you not to tell anyone, be aware that you may have to break you promise in order to help them.

There can be so many big difficulties in our life. But that doesn't mean our life ends here. We should cherish every moment of our life. No matter what happen instead of suicide we can try to find a solution of our problem. We should try to make our life beautiful. And also help others to make their life better and beautiful.

Md. Sohan Al Sadi
Class : Nine, Section : G
Roll : 15

Cyber bullying is a current phenomenon in the network era. It is not a new thing for Bangladesh, but this time it is a serious issue.

Cyber bullying rises exponentially. It has affected our lives and society.

What is Cyber Bullying : Cyber bullying is bullying that takes place over digital devices like cell phones, computers and tablets. Cyber bullying can occur through SMS, text and apps or online in social media, forums or gaming where people can view, participate in or share content. Cyber bullying includes sending, posting or sharing negative, harmful, false and mean content about someone else. It can include sharing personal or private information about someone else causing embarrassment or humiliation. Some Cyber bullying crosses the line into unlawful or criminal behavior.

The most common places where Cyber bullying occurs :

i) Social Media, such as Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok etc.

ii) Text messaging and messaging apps on mobile or tablet devices.

iii) Instant messaging direct messaging online chatting over the internet.

iv) Online forums, chat rooms and massage boards, such as Reddit.

v) Email.

vi) Online gaming communities.

Some Types of Cyber bullying : Since the internet is a wide world, there are several ways to use it for any purpose we want. There are websites, forums and various platforms that can be explored for one's purpose. Some most common types of Cyber bullying are :

i) Threatening messages through WhatsApp and SMS.

ii) Making fun of the victim through posting personal stuff on social media platforms like facebook and Instagram.

iii) Creating and using fake profiles to get attention gather some information and then humiliate the target person.

iv) Creating a negative image of the bullied by posting such stuff.

v) Using fake images and text to humiliate the person.

Causes of Cyber bullying : The cause of Cyber bullying lies in the motivation of the bully. Why does a person choose to bully and what makes him that confident? It all starts when one person decides

to cross the limits to humiliate the other one. Some causes of Cyber bullying are discussed below :

A Lack of Empathy : Where technology has opened up space, it has also given the authority of stating any opinion, criticizing anyone while sitting at home. It is very easy to distance oneself from the intense situations over the internet by just shutting it down. That's why people who don't realize the level of pain at that they might cause to the other person are the ones who become bully. This makes them feed powerful.

Feeling Inferior to Others : The thought of having the authority to decide who deserves what is one of the main causes of Cyber bullying. When it is about the school the kids often feel that they should do something to make themselves feel superior. For this, they tend to discredit or bully other people to make them feel inferior. Somehow, they think that it is okay to bully others because of their status.

Self-loathing : Studies have found that there is a strong connection between the people who have been bullied previously and those who are bulling now. The people who were once victims might return as a bully to vent the anger that they have on others. But somehow, the cycle continues and they end up hurting innocent kids too.

Addiction : If we have been using social media platforms like facebook or Instagram, we might know how difficult it is to ignore the messages and notifications. So, when a bully starts something on such platforms, continuous engagement makes us get addicted to it.

Effects of Cyber bullying : While effects of ground bullying may result in avoiding a person or school, the effects of Cyber bullying reach further. As said earlier, the person being bullied may not feel safe anywhere. The person would be afraid even in his or her house, though his/her parents may be at home.

The visible symptoms of Cyber bullying are :

1. Child looking pensive most of the times.
2. Lack of interest in socializing.
3. Afraid of phones.
4. Drop in grades.
5. Loss of interest in things once enjoyed.
6. Lack of sleep.
7. Fear, visible on the victim's face.
8. Loss of self-esteem.

The effects of Cyber bullying can get more serious like unexplained anxiety, chronic depression i.e. (lack of interest in anything and the child keeps to his or her room all the time, panic and fear, etc. If parents notice any such symptoms, they must take the child to a counselor.

How to prevent Cyber bullying : The easiest path that could be taken is to stay away from the bully and ignore the person. But since Cyber bullying takes place via the medium of the internet and the most of them are children or young adults, it would be a difficult path to follow. Parents and schools need to step in to prevent Cyber bullying. Schools and colleges should have an active anti-bullying policy. If such cases are found, schools should invoke counseling via therapists. We need to be aware that both the victim and the person who bullies need counseling.

Coming to the prevention of Cyber bullying the US federal government recommends keeping an eye on what our child is doing.

Steps to be taken :

1. Restrict access to the internet by blocking certain websites.
2. Allow time-based surfing and mobile usage.
3. Check into the activities of the children using any software.
4. Keep the password of the child account and use it once in a while to check online activities of children.
5. Block people who may be harassing your kids.

To create a sensible, compassionate and humane new generation, it's a must to address Cyber bullying and ensure widespread education on it.

PASSION

Raiyana Rahman Rhidi
Class : XI, Section : E
Roll : 401

Dance is my passion and I enjoy dancing a lot. I started dancing when I was six years old. Dancing makes me feel happy and relaxed. Even, when I am sad, I put on music to dance to vent out my feelings. I always participate in dance competitions and have even won a few. I tried many dance forms but discovered that I am most comfortable in Indian Classical dance. So, I am learning Kathak from my dance teacher. Kathak is one of the eight major forms of Indian classical dance. The term “Kathak” is derived from the Vedic Sanskrit word “Katha" which means story and "Kathakar" which means the one who tells a story or to do with stories. The origin of Kathak is traditionally attributed to the traveling bands of ancient northern India. Wandering Kathakars communicated stories from the great epics and ancient mythology through dance, songs and music. Kathak dancers tell various stories through their hand movements and extensive footwork, body movements and flexibility but most importantly through their facial expressions. Kathak evolved during the Bhakti movement, particularly by incorporating the childhood and stories of Hindu god Krishna, as well as independently in the courts of north-Indian Kingdoms.

Kathak is found in three distinct forms called "Gharanas," named after the cities where the Kathak dance tradition evolved : Taipur, Banaras and Lucknow. Kathak performances include Urdu Ghazals and commonly used instruments brought during the Mughal period. The Kathak dance form emphasizes rhythmic foot movements, adorned with small bells (Ghugroo) and the movement harmonized to the music. The legs and torso are generally straight and the story is told through a developed vocabulary based on the gestures of arms , facial expressions, eyes and eyebrow movement. The main focus of the dance becomes the eyes and the foot movements. The eyes work as a medium of communication. With the eyebrows the dance gives various facial expression. Kathak as a performance art has survived and thrived as an oral tradition, innovated and taught and from one generation to another verbally and through practice. It transitioned, adapted and integrated the tastes of the Mughal courts in the 16th and 17th centuries, Particularly by Akbar, but stagnated and went into decline during the British Colonial era.

So, if we look back at history, dance has been a part of our human history since the earliest records.

TELEPORTATION

Dream or Reality?

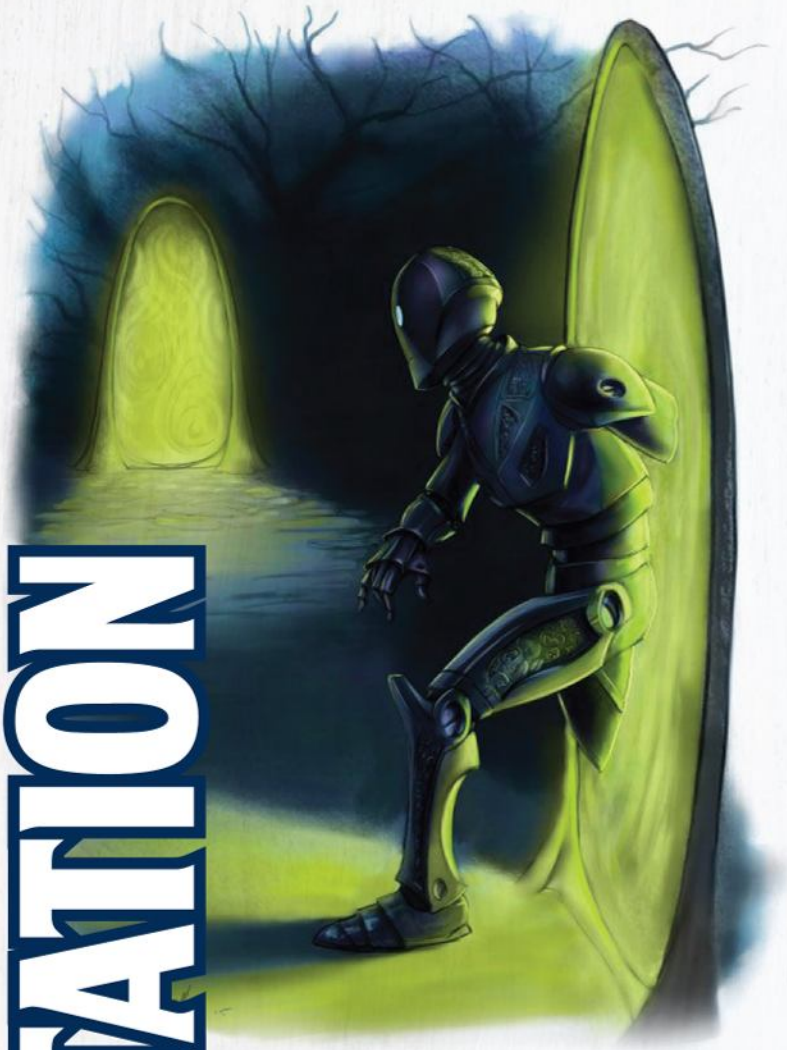

Md. Tahmid Azmaeen
Class : Nine
Section : F, Roll : 107

Now come to the most exciting part : teleporting a human. As much as it seems exciting, it is not possible yet due to various engineering constraints that weigh heavily on the possibility of it occurring. So, our technology should be much upgraded.

Teleportation is the hypothetical transfer of an object from one place to another without traveling the physical space between them. In simple words, it is the act of moving an object from one point to another without even crossing the distance. The concept of teleportation was first introduced in science fictions, novels and now it is pretty much possible in reality. The process of teleportation that were used in science fiction novels, didn't support science, they used some sort of magic-type things.

It is generally assumed that during the process of teleportation, the object travels at the speed of light in order to reach the other place instantaneously and without any loss of form incurred.

In 1999, a group of scientists have shown that, in principle, the process of teleportation is possible. But it would harm the object in the first place badly. Because the teleporting machine wasn't able to accurately pinpoint, examine and transfer the millions of atoms that make up an object. So, that is our first priority.

After that experiment, teleportation has been demonstrated in a number of systems including in the transmission of light fields, trapped ions among others.

In a book by Accardi (2009) he states that such discoveries have led to more research in the field of the quantum internet, where the technology will ensure the transmission of data from one place to another is done instantaneously gauging from the speeds of the internet that we are enjoying before teleportation. It seems then that the future looks promising for the net.

Now come to the most exciting part : teleporting a human. As much as it seems exciting, it is not possible yet due to various engineering constraints that weigh heavily on the possibility of it occurring. So, our technology should be much upgraded.

Nevertheless, teleportation does not disobey any fundamental lanes of physics and hence cannot be termed impossible. So, it's just a matter of time to teleport a human being properly, without damaging him!

MEMORABLE DAYS IN COX'S BAZAR

Musarrat Hasan Sara
Class : Nine, Section : F
Roll : 01

It was in December, 2021. My parents decided to make a trip to Cox's Bazar. We know, Cox's Bazar is the longest sea beach in the world. So, we were very excited to enjoy the beautiful view. We started for Cox's Bazar at 6 pm. on 23 December, 2021. It was a bus journey. We had to travel for the whole night in the bus. At last we reached Cox's Bazar at 7am. Then we went to our hotel and got fresh and rested for some time. After having breakfast we went to the Sugandha beach that we were longing for. There was a huge crowd of people on the beach. We all walked along the beach. As there were too many people, we couldn't get down in the water. Then at night, we visited the Barmis Market on the beach. There were lots of small temporary stalls. The shopkeepers were selling a variety of handmade bracelets, necklaces and home-decorating items made from snails, pearls, oysters, shells etc. We purchased some materials of our own choice to commemorate this memory. The next day, we went to Laboni Point to get a bath in the sea and as far as we could see, there was water and water. There were many places to discover. In Himchari, we climbed up a mountain by stairs and when we reached the top of the mountain, we all were overwhelmed by the sight. On one side, we could only see the peaks of mountains and on the other side there was the deep sea. We also visited Mini Bandarban. The full area was covered with green hills and this is why it is called Mini Bandarban. The green hues of the hills soothed our eyes with a lively freshness. We visited the Inani beach which was a bit far from the main city, and it is also eye-soothing. We got an excellent opportunity to go through the long way of Marine drive road. It made

us just spellbound. Almost the whole way was just by the sea shore. How aesthetic the creator is who has created such a beauty! After completing our Cox's Bazar visit, our last destination was Saint Martin Island. To go to Saint Martin, at first we had to go to Teknaf and then we had to go by ship. It was my first journey by ship and so I was very excited. We noticed from the deck of the ship, the river Naff divides the coast of Myanmar and the Teknaf. Then our ship sailed for Saint Martin. A huge crowd of charming Sea Gulls were following our ship. After a certain time, we noticed both the coasts of two countries were no longer visible. It meant we were in the deep sea then. It was really thrilling as well as alluring. After two and a half hours the Island gradually became visible before our eyes. We reached there at nearly 12 pm. We stayed there for 1 day. Saint Martin isn't very developed because it is quite far from the mainland. Then In the afternoon, we sat near the beach to enjoy the sunset. The water was so clear that we could even see the creatures underwater. It looked very charming. The sea and the sky mingled together on the horizon. On the beach, there were some bicycles for rent. My brother enjoyed riding bicycle on the beach during sunset which was really an exceptional experience. The sunset in Saint Martin created quite a different scenery. The sun was slowly sinking in the core of the deep sea! The next day was our last day at Saint Martin and also at Cox's Bazar. So, we tried our level best to enjoy every moment there. The time for our return-ship was just at noon. And finally we started to get back home after completing our trip. It was such a tour that I can never forget. This memory will remain ever fresh in my mind!

A TRIP TO Darjeeling

Aniruddha Saha
Class : Seven, Section : A
Roll : 195

For me the best journey was when me and my parents went to Darjeeling, India. It was 2019, the beginning of December after final examination. At that time, I was in Class 4 of MIS, a boy of ten years old. Before the journey my father asked me where I wanted to go for my winter vacation and the first place that came to my mind was Darjeeling. It has always been my dream. I had a dream to make a journey by plane. But my dream didn't come true. We had to travel by bus. We started our travel by bus at 8pm from Mymensingh and reached the Burimari-border at seven o'clock the next day in the morning. I was very happy at the beginning of the journey. After a while, I had a bad headache. I also vomited, several times. I became very tired and slept. At midnight our bus stopped before a restaurant. We took our supper there. The food in the restaurant was very costly. Then again we started our journey and reached Burimari border in the morning. My father hired a car. We entered India with that car. I was very thrilled when the car entered India. We stayed a few days in Siliguri at my relatives' house. I was very happy in Siliguri. From Siliguri we made our journey to Darjeeling by a Jeep. It took two hours to reach there. The road was very challenging. It was a hill track and zigzag. So, the jeep moved at a normal speed.

Darjeeling was so amazing, just how I had imagined. Tea garden of Darjeeling is very beautiful. Darjeeling tea is very costly and tasty. I was very tired but seeing the natural beauty of Darjeeling my tiredness went away. We saw many animals in the zoo of Darjeeling. We saw waterfalls in Darjeeling. From Darjeeling we can saw The Kanchanjangha. We saw the sunrise from Tiger hill in the morning. I liked everything about the place except the temperature. It was too cold there. I liked the food of Darjeeling very much. The food there was very spicy and I am a big fan of spicy food. Our hotel was great. The view from our hotel was unparalleled. Here every natural thing was heavenly. It seemed to me that the creator created everything with his own hand.

I enjoyed every single minute there and if I had to choose one place to go to I would go there again.

School Days in Norway

Mohammad Aaban Islam
Class : Six, Section : B
Roll : 287

When I was only 6 months old, I went to Norway with my parents. My father went there for his PhD degree. I lived there for about 4 years. When I was 1 year old. I started my first kindergarten named "Frydenhaug Barnehage." There are five departments in my kindergarten: Eika, Bjorka, Ospa, Grana and Furua. My first department was Eika with children aged 1-3 years old. Our kindergarten opened at 07:15 am and closed at 04:45 pm. There we spent a long time and enjoyed a lot. I have many Norwegian friends in my kindergarten but Magnus, Emil, Tobias, Anita, Yohana, Arvin, Saman, were my close friends. We played together and had lots of fun. There were a lot of toys, books, and tasty foods. I enjoyed the cooking games. I cooked so many items for my friends and served them. They also enjoyed it. Playing with sand and water was my favorite game. I also enjoyed playing with drums. Drawing pictures and paintings were my favorite hobbies. I also loved to play with 'Plastelina materials.' In winter season, Norway is covered with white snow and looked like a "Snow Fairy." We made snowballs, snowmen & had a lot of fun. In the winter time, we had lunch in the barbeque cottage. We also liked to read books with beautiful pictures, and listen to stories from our teachers. Ole Kristian, Siri, Mona, Neil, Solveig were my favorite teachers. They loved me so much. I also liked them a lot. Ole Kristian was my favorite teacher. He always told us amazing stories and took us to adventures. There was a wood room in my school where all of us make different things from wood. Ole Kristian always helped me in this crafting. I liked to draw pictures very much. So, I always went to the art room to do some paintings. Siri always helped me. Neil made sure that we stay tuned and we don't get lost. In summer, our teachers took us to the bathroom

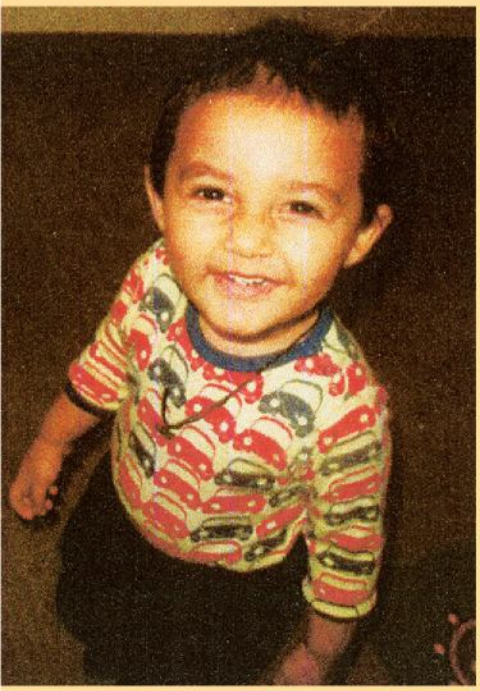

where we bathed and played with water. I used to play with water with my friends. In winter, I always slide down over the snow from a small hill in front of our school with my friends. Sometimes I play with snowballs. Sometimes our teacher took us to different places like the apple garden or beside the duck pond. When we go to the apple garden I always picked some apples and gave some of them to my friends or to my teachers. When we went to the pond, Ole Kristian would always take a loaf of bread. When we reached their Ole Kristian would divide the bread among all of us and we used to feed the ducks.

After 3 years my little brother was admitted to the school. Whenever I got time I used to go to him and play for some time and would come back to my class. When it was lunch time, I used to go with my friends and have lunch with them. After that, I would go to my brother and play with him. When lunch time was over, I came back to my class. Arvin was my best friend. We always played together, draw pictures together. When it was the rainy season we used to play with puddles and a lot of things. When me and my friends got time, we used to play with dough and make different kinds of foods. Our teachers would play with us too. Once, Siri and Mona were taking us to the library. I was very excited; as I entered the room I was surprised to find too many books. There were a lot of books with different pictures and drawings in it. Siri and Mona told us a story and we enjoyed it a lot. When school time was over, my mother or father would come to pick me and my little brother from our school. When I was four years and a half years old, my father completed his PhD and we came back to our homeland. I miss my teachers a lot and my friends too. But still today, I can recall my Kindergarten memories very clearly as if they were yesterday.

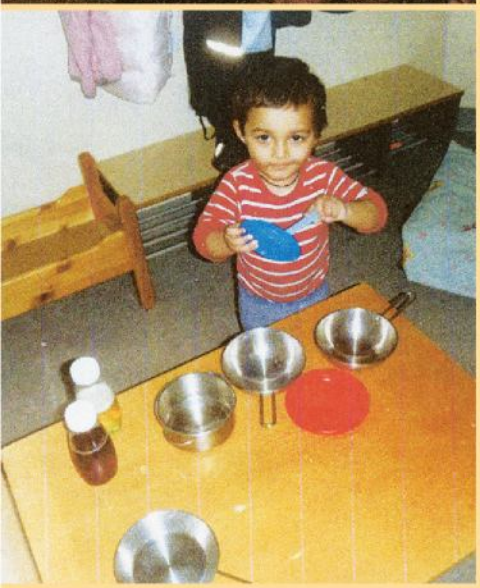

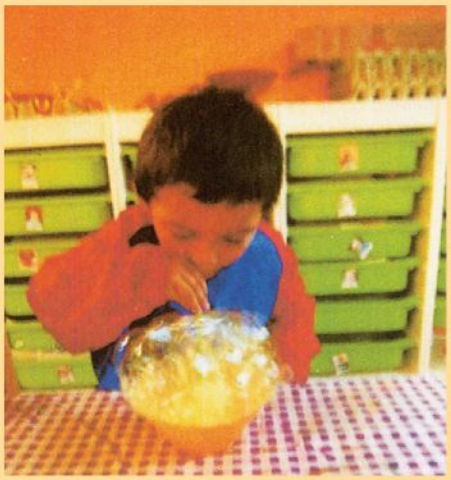

Desire

Ayesha Mahmud Dola
Class : Eight, Section : F
Roll : 243

Sometimes I Desire
to be like Sheikh Mujib
To become lover of strong voice,
Mixed in the sky and air of Bengal
In search of truth and justice.

I Desire to be like Sheikh Mujib
I point my finger.
This country is not a defeated power.
There is no place for
vultures in this country.

I Desire to be like Sheikh Mujib
Believing in people
By eye contacting with the
whole population and express
Man is above all truth,
nothing is above him.

I Desire to be like Sheikh Mujb
Call for love
I said in a thunderous voice,
Let's leave weapons and
cultivate roses.

I Desire to be like Sheikh Mujib
Be a conscientious leader
I say the fight for
the liberation of the nation.
Let's leave the quarrel and
fight with the brain.

Nasemul Muhit Efat
Class : XI, Section : J
Roll : 569

Life of a Soldier

If I die in a war zone
Box me up and send me home.
Put my medals on my chest,
Tell my Mom, I did my best.

Tell Dad not to bow
He won't get tension from me now.
Tell me brother to study perfectly.
Keys of my bike will be his permanently.

Tell me sister not to be upset.
Her brother will not rise after this sunset.
And tell my love not to cry.
Because I'm a soldier, born to die!

(Collected)

Until Death

Nuhin Elham Chowdhury
Class : Eight, Section : E
Roll : 47

Crawling through a green field
With an unknown fate to yield.
Only drinking the milk of cows
Not yet ready to make my vows.

As time passes by,
I walk through a sunny plain
Sit at the shade of a tree
Listening to the chirping of birds
I am completely free!
Preparing to make my vows.

As time passes by,
I walk through a green forest
So many possibilities!
Chewing on a ripe berry
With a book in my hand
I feel so merry!
Learning to make my vows.
As time passes by
I slowly walk through an endless mountain
At the end of life's curtain
In a tomb covered full of snow
My strength feels very low.
I log down at my bed
The earth will be fed
I made my vows.
A dark figure whispers to my ear
My dear, do not fear.

Abdur Rohman Alif
Class : Six
section : A
Roll : 215

Mind Image

I am reliable
I am brave
I can
I will do.
My Path
To Ease.
My life
I will embrace
The path
Of Right .

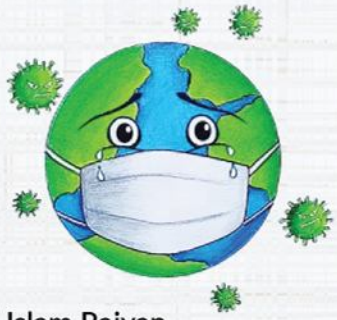

Raj Shaha
Class : One
Section : C
Roll : 30

Tahmidul Islam Raiyan
Class : KG, Section : D
Roll : 71

Go Corona Go

Go Corona Go
Please, just go,
I want to see
The Earth without you
This time is ours.
Wear mask.
Please, stay clean!
Corona will go away
Believe me.

my Country

I love my country,
Named as Bangladesh,
I miss my country
I love my country
I love my mother.

I like to study
To help other.
I have a nation,
Freed country Bangladesh.

All are beautiful
It is Bangladesh
Famous writer gave the title
Golden Bangladesh.

Tanvir Mohatab Riham
Class : Six
Section : E
Roll : 161

NATURE

Everything in nature
God given feature
Birds fly in the sky
Mountains are so light

Trees are green
Water is so clean
We are not kind to it
We are only harming it

But it never betrays
It always gives us right way
Please leave it as it is
Don't try to play with it.

JOKES

Ayesha Jannat
Class : Nine
Section : B
Roll : 11

1. Teacher : Why are you so late?
   Student : Well, I was crossing the road and suddenly it says "School ahead, go slowly!"
2. Teacher : What is the future tense of the statement : 'I killed a thief?'
   Student : You will go to jail.
3. Arman : An apple a day keeps the doctor away.
   Tina : But a garlic a day keeps everybody away.
4. Mother : If a lion is chasing you, what would you do?
   Jessica : I'd climb a tree.
   Mother : If the lion climbs a tree?
   Jessica : I will jump into the lake and swim.
   Mother : If the lion also jumps in the water and swims after you?
   Jessica : Mom, are you on my side or on the lion's?
5. Mom : What did you do at school today?
   Son : We did a guessing game.
   Mom : But, I thought you were having a math exam.
   Son : That's right!

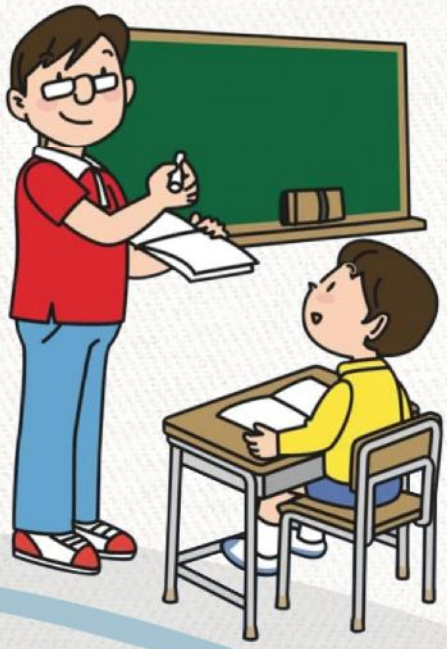

Taharin Rahaman
Class : Seven
Section : B, Roll : 157

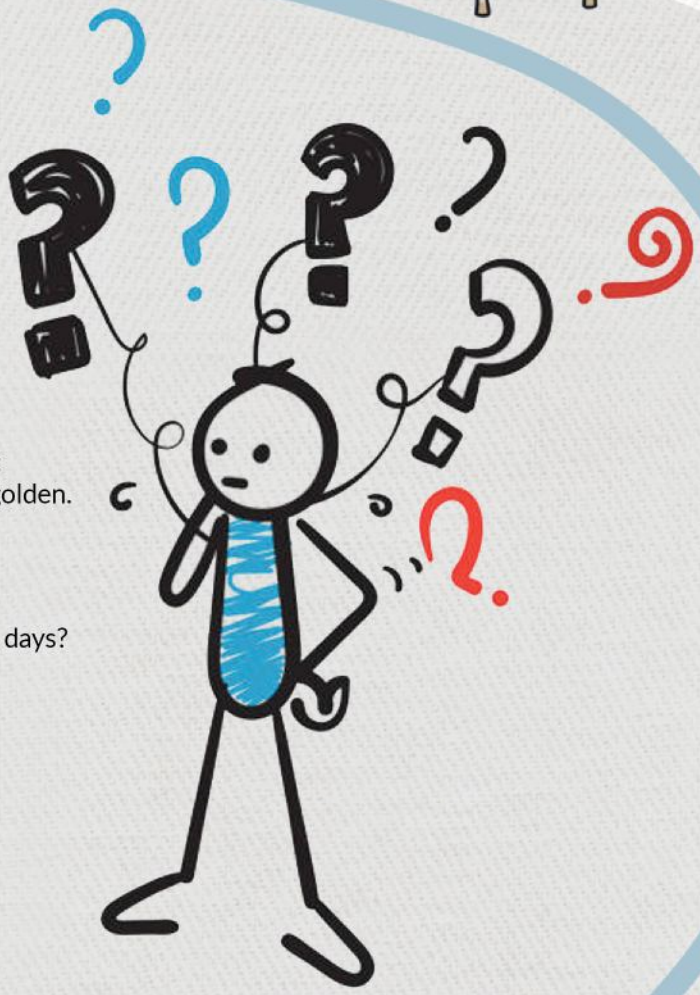

Riddles

1. A man in a car can see three doors : A bronze door, A silver door and a golden. Which door should he open first?
   Answer : His car door.
2. What's the most popular book among both teens and adults these days?
   Answer : Facebook.
3. I am easy to lift but hard to throw. What am I?
   Answer : A feather.

Known unknown

Sumiya Saida Adhora
Class : Nine
Section : A
Roll : 23

1. The statue of liberty is made of copper but it turns completely green because of oxidation in 1920.

2. The mountain Sierra Nevada's in California have pink snow that tastes and smells like watermelons.

3. An ear of corn always contains an even number of rows. Normally 16 and kernels 800 on average.

4. Rain smells like a mix of plant oils, bacteria and ozone.

5. Before 17th century the colour of carrots were purple.

6. The southern hemisphere version of aurora borealis is aurora austral is.

7. Before taking picture Victorians used to say prunes instead of cheese because smiling was reserved for the uneducated.

8. People who understand sarcasm well, are offer good at reading people's mind.

9. The original name for a butterfly was a flutter by.

10. Most soccer players run 7 miles in a game.

11. Every time you sneeze some of your brain cells die.

12. When hippos are upset, their sweat turns red.

13. Mars only appears because its surface is cored with a layer of iron oxide or it is coated with rust.

14. To find out if cranberries are ripe or not growers droop them and see if they can bounce over wooden barrier only ripe berries can make it.

15. Ketchup used to be a medicine that was sold as pills across the us in the eighteen hundreds.

16. While the glaciers are melting they make a fizzy. Sound called "Bergy seltzer".

17. Art used to be an Olympic sport between 1012 and 1948. People competed in sculpture painting, music and architecture.

18. The sky on mans is bed and sunsets are blue because of the dust an in martin air.

19. 60% of your brain is made of fat and the fattiest organ in the body.

20. The longest game of cricket lasted over 12 days between England and South Africa and ended without a winner because the English team had to catch their boat home.

তুলির কবি মনের ছবি

লামিছা, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঙ, রোল : ০৬

তুলির কবি মনের ছবি

অরিত্রী

শুভশ্রী

শাকিরা

রঈদা

আবরার

সৃজিতা

অরিত্রী রশীদ, শ্রেণি : নার্সারি, শাখা : ঙ, রোল : ২০৩

শুভশ্রী, শ্রেণি : কেজি, শাখা : ঙ, রোল : ১৮৩

শাকিরা আক্তার, শ্রেণি : প্রথম, শাখা : ঘ, রোল : ২০

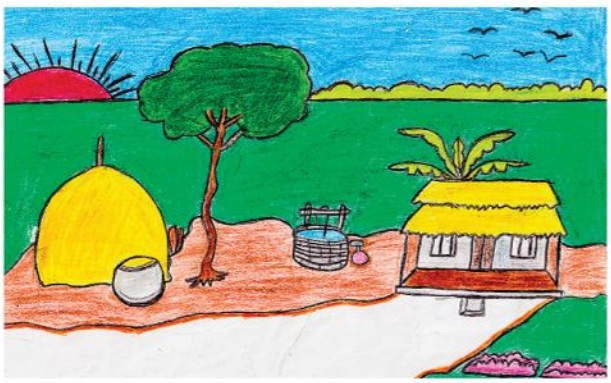
উম্মে আয়মান রঈদা, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : ঘ, রোল : ২৫৮

আবরার হামিন, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : গ, রোল : ৬২

সৃজিতা বর্মণ, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : খ, রোল : ১১৮

তুলির কবি মনের ছবি

শ্যামা

তাহিরা

আরণী

অপরূপ

শ্রেয়াঞ্জন

আদ্রিতা

শ্যামা, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : চ, রোল : ৪১

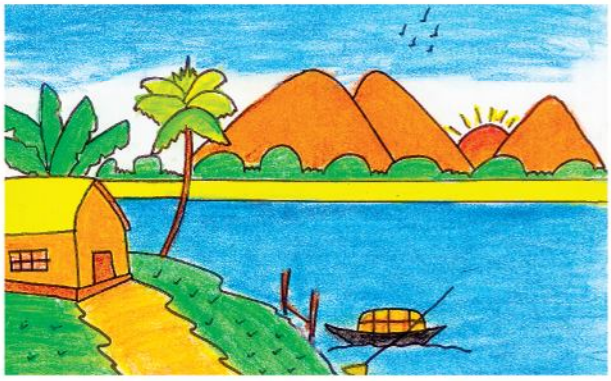
তাহিরা রহমান, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ, রোল : ১১৩

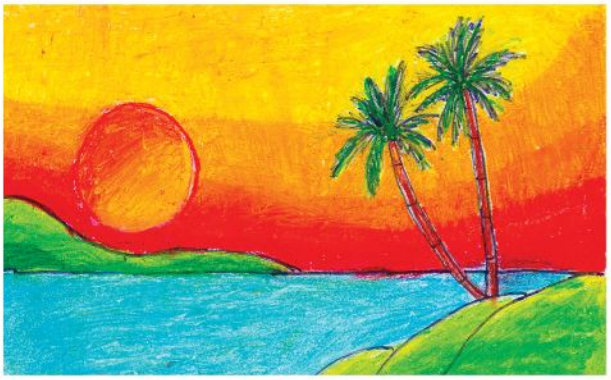
তাসফিয়া মাহ্‌ফুজ আরণী, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ, রোল : ৬৪

অপরূপ দত্ত পিনাক, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ক, রোল : ৫৪

শ্রেয়াঞ্জন সাহা, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ক, রোল : ১৭৭

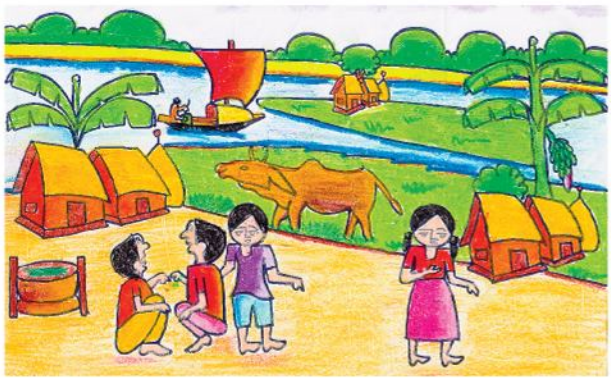
তানিশা তাওসিন আদ্রিতা, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : চ, রোল : ২৫৭

তুলির কবি মনের ছবি

আহনাফ

সামি

জেরিন

তায়িব

নায়না

সাবিরুল

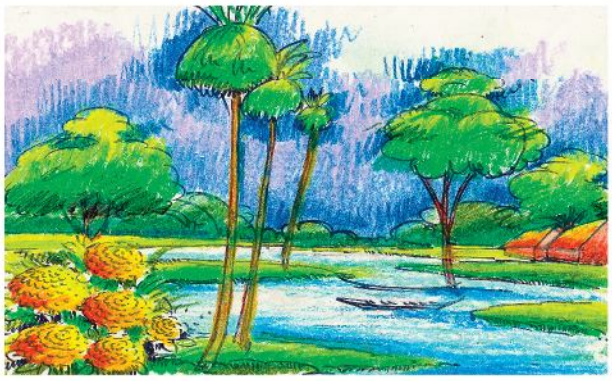
মোহাম্মদ আহনাফ ইসলাম, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : চ, রোল : ২৫৯

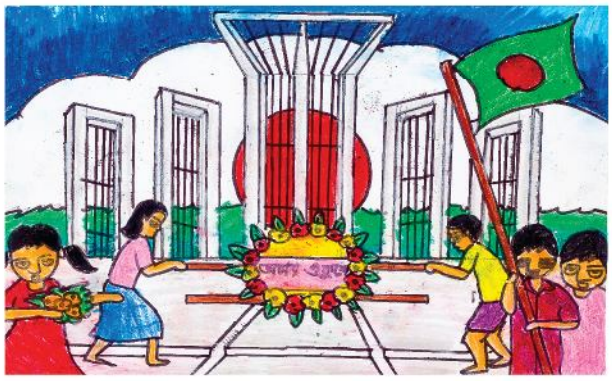
সামি, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ঙ, রোল : ৫১

জেরিন তাসনীম, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ, রোল : ১৮৯

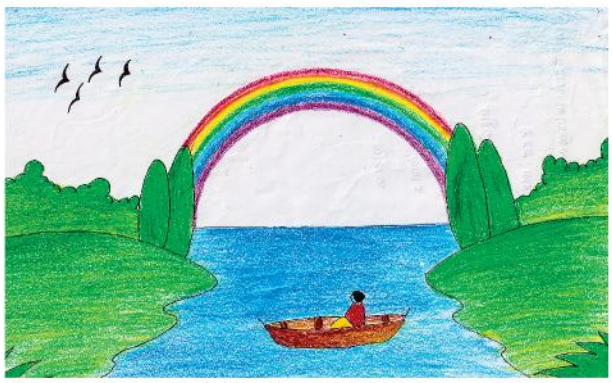
ইফতিখার আহমেদ তায়িব, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ঘ, রোল : ২২৯

নায়না, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ঙ, রোল : ১০১

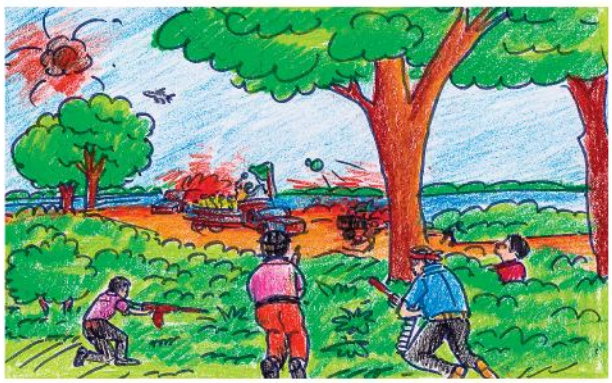
সাবিরুল তাহমিদ, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ, রোল : ২৪৪

তুলির কবি মনের ছবি

জোবায়ের

সাদিকা

লামিসা

তোবা

অম্বিকা

নিয়াজ

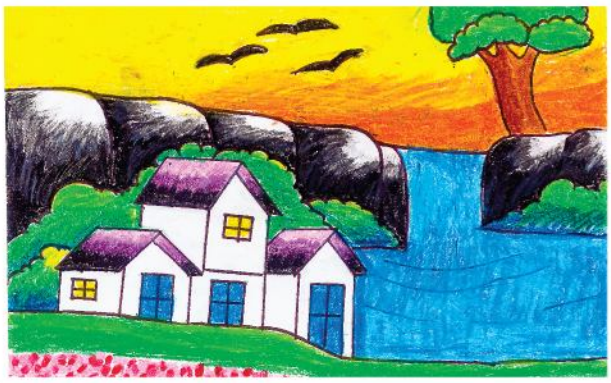
জোবায়ের রহমান, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ঙ, রোল : ৫০

হুমায়রা আঞ্জুম সাদিকা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ, রোল : ২২০

তাসমি হক লামিসা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ঙ, রোল : ০৬

মাহজাবিন মরিয়ম তোবা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ, রোল : ২৩১

মারিয়া বিনতে অম্বিকা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ, রোল : ১১৯

তানজিম আহমেদ নিয়াজ, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ক, রোল : ১৮১

তুলির কবি মনের ছবি

অভি

সিয়াম

মোবাশ্বিরা

ছোয়াদ

ইনাম

মাইসা

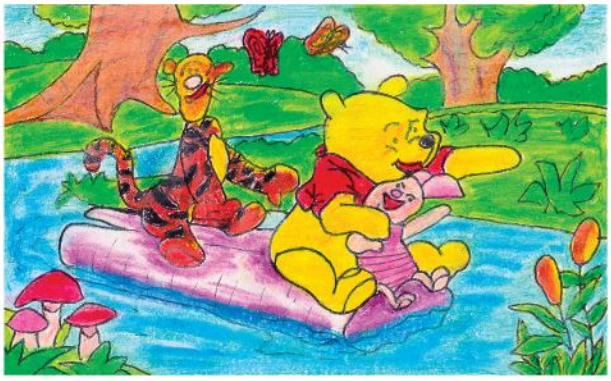
মাহিন জামান অভি, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ, রোল : ২৭৩

আরেফিন আল সিয়াম, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ক, রোল : ২৫

মোবাশ্বিরা মোস্তাফিজ, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : চ, রোল : ৬২

তাহমিছ আরারি ছোয়াদ, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ঙ, রোল : ১০৭

মোহম্মদ ইনাম হাসান, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ, রোল : ১২০

মোনতাহা ফারিণ মাইসা, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ, রোল : ৮৩

তুলির কবি মনের ছবি

সামিউল

সাদিয়া

মাহী

মুক্তি

মৃত্তিকা

আবান

মো. সামিউল আলীম, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ঙ, রোল : ১৩৩

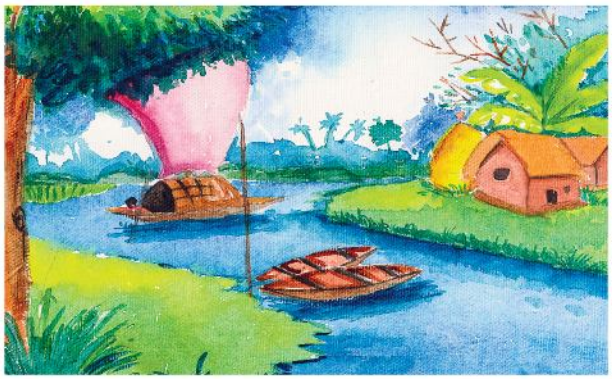
সাদিয়া তাসনিম, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ, রোল : ৭৫

মুঈদ হক মাহী, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক, রোল : ১৪১

শেখ সাদিয়া ইসলাম মুক্তি, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক, রোল : ৯৬

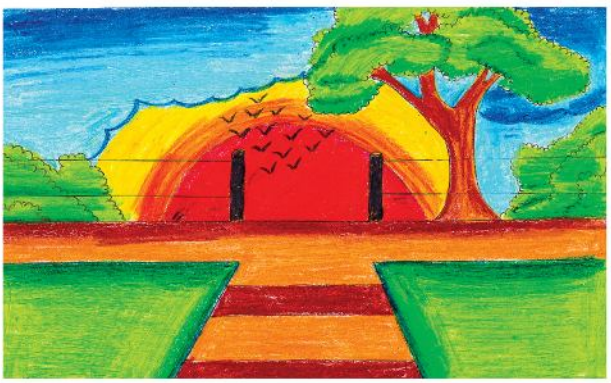
মাহমুদ রহমান মৃত্তিকা, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ, রোল : ২৭০

মোহাম্মদ আবান ইসলাম, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : খ, রোল : ২৮৭

তুলির কবি মনের ছবি

সামিহা

শাবনাম

লিমন

মেহেরাব

ফারিয়া

তৃষা

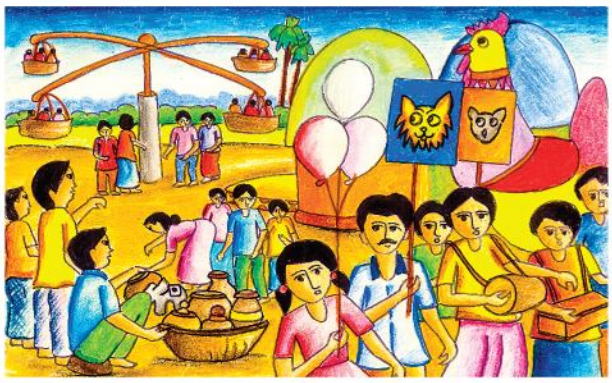

সামিহা সাদাদ, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : চ, রোল : ১২২

নওশিন শাবনাম, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : চ, রোল : ৮১

নাবিদুর রহমান লিমন, শ্রেণি : নবম, শাখা : খ, রোল : ১৫৫

মো. মেহেরাব রহমান আলফি, শ্রেণি : নবম, শাখা : খ, রোল : ১৯০

ফারিয়া হাসান, শ্রেণি : দশম, শাখা : ক, রোল : ১৩

নাফিসা লুবনা তৃষা, শ্রেণি : দশম, শাখা : খ, রোল : ২৯২

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

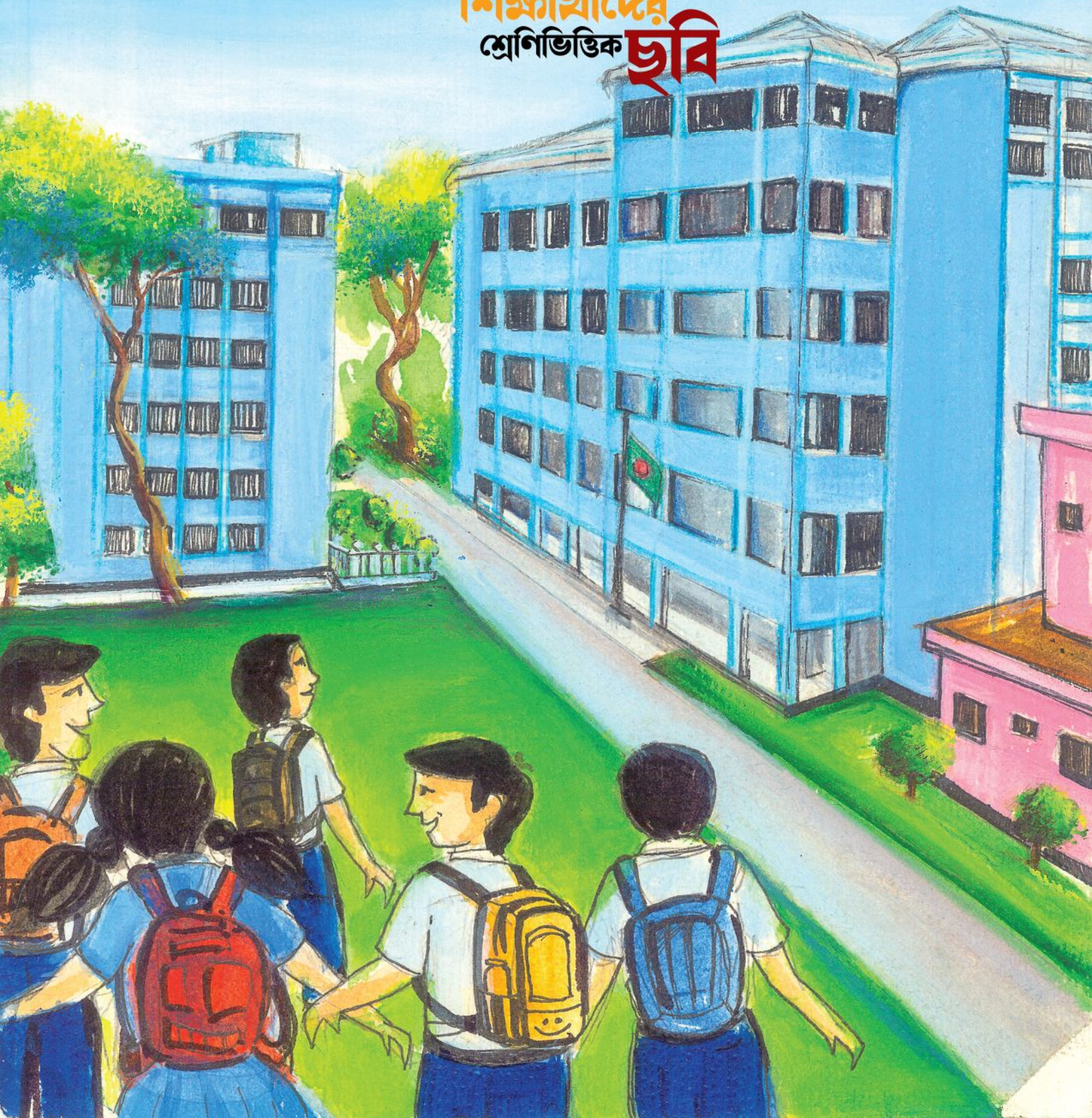

শ্রেণিশিক্ষক : ফাহিমা নাসরিন, জুনিয়র শিক্ষক

নার্সারি শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মারুফ হাসান ভূঁইয়া, জুনিয়র শিক্ষক

নার্সারি শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

নার্সারি শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মঞ্জুরুল হক, জুনিয়র শিক্ষক

নার্সারি শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : আনন্দ বিশ্বশর্মা, জুনিয়র শিক্ষক

নার্সারি শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : অরূপা ঠাকুর শিল্পী, জুনিয়র শিক্ষক

নার্সারি শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. সুজাউল ইসলাম, জুনিয়র শিক্ষক

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

কেজি শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : আয়েশা আক্তার রুমা, সহকারী শিক্ষক

কেজি শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. সাইফুল ইসলাম সুজান, জুনিয়র শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : মো. নজরুল ইসলাম-২, সহকারী শিক্ষক

কেজি শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : স্বপ্না রানী দাস, সহকারী শিক্ষক

কেজি শ্রেণি
ঘ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

কেজি শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রওশন আরা শিমু, জুনিয়র শিক্ষক

কেজি শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রোকসানা পারভিন, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : মো. জাকির হোসেন, সহকারী শিক্ষক

প্রথম শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. শরীফ হোসেন, সহকারী শিক্ষক

প্রথম শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

প্রথম শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : স্বদেশ কুমার দত্ত, সহকারী শিক্ষক

প্রথম শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মাহবুবা আফরোজ, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : এস এম সোলাইমান, জুনিয়র শিক্ষক

প্রথম শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মুহাম্মদ জানে আলম, সহকারী শিক্ষক

প্রথম শ্রেণি
চ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

দ্বিতীয় শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রেহানা পারভিন রুম্পা, সহকারী শিক্ষক

দ্বিতীয় শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : সুমাইয়া আফরিন আফসানা, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : সাবিহা রহমান, সহকারী শিক্ষক

দ্বিতীয় শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : এস এম ফাহাদ, সহকারী শিক্ষক

দ্বিতীয় শ্রেণি
ঘ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

দ্বিতীয় শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. নজরুল ইসলাম-১, সহকারী শিক্ষক

দ্বিতীয় শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : শারমিন সুলতানা, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : নাহিদা আফরোজ, সহকারী শিক্ষক

তৃতীয় শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. আমিনুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক

তৃতীয় শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

তৃতীয় শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : জুয়েনা জাহান এ্যানি, সহকারী শিক্ষক

তৃতীয় শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. আরাফাত হোসেন, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : মো. সুজন মিয়া, সহকারী শিক্ষক

তৃতীয় শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. জসিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক

তৃতীয় শ্রেণি
চ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

চতুর্থ শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী শিক্ষক

চতুর্থ শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : কাজী সুম্মন প্রিয়া, সহকারী শিক্ষক

চতুর্থ শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : সাহিদা আক্তার, সহকারী শিক্ষক

চতুর্থ শ্রেণি
ঘ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

চতুর্থ শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মাহবুব রহমান ফকির, সহকারী শিক্ষক

চতুর্থ শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মাইনুদ্দিন আহমেদ মাহি, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : সিদ্দিকা আক্তার জাহান, সহকারী শিক্ষক

পঞ্চম শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : আব্দুর রহমান, সহকারী শিক্ষক

পঞ্চম শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

পঞ্চম শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মাজাহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক

পঞ্চম শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. আল আমিন, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : খন্দকার মৌসুমী নাসরিন, সহকারী শিক্ষক

পঞ্চম শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক

পঞ্চম শ্রেণি
চ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

ষষ্ঠ শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : ফাতেমা খাতুন, সিনিয়র শিক্ষক

ষষ্ঠ শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : সঞ্জয় বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : কে.এ.এম. রাশিদুল হাসান, সহকারী শিক্ষক

ষষ্ঠ শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. সেলিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক

ষষ্ঠ শ্রেণি
ঘ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

ষষ্ঠ শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মৌমিতা তালুকদার, সহকারী শিক্ষক

ষষ্ঠ শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. শাহজালাল মিয়া, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : সোহাগ মনি দাস, সিনিয়র শিক্ষক

সপ্তম শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. আমিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক

সপ্তম শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

সপ্তম শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : ইলোরা ইমাম সম্পা, সিনিয়র শিক্ষক

সপ্তম শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রোকসানা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : জুলেখা আক্তার, সিনিয়র শিক্ষক

সপ্তম শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : খালেদা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক

সপ্তম শ্রেণি
চ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

অষ্টম শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : শিরিন আক্তার, সিনিয়র শিক্ষক

অষ্টম শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : ফৌজিয়া বেগম, সিনিয়র শিক্ষক

অষ্টম শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রোমানা হামিদ, সিনিয়র শিক্ষক

অষ্টম শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : এ কে এম খায়রুল হাসান আকন্দ, সিনিয়র শিক্ষক

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

অষ্টম শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মাসুদ রানা, সিনিয়র শিক্ষক

অষ্টম শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : ফজলে মাসুদ, সহকারী শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : এ কে এম শহীদ সারওয়ার, সিনিয়র শিক্ষক

নবম শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. ওমর ফারুক, সিনিয়র শিক্ষক

নবম শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

নবম শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. নুরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক

নবম শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মাহবুবা নূরুন্নেছা, সিনিয়র শিক্ষক

নবম শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. আব্দুল অহিদ, সিনিয়র শিক্ষক

নবম শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মনোয়ার হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

নবম শ্রেণি
ছ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : আ ন ম মাহমুদুল হাসান, সহকারী শিক্ষক

দশম শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রেহানা সুলতানা, সিনিয়র শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : রুবাইদা বিন্‌তে রহমান, সিনিয়র শিক্ষক

দশম শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : ফারিজা জামান, সহকারী শিক্ষক

দশম শ্রেণি
গ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

দশম শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : নয়ন তারা, সিনিয়র শিক্ষক

দশম শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মুহাম্মদ ফারুক মিঞা, সিনিয়র শিক্ষক

শ্রেণিশিক্ষক : এম এ বারী রব্বানী, সিনিয়র শিক্ষক

দশম শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. কামাল হোছাইন, সিনিয়র শিক্ষক

দশম শ্রেণি
ছ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

একাদশ শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : আনজুমান আরা, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
খ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. ইনামুল হক, সহকারী অধ্যাপক

শ্রেণিশিক্ষক : মো. তারিকুল গণি, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
ঘ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

একাদশ শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : কামরুন নাহার হাসিনা, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
চ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : গৌতম চন্দ্র দাম, প্রভাষক

শ্রেণিশিক্ষক : রাবেয়া আক্তার, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
ছ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : আবদুস সবুর মোল্যা, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
জ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

একাদশ শ্রেণি
ঝ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী, প্রভাষক

একাদশ শ্রেণি
ঞ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. আবু সাঈদ, প্রভাষক

শ্রেণিশিক্ষক : নাহিদ আরা, সহকারী অধ্যাপক

দ্বাদশ শ্রেণি
ক শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মোহাম্মদ আহসান হাবীব, সহকারী অধ্যাপক

দ্বাদশ শ্রেণি
খ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

দ্বাদশ শ্রেণি
গ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, প্রভাষক

দ্বাদশ শ্রেণি
ঘ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : সোহেল মিয়া, প্রভাষক

শ্রেণিশিক্ষক : মো. নাজমুল হক মিজান, প্রভাষক

দ্বাদশ শ্রেণি
ঙ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : রুবিনা আজাদ, প্রভাষক

দ্বাদশ শ্রেণি
চ শাখা

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ছবি

দ্বাদশ শ্রেণি
ছ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মো. মারফত আলী, সহকারী অধ্যাপক

দ্বাদশ শ্রেণি
জ শাখা

শ্রেণিশিক্ষক : মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, প্রভাষক

আলোকচিত্রে

সিপিএসসিএম
২০২১-২০২২

জিওসি মহোদয়ের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়

বিদায় সংবর্ধনা

বিদায়ী প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়কে
শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন সভাপতি মহোদয়

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের একাংশ

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বিতরণ

“চেনা প্রাঙ্গণে মুখর আমরা অবশেষে”

অতিমারি জয় শেষে প্রিয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের বরণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিলন মেলায় মুখরিত ক্যাম্পাস

করোনা যুদ্ধ শেষে নতুন জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে পাঠে মনোনিবেশ করার প্রেরণা দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস-২০২২-এ শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শিক্ষাকার্যক্রম

নার্সারিতে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন উপাধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ জীবনের প্রথম ক্লাসে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতি মহোদয় সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন

শিক্ষাক্রম ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দের সাথে সভাপতি মহোদয়ের মতবিনিময়

অভিভাবকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়

স্কুল শাখার অভিভাবকবৃন্দের সাথে সভাপতি মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

কলেজ শাখার অভিভাবকবৃন্দের সাথে সভাপতি মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২১

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন সভাপতি মহোদয়

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২১

নবীন বরণ ২০২২

নবনির্বাচিত কলেজ প্রিফেক্টকে অ্যাপুলেট পরিয়ে দিচ্ছেন
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়

নবীন শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করছেন
অধ্যক্ষ মহোদয়

গানে গানে নবীনদের বরণ

নৃত্য পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

নৃত্য পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

এসএসসি-২০২১-এর ফলাফল প্রকাশের দিনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস

আমাদের সাফল্য

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী রাফিয়া খন্দকার একুশে বইমেলা-২০২২ এ প্রকাশিত নিজের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ 'তৃষ্ণা জেগে রয়' বইটি অধ্যক্ষ মহোদয়কে শুভেচ্ছা স্বরূপ প্রদান করছে

Toffee Star Seach প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে প্রথম রানার আপ পুরস্কার অর্জন করেছে ইশান দে

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২-এ শ্রেষ্ঠস্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আঞ্চলিক পরিচালক, মাউশি

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২-এ সংগীত বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ মহোদয়

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের দেয়ালিকা উন্মোচন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২২-এর দেয়ালিকা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিজয় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে
ভার্চুয়াল শপথ গ্রহণ

মহান বিজয় দিবস ২০২২

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয় দিবসে দেশের গান পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা

বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি

দেশের গানে, নৃত্যের তালে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করছেন বিশেষ অতিথি

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির সাথে প্রতিযোগী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রভাতফেরিতে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ

শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সভাপতি মহোদয়

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন দিবসে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অতিমারি শেষে
প্রতিষ্ঠান খোলার পর যথাযোগ্য
মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হলো
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কালে আয়োজিত
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ সেনানিবাসের
আয়োজিত বইমেলা পরিদর্শন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেনানিবাসস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত আয়োজনে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা

মহান স্বাধীনতা দিবসের দেয়ালিকা উন্মোচন করছেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়

দেয়ালিকা পর্যবেক্ষণ শেষে অনুভূতি ব্যক্ত করছেন সভাপতি মহোদয়

ঈশাখাঁ হাউসের দেয়ালিকার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ ও সভাপতি মহোদয়

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২

মহান বিজয় দিবসের কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী তিন হাউসের শিক্ষার্থীরা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

মহান স্বাধীনতা দিবসে
সমাপনী বক্তব্য রাখছেন
অধ্যক্ষ মহোদয়

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়ের ফটোসেশন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

পুরস্কার হাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়ের ফটোসেশন

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন সভাপতি মহোদয়

কলেজের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তি করছেন প্রভাষক রুবীনা আজাদ

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন সভাপতি মহোদয় ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন মঙ্গল শোভাযাত্রা

বাংলা নববর্ষ

ফিতা কেটে বাংলা নববর্ষের দেয়ালিকা উন্মোচন করছেন সভাপতি মহোদয়

বাংলা নববর্ষে প্রাণের মেলায় উৎসবমুখর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

ইফতার মাহ্‌ফিলে
প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনায় দোয়া

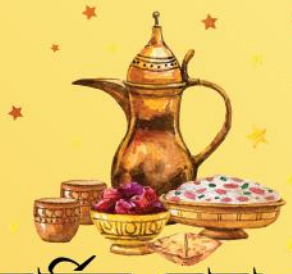

বার্ষিক দোয়া ও ইফতার মাহ্‌ফিল

ইফতার মাহ্‌ফিলে শিক্ষকবৃন্দ

ইফতার মাহ্‌ফিলে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একাংশ

শান্তির পায়রা উড়িয়ে সবুজ পৃথিবী গড়ার শপথ

বৃক্ষ রোপণ অভিযান

শিক্ষক
শিক্ষার্থী মিলে
সবুজ পৃথিবী
গড়ার
উদ্যোগ

বৃক্ষরোপণ অভিযান উলপক্ষ্যে
বৃক্ষরোপণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

"পদ্মা সেতু বাঙালির এক বিজয়ের নাম"

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে
প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশনা

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে
প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যরত শিক্ষার্থী

বঙ্গমাতার ৯২তম জন্মদিন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবের জীবন ও অবদান
বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

বঙ্গমাতার জীবন ও অবদান বিষয়ে আলোচনা করছেন
সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ কাদিরুজ্জামান

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি, জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ক্ষুদে শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতা ২০২২

আন্তঃহাউস বিতর্ক প্রতিযোগিতার একাংশ

আন্তঃহাউস হ্যান্ডবল
প্রতিযোগিতার বিশেষ মুহূর্ত

আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করছেন অধ্যক্ষ

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার শিক্ষার্থীরা

আন্তঃহাউস ফুটবল
চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে
অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

দাবা প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা

উন্মীলন

বার্ষিকী ২০২২

জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের
সংবর্ধনা ও
একাডেমিক পুরস্কার প্রদান

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী